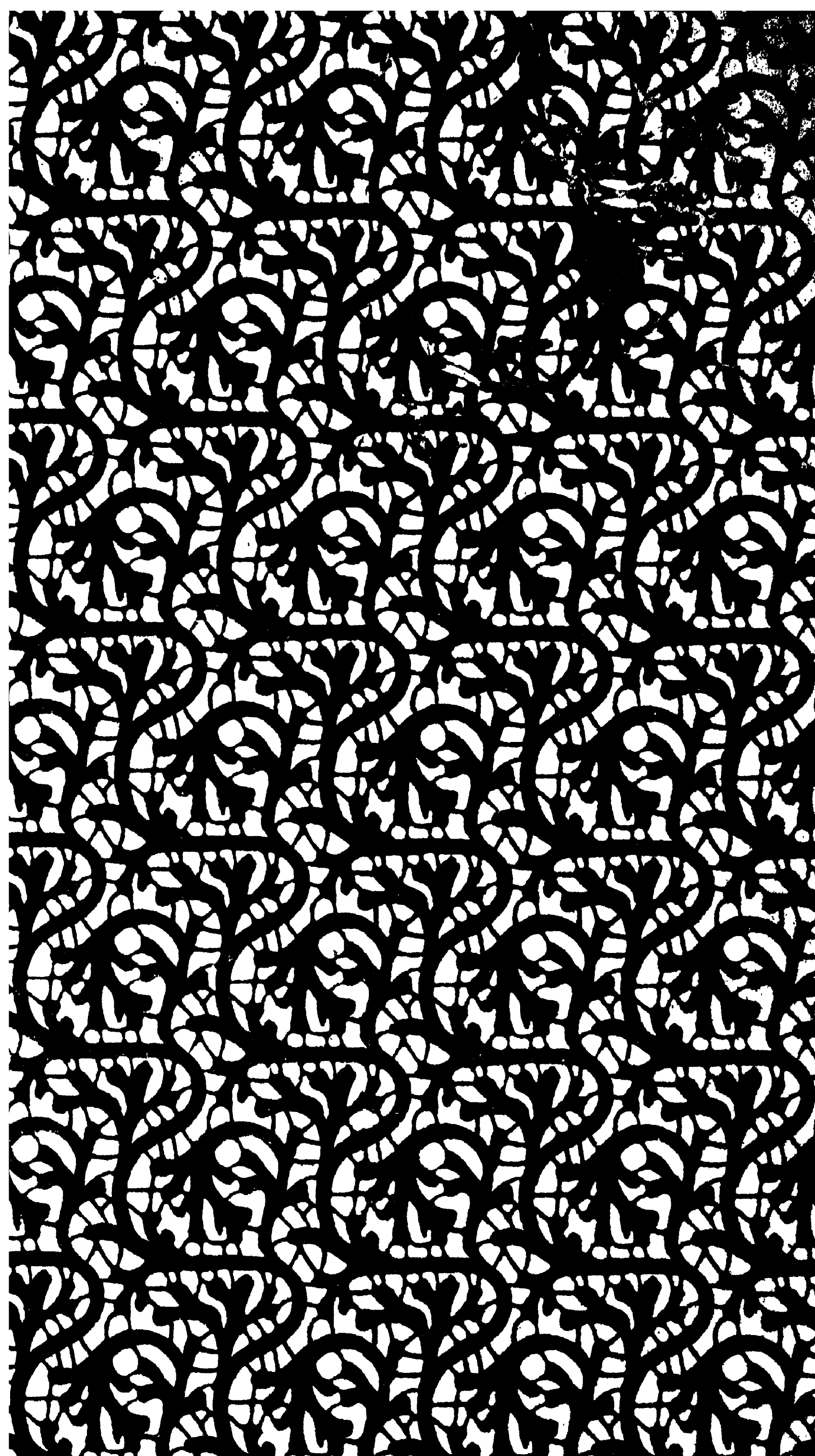
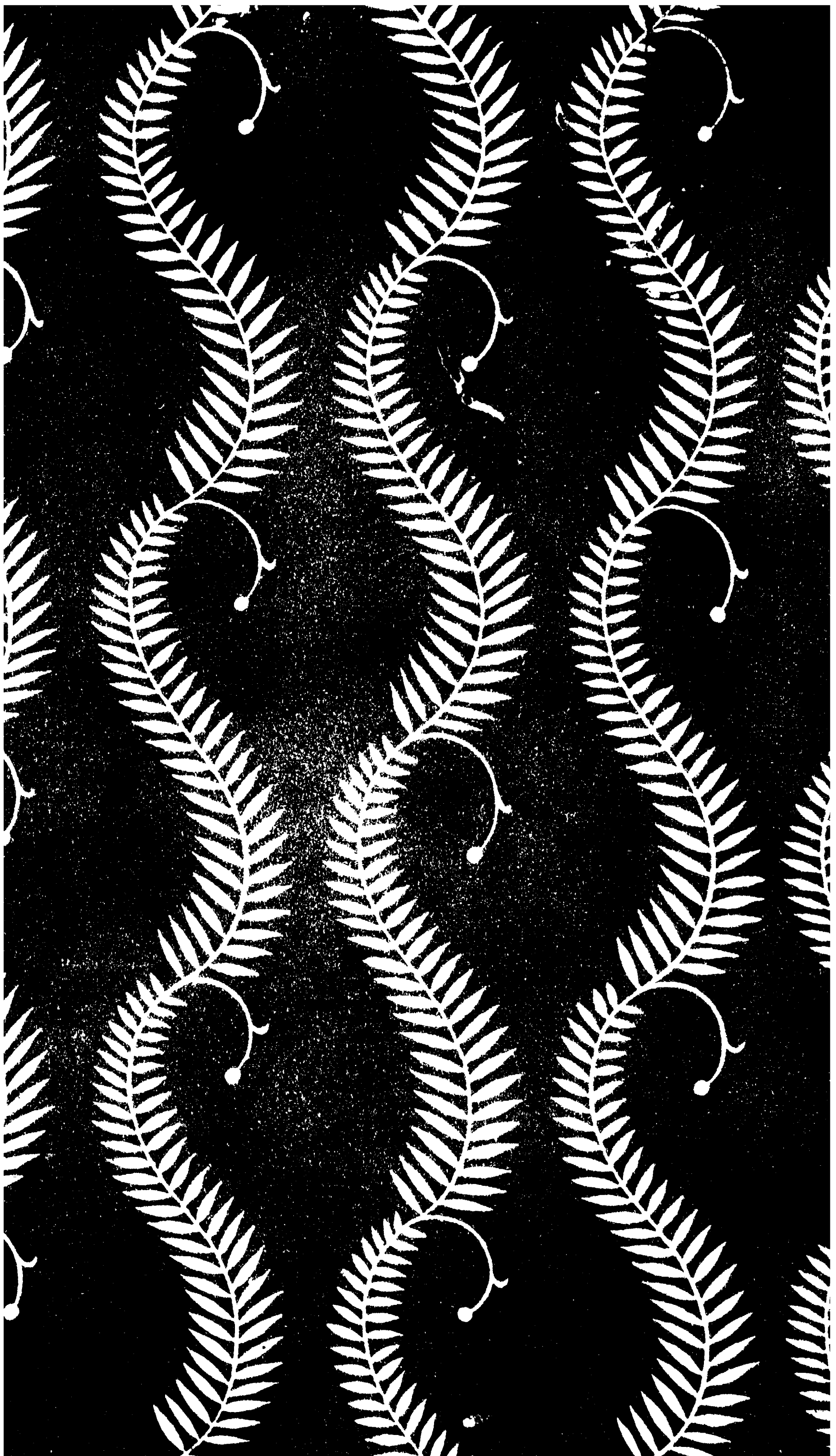




করকমলেষু

বনফুল

বেঙ্গল পাবলিশার্স  ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট

কলিকাতা-১২



প্রথম সংস্করণ : আশ্বিন, ১৩৭৬
প্রকাশক—শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বেঙ্গল পাবলিশার্স
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—১২
মুদ্রাকর—শ্রীললিত মোহন গুপ্ত
ভারত ফোটোটাইপ ষ্টুডিও
৮৯, লেক রোড
কলিকাতা—২৯
রূপসজ্জা ও প্রচ্ছদপট-পরিকল্পনা—
শ্রীআশু বন্দ্যোপাধ্যায়
ব্লক ও প্রচ্ছদপট মুদ্রণ—
ভারত ফোটোটাইপ ষ্টুডিও
৭২।১, কলেজ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—১২
বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

পাঁচ টাকা

উৎসর্গ

বন্ধুবর শ্রীবীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্র

বিরূপাক্ষেষু

—নিবেদন—

মৎপ্রণীত 'বনফুলের কবিতা' নামক গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ অনেকদিন পূর্ব্বেই নিঃশেষ হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থের ব্যঙ্গ কবিতা-গুলি আরও কয়েকটি নূতন ব্যঙ্গ কবিতা যোগ করত রসিক সমাজের করকমলে সেগুলি দিলাম।

"বনফুল"

১৭ই আষাঢ় ১৩৫৬
গোলকুঠি
আদমপুর
ভাগলপুর।

ভাদুড়ী

যদিও কবিতা লিখি, ব্যবসা আমার
ঠিকাদারি ; আমি ঠিকাদার।
বিবাহ হইল যবে,
মন্ত্র, বাদ্য, শঙ্খ-ঘণ্টা-রবে,
বরযাত্রী, কন্যাযাত্রী,
নিদ্রাহীন কত রাত্রি,
গোলমাল, গালমন্দ,
ভাঙা জোড়া কত ছন্দ,
কত যশ, অপযশ,
ব্যবসার কিছু loss,
তারি মাঝে কিছু রস
পাইলাম :—আমি ঠিকাদার
বুঝিলাম সার,
ফুরনেতে ঢুকিয়াছি, নূতন ব্যাপার !

আমার যা-কিছু আছে হইবে তাহার,
তাহার সর্ব্বস্বে মোর হবে অধিকার !

২

কভু চড়া কভু মন্দা,
কভু দ্রুত মধুছন্দা,
দাম্পত্য-বাণিজ্য ক্রমে
ওঠে জমে' জমে' !
চরমে উঠিল যবে, ব্যঞ্জন ডাইল
হইল লবণ-দগ্ধ। দাম্পত্য 'ফাইল'
উল্টাইয়া দেখিলাম, সর্ব্বস্বের এক কিস্তি মোর
হয়নি প্রিয়ারে দেওয়া। করি রব ঘোর
প্রিয়া-পাশে আসি'
কহিনু সম্ভাষি',
"এসো প্রিয়ে, বিম্ব-ওষ্ঠে মারি এক ঘুঁষি !"
কি আশ্চর্য্য, প্রেয়সী উঠিল মহা রুষি !
ফুরান মাফিক্
সোহাগ লয়েছে যদি, ঘুঁষিটাও নিক্ !
আমার যা-কিছু আছে—সর্ব্বস্ব আমার,
প্রাপ্য যে তার !
অথচ কহিল প্রিয়া কম-কণ্ঠে কাঁপাইয়া পাড়া,
"এই কি ব্যাভার তোর—ওরে লক্ষ্মীছাড়া !"

৩

অতি ক্রোধে বাহিরিনু পথে,
হনহনি' পদযুগ-রথে।

দূরেতে দেখিনু'
আসিতেছে ও পাড়ার তিনু।
ছোক্‌রা সে
থাকে নানা বেশে !
চুল, গোঁফ, দাড়ি ও সময়,
এ চারিটি বস্তু লয়ে নানা সমন্বয়
করা বারম্বার
স্বভাব তাহার!
বলিলাম তারে আমি সকল খুলিয়া।
সে কহিল
"যেই বিম্ব-ওষ্ঠ তিনি রেখেছেন রাঙাইয়া
পান-দোক্তা দিয়া,
যেথা নিত্য চিত্তহরা কত না মাধুরী
(যাহা দেখি' কাহিল ভাদুড়ী—ও পাড়ার তরুণ ভাদুড়ী !)
যেই বিম্ব-ওষ্ঠ তলে ফোটে রাশি রাশি,
কত রাগ অনুরাগ সোহাগের হাসি,
সহজ সরস,
সেই বিম্ব-ওষ্ঠে তিনি চান তব—ঘুঁষি নহে—গোঁফের পরশ !
হোক্‌ সে কোমল কড়া, প্রজাপতি-ছাঁটা,
কামানো বা কাটা !
প্রিয়াদের ঝোঁক খালি গোঁফেরই উপর—"
বলি' সে চলিয়া গেল ! ভীষণ দুপর
কিরণ-মুদ্গর হানে, মোর টাক্‌ মাথা,
সাথে নাই ছাতা !
ফিরিলাম গৃহে ; দেখিলাম ফুরন-ব্যাপার
বোঝে না প্রেয়সী মোর। তাই আরবার

রেঁধেছে নূতন করি (ছিল না ফুরন),
সুখেতে করিনু দোঁহে উদর পূরণ !

৪

সেই হ'তে অয়ি প্রিয়ে, মোর কাব্যটিকে' !
গড়েছি তোমারে ঘিরে—ছিল নাক 'ঠিকে' !
ফুরন ছিল না এতে, তবু এটা ঠিক,
তোমারি সর্ব্বাঙ্গ পানে চেয়ে অনিমিখ,
(জানিত ভাদুড়ী—ও পাড়ার তরুণ ভাদুড়ী,
নাহি যার জুড়ি ।)
করে গেছি কাব্য চর্চ্চা
করি বহুবিধ খর্চা !
প্রিয়া মোর, সখী মোর, তোমা পানে চেয়ে
চিত্ত মোর উঠিয়াছে নিত্য গান গেয়ে !
প্রেমতীর্থ ভরেছি উৎসবে
বেণু-বীণা-রবে !
তব রূপ-যমুনার তীরে
খুঁজিয়াছি রাধিকারে ফিরে ফিরে ফিরে ;
আকুল উন্মুখ-প্রাণ
গাহিয়াছি গান—
"মোর নেশা হয় যদি লাল,
আর সবুজ রঙের মন যদি পাই
গোলাপী রঙের গাল ।"
পেকেছে তোমার কান, দন্ত ব্যথিয়াছে,
খোস্, ছুলি সকলেই বাসা বাঁধিয়াছে
শ্রীঅঙ্গে তোমার । মোর ছন্দ তবু

হয় নাই ম্লান কভু।
দেহের দুর্দ্দশা তব
করিয়াছে কলরব.
আঁখির সম্মুখে মোর,
তবু সখি, গাহিয়াছি হয়ে ভাবে ভোর—

"হয়ে যায় যদি কল্পনা মম
সাঁঝের সোনালি সাগরের সম
খুলে দিতে পারি মনের তরণী
তুলে দিতে পারি পাল!"

তোমার অম্বল হ'ল! তদুপরি
মহাঘটা করি'
আসিল ভাদুড়ী (ও পাড়ার তরুণ ভাদুড়ী)
করি নানা বাহাদুরি
জোটালো 'হোমিওপ্যাথি'!
মহাবৃদ্ধি হল তাতে ব্যাধি,
বাড়িল যন্ত্রণা পেটে পিঠে,
'সোডা' খেয়ে গেল শেষে মিটে!
জানে তিনু,
কি আবেগে গেয়েছিনু—

"ঘন কালো তার আঁখিতারা যদি
চাহনি-চমক হানে,
অভিমানে ভরা ভুরু দুটি যদি
ঝটিকা ঘনায়ে আনে।"

চির রুগ্ন হলে তুমি—অস্থিচর্ম্মসার!
বসন্ত শরৎ শীত এল বার বার
নানারূপ রসাবেশে!

আবার গানেতে গেন্থু ভেসে :

"সোহাগের সেই তুমুল তুফানে,
ভাসিতে ভাসিতে মল্লার গানে,
ডুবে যাব আমি, ডুবে যাবে তরী
ডুবে যাবে ইহকাল!
সবুজ রঙের মন যদি পাই
গোলাপী রঙের গাল।"

ক্রমে ক্রমে শুনিনু 'রিউমার',
পেটে তব হয়েছে 'টিউমার'!
এবারও ভাদুড়ী (ও পাড়ার তরুণ ভাদুড়ী)
হানিতে চাহিয়াছিল 'হোমিও' হাতুড়ী!
আমল না দিয়া তারে আনিনু 'সার্জ্জন'!
সে আসি' হাজার টাকা করি উপার্জ্জন
পেটেতে বসাল ছুরি—একদা প্রভাতকালে আসি,
তবু থামে নাই মোর বাঁশী
তোমারে ঘিরিয়া!
গাহিনু নূতন গান প্রিয়া :

"মন-মৌ-বন সফল করিয়া
এস গো সাকী,
পুরান কুসুমে নূতন বরণ
দাও গো আঁকি'!"

সহসা পাশের ঘরে তোমার গোঙানি
হারাইল বাণী!
ছুটে গিয়ে দেখি
হায় এ কি!
চলে গেছ মোরে ফাঁকি দিয়া,

হে আমার প্রিয়া।
ও পাড়ার তরুণ ভাদুড়ী একাকী বসিয়া আছে
অতি কাছে !
ফুরন মাফিক সখী, চলেছিনু যবে,
রাগ করেছিলে তবে !
ফুরন ভাঙ্গিয়া যবে অফুরন্ত সুরে
ডাক দিনু, তাও গেলে দূরে !
এ যে কি ব্যাপার
বুঝি নাকো আমি ঠিকাদার।
শ্মশানে যাবার কালে দেখি
একি !
কি ঘোর চাতুরী,
সরেছে ভাদুড়ী !

অবিনাশ

১

অবিনাশ মৌলিক
লৌকিক
নাম তার,
আসলে সে মানব-আত্মার
শোভন বিকাশ।
—এম, এ পাশ !
দর্শন-শাস্ত্রেরে করিয়া ধর্ষণ
সপ্তাহেতে তিন দিন করেন বর্ষণ

বক্তৃতা মুষলধারে !
ছাত্রদল কাতারে কাতারে
সেই ধারাপাত
মুখস্থ করিয়া সারা রাত
নানা ভাবে হইয়াছে কাবু,
মুগুর ভাঁজিছে কেহ,—কেহ খায় সাবু !
অবিনাশ, প্রফেসর কলেজে'র।
বহুবিধ 'নলেজের'
তীব্র তাড়নায়
হায়,
কখনো 'নেক্‌টাই' পরে, কখনো খদ্দর,
অথচ ভদ্দর !
নয় সে সংসারী,—এখনও কুমার ;
প্রণয়-চুমার
কেতাবি বর্ণনা ছাড়া অন্য জ্ঞান মোটে নাই,
ভাগ্যে তার জোটে নাই
রোগা বা নধর কোনো অধর পরশ।
তবুও যে লোকটা সরস,
কারণ তাহার,
স্থূলতা নাম্নী নাকি কোন মহিলার
হয়েছিল সঙ্গ লাভ,
কিন্তু যেই হল love,
বাহির হইল তথ্য—
স্থূলতা যে বাগদত্ত !
হবু-স্বামী কি এক মিষ্টার,
বিলাত-প্রবাসী এক আধা-ব্যারিষ্টার !

অবিনাশ দূষিল না আপনার ভাগ্যে,
কেবল কহিল হেসে—যাক্ গে !
সেই হতে রসজ্ঞান তার
অলঙ্কার।

২

একদা অবিনাশ,
শেষ করি প্রাতরাশ,
'পত্রিকা' প্রভৃতি নানা দৈনিক লইয়া,
সাংবাদিক রোমন্থনে মশগুল হইয়া
ছিলেন যখন,
ঠিক আসিল তখন
পত্র একখানি।
তার বাণী
সাংঘাতিক
অবিনাশ মৌলিক
চক্ষুকে বিশ্বাস করা অনুচিত কি না
ভাবিতেছিলেন ; কিন্তু মনোবীনা
অকস্মাৎ তুলিল যে তুমুল ঝঙ্কার
বারম্বার !
নেবুতলা লেন,
সেথাকার স্নেহলতা সেন
লিখেছেন,
"হে দেবতা, আশাপথ-চেয়ে তব, চিত্ত যে উতলা,
তুমি মম পরানপুতলা
বহু জনমের !

তোমারে চিনেছি আমি—সয়েছিও ঢের !
সখা, এইবার
বিবাহ আমার
নাহি হ'লে,
হয় জলে—নয় স্থলে,
তেয়াগী পরাণ
রাখিব এ প্রেমের সম্মান !”
প্রফেসর অবিনাশ রহিলেন যদ্যপিও কুঁচকাইয়া ভুরু,
হৃদয়ের মাঝে কিন্তু হল তাঁর শুরু
দুরু দুরু !
ভাবিলেনও গর্ব্বভরে,
“স্থূলতার স্বয়ম্বরে
হয়েছিল মর্ম্মচ্ছেদ,
স্নেহলতা আজি মোর মিটাল সে খেদ !
কিন্তু কেন ?”—এই বলি মুছিলেন কপালের স্বেদ !
তার পর বহুক্ষণ বহু ধীরে ধীরে,
সিগারেট ধূম দিয়ে ঘিরে,
মনোরম চিন্তাটিরে
নানা রূপে দিলেন প্রশ্রয় !
বিবেক আসিয়া তারে কয়—
“বাড়াবাড়ি ভাল নয় !
স্নেহলতা স্থূলতারই জাতি
আবার খাইবে শেষে লাথি !”

৩

এবং তখুনি
বিবেক বকুনি
বাধ্যই করিল যেন তাঁরে।
তুলিয়া কলমটারে
অবিলম্বে লিখিয়া দিলেন
"স্নেহলতা সেন
খবরদার,
চিঠিপত্র আর
লিখো না আমায়,
লেখ যদি বাধ্য হব তোমার বাবায়
জানাতে সে কথা,"
কিন্তু বড় ব্যথা
পাইলেন অবিনাশ পণ্ডিত প্রবর।
এবং দুদিন পরে খবর জবর
হল ছাপা,
রহিল না চাপা।
নেবুতলা লেন,
সেথাকার হারাধন সেন—
আত্মহত্যা করেছেন
কন্যা তাঁর!
পুরাতন মামুলি প্রথার
পুনরভিনয় করি',
পড়েছেন সরি'
বে-দরদী দুনিয়ার কবল হইতে হায়
এক ঝট্‌কায়!

৪

শুনি এ বারতা
অবিনাশ কি যে হল বলিতে পার তা ?
বলিতে পারি না আমি,
শুধু দেখি দিবা যামী,
চতুর্দ্দিকে কুণ্ডলিছে সিগারেট ধূম,
তার মাঝে বসে' আছে অবিনাশ—গুম্ !
অনুতাপ-তাপে
(সিদ্ধ ভাপে
মাংসের মতন)
অবিনাশ মন
হল বিগলিত।
হারাধন সেন তাঁর পূর্ব্ব-পরিচিত !
কতবার গৃহে তাঁর
শুনেছে সে বেহালা, সেতার,
সে স্নেহলতার !
করিয়া চা পান
মূর্ত্ত করি তুলিয়াছে রাশিয়া, জাপান,
চায়ের টেবিল 'পরে
শুধু বাক্যভরে !
হারাধন, নিরীহ সে, বুঝিত না অতশত কিছু,
শুধু ক'রে মাথা নীচু
গুম্ফ গুছাইত,
আর সায় দিত।
হায় সে বেচারা,

কন্যাশোকে বিনা-দোষে কেঁদে কেঁদে সারা !
"কি ক'রে তাঁহার কাছে দেখাইব মুখ,"
এই ভেবে অবিনাশ মূক !
(আহা যেন আহত শামুক !)

৫

তার পর বহুদিন গেছে কেটে !
ছিল যারা বেঁটে
হয়েছে তাহারা লম্বা বয়স বাড়িয়া।
অবিনাশ কলেজ ছাড়িয়া
প্রথমতঃ রেখেছিল টিকি।
(গভীর শোকই কি
গুচ্ছ গুচ্ছ কেশরূপে,
মূর্দ্ধাপরে চুপে চুপে,
উর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত উচ্ছ্বাসের মত
ধরেছিল অত
মোটা ঘন কালো দেহ ?
—সে কথা বলিতে নারে কেহ)
কিছুদিন টিকি লয়ে মহা হৈ চৈ !
কোশাকুশি, ধূপধুনা, বাতাসা ও খৈ,
স্তূপে স্তূপে
হাজির হইল যেন সে টিকির মোসায়েব-রূপে !
কত না নিরীহ ফুল হাসিতে হাসিতে
চড়িল সে টিকির ফাঁসিতে !

টিকিওলা বহু পুরোহিত
অবিনাশে দলে পেয়ে হারাল সম্বিৎ !
সবে তারে ঘিরে,
দীর্ণ করি বিংশ শতাব্দীরে,
চীৎকার করিল সুরু নানাবিধ সুরে
অবিনাশ-পুরে !
বর্ষার দাদুরী যথা ঘোলা জল পেয়ে
ওঠে গান গেয়ে !
কিন্তু শেষ চমকিল অবিনাশ-পিলে,
যবে সবে মিলে
কহিল আসিয়া তারে "দাদা,
দাও কিছু চাঁদা !"
একবার দিয়া তাও পেল না নিস্তার।
নিত্য নব আবির্ভাব চাঁদার খাতার
ধর্ম্ম জগতের
প্রার্থী নগদের !
দেখি হুলুস্থুল
অবিনাশ চুপে চুপে টিকিটিরে করিল নির্ম্মূল
বিচলিত হিয়া,
অন্য কোন্ পন্থা দিয়া,
স্নেহলতা শোকাবেগ করিবে নির্ব্বাণ,
ভাবিতে ভাবিতে, মনে হল—গান !
কণ্ঠ তার করিয়া সজল,
নির্ঘাৎ সে গাহিত গজল,
কিন্তু হায়, একি—ইস্,
সহসা হইল তার 'ল্যারিন্‌জাইটিস্' !

কোথা গান?   কণ্ঠবাঁশী
ছাড়িছে কেবল কাসি
বেসুরা—বেতালা,
হায় একি জ্বালা।
দিল শিস্।
মিটিল না আকুলতা—কণ্ঠ তার করে নিস্ পিস্
অস্ফুট আবেগভরে।
অকাতরে
করিল সে অর্থব্যয় চিকিৎসার তরে ;
কিন্তু হায়—সকলি বৃথায়।
প্রাণ যবে করে গাই গাই,
কণ্ঠ শুধু করে সাঁই সাঁই!
শেষে অবরুদ্ধ শোক তার জমে'
ক্রমে ক্রমে
যেইরূপে দেখা দিল সে অতি ভীষণ!
শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন
আশ্রয় করিয়া
খাইতে লাগিল মুর্গি উদর ভরিয়া!
"ধর্ম্মকর্ম্ম"-কাগজেতে প্রবন্ধের ভারে,
সম্পাদকটারে
জর্জ্জরিত করি,
হঠাৎ পড়িল সরি
পণ্ডিচেরি।
শুনিতেছি, আজকাল খাইতেছে শেরী,
কাপড় পরে না আর,—ঢিলা ঢিলা পায়জামা পরে,
বাহিরে ও ঘরে!

রটাইছে বন্ধু-মহলে,
মৃতা স্নেহলতা নাকি নানা ছলে বলে
আসে রাতে, আপাদমস্তক তার চাদরেতে মুড়ি'
এসে পায়ে দেয় সুড়সুড়ি !

পলিটিক্স আপ-টু

জ্বলে' গেল অঙ্গ,
বঙ্গ-ভঙ্গ !
মরমেতে বাজিল রে সুগভীর বেদনা
জাগিল রে চেতনা।

যত দেশ-ভক্ত
"রক্ত রক্ত"
চীৎকার করি' মোরা ছুঁড়িলাম পট্‌কা,
—বেড়ে গেল খট্‌কা।

উপদেশ সস্তা
বস্তা বস্তা
"জোর করে' পারবি না, তোরা এক রত্তি !"
...দেখিলাম, সত্যি !
"মুখ তুলে চাওগো,
দাওগো দাওগো,
ঘুচাইয়া দাও এই অধীনতা-বন্ধন,"
—করিলাম ক্রন্দন।

হাত জুড়ি' বক্ষে,
চক্ষে চক্ষে
বহে গেল ভক্তির দরদর দরিয়া
—"দাও দাও" করিয়া।

তবু মন পাই না!
"চাই না চাই না"
তুলিলাম রব তাই হয়ে গেছে শিক্ষা
চাই না ও ভিক্ষা।

ঘুরালাম চরকা
ঘরকা, পরকা,
পারিলাম যদ্দূর—পরিলাম খদ্দর,
আপামর ভদ্দর।

খদ্দরে, ঘর্ম্মে,
চর্ম্মে চর্ম্মে
চুল্‌কানি ঘামাচিতে হল সবে অস্থির!
উপায় কি স্বস্তির!

হয়ে উনমত্ত
ষত্ব-ণত্ব
—জ্ঞান-লোপ পেল ফের ছুঁড়িলাম পিস্তল।
তাও হল নিষ্ফল!

শোনা গেল লণ্ডন,
ঝনঝন ঠনঠন

স্বাধীনতা-বণ্টন করিছেন নগদাই,
যার যাহা 'হক্' তাই !

জাহাজেতে চাপিয়া,
বাষ্পে ফাঁপিয়া,
রবার-বেলুন সম গেল এক গুচ্ছ,
আশা ছিল উচ্চ !

লণ্ডন বৈঠক,
টক্‌টক্ টক্‌টক্
আল্‌পিন দিয়ে খোঁচা দিল টুপ্‌টুপ্ সে,
গেল সব চুপ্‌সে !

তবু বুক বান্ধি'
"গান্ধি গান্ধি"
চীৎকার করিতেছি মোরা দেশ-সুদ্ধ,
আত্মা-প্রবুদ্ধ ।

মহাত্মা লোক সে,
ভুলিবে না hoaxএ,
এই ভেবে মোরা শুধু করিতেছি নির্ভর
রোগা লোকটির 'পর !

নিষ্ক্রিয় ভক্তি
মহাত্মা শক্তি
শোষণ করিছে, মোরা ভক্তিতে প্রহ্লাদ !
—নহি মোরা জল্লাদ !

সব জেল ভর্ত্তি !
ঝড়্‌তি পড়্‌তি

দু' একটা আছে যা-ও, তা-ও নাকি রুগ্ন,
—প্রাণ-রস শুক্‌নো !

শেষকালে ভাগ্যে,
ভাববো না যাক্‌ গে,
ভাবনার কোন দিন মিলিয়াছে অন্ত ?
আপনারা ক'ন তো ?

অন্নদা সরকার

১

গৃহ-কোণে মূর্ত্তি দেখি' ভগ্ন চরকার,
সহসা পড়িল মনে—অন্নদা সরকার।
চমৎকার ছেলে,
সেদিনই তো P. R. S. পেলে।
লেখাপড়া ছাড়া
অন্য কোন বিষয়েতে প্রাণ তার দিত নাকো সাড়া
যে রকম প্রচণ্ড বিদ্বান,
সকলেই ছিল আস্থাবান,
এইবার বড়-গোছ চাকরি জুটিবে,
অচিরাৎ ফাঁপিয়া উঠিবে।
কিন্তু হঠাৎ
সকলের আশা-তরী করি দিয়া কাৎ,

অন্নদা সরকার
হইল চরকার
মহাভক্ত।
অহিংস-সংগ্রামে তার ধমনীর রক্ত
ভীষণ বেতালা ভাবে নাচিয়া উঠিল।
ফলে, তার লেখনী ও রসনা ছুটিল
উন্মাদ উদ্দাম সুরে,
নিকটে ও দূরে,
কাগজে ও মাঠে।
সকলে ব্যাকুল হ'ল শ্রবণে ও পাঠে।
উদ্দাম সে সঙ্গীত দম নিল শেষে
দম্‌দমে এসে।
অর্থাৎ, শেষ কালে ছেলে
গেল জেলে।
তু' বৎসর ছয় মাস
হল কারাবাস।

২

অন্নদার ব্যবহারে দেশসুদ্ধ লোক লাখে লাখ
মানিল অবাক।
কিন্তু সে বিস্ময় আরো হইল গভীর,
যবে সেই বীর
জেল থেকে ফিরে এল ইয়া ভুঁড়ি নিয়ে।
সকলে কহিল তারে—একি তব ইয়ে,
এত বড় ভুঁড়ি,
কদাচিৎ মেলে এর জুড়ি।

সকলে মিলিয়া তারে
বারে বারে
প্রদক্ষিণ করি'
নিরীক্ষণ করিল সে ভুঁড়িটিরে দুই চক্ষু ভরি'।
দেখা গেল, ভুঁড়িটির আছে দু'টি স্তর,
তার মাঝে নাভিদেশে গভীর গহ্বর,
তদুপরি কালো কালো আবক্ষ-বিস্তৃত বহু রোঁয়া,
অন্তরে যে অগ্নি জ্বলে—একি তারি ধোঁয়া?

৩

অন্নদা সরকার,
জেল থেকে বের হয়ে ভেবেছিল—"দরকার
স্বদেশবাসীরে মোর করা সচেতন।
জমিয়াছে বহু আবেদন
চরকা বিষয়ে, জেলে বসে' ভাবিয়াছি যাহা।"
কিন্তু আহা,
কাল হল ভুঁড়ি তার!
সকলেরই এক কথা—"দেখেছ হে অন্নদার
ভুঁড়ির বহর?"
ডাক্তার রামলাল ধর
একদিন কহিলেন সবে
—"ভেবেছে কি ওর দ্বারা আর কিছু হবে?
অত বড় পেট যার জালার সমান,
সে তো একটা অপদার্থ! ভাল যদি চান,
ব্যায়াম করুন আর খাওয়াটা কমান।"

এই ভাবে অন্নদা যতই
চরকার ব্যাখ্যা করে, সকলে ততই
ভুঁড়িটাই লক্ষ্য করে—কিছু নহে আর ;
দেখে শুনে ভারি দুঃখ হ'ল অন্নদার।

৪

দুটি মাস পরে ঠিক
চারিটাকা মূল্যের একটি মাসিক
করিল বাহির।
প্রবন্ধ ও কবিতাতে পাতে পাতে করিল জাহির,
ভুঁড়িতে ও চরকাতে নাহিক বিরোধ।
এমন কি হ'য় যদি আব কিম্বা গোদ,
তাহলেও স্বরাজ-স্বর্গর
একমাত্র জয়-ধ্বনি চরকা-ঘর্ঘর !
ভুঁড়ি, আব, গোদ, পিলে—দৈহিক কোনরূপ স্ফীতি,
পারিবে না কমাইতে প্রীতি
কাহারো চরকার"
লিখিতে লাগিল তুড়ে অন্নদা সরকার।

৫

কিন্তু তার ফলে,
আর্টিষ্ট মহলে
জাগিল স্পন্দন।
কার্টুন আঁকিল তারা—"সরকার নন্দন
বিপর্য্যস্ত ভুঁড়িভারে
চরকা কাটিছেন। চারিধারে

ভৃত্য সারে সারে
মোটা অন্নদারে
ক্রমাগত করিতেছে হাওয়া।
খস্‌খসে ছাওয়া
চারিপাশ,
ঘর্ম্মাক্ত তবুও ভুঁড়ি, শ্লথ নীবি-বাস।
মুগ্ধ-নেত্র ভক্তবৃন্দ দেখিতেছে সুতা-আবির্ভাব,
কার ও গোদ, কার ও পিলে, কার ও গালে-আব।
স্বরাজের শুভ সূত্রপাত
হেরিছে নিস্পন্দ নেত্রে—নাহি দৃক্‌পাত।"
এইরূপ নানাবিধ ছবি ও বিদ্রূপ
অন্নদারে করাইল চুপ।

৬

অন্নদা বেচারা শেষে
গ্রামে ফিরে এসে,
নির্জ্জন নদীতীরে একদা সন্ধ্যায়
ভাবিতে লাগিল হায়,—
"জন্মলাভ করিয়াছি ভাগ্যহত দেশে।
হেথায় সবার দৃষ্টি এসে
কি আশ্চর্য্য, ঠেকে গেল ভুঁড়িতে আমার,
এগোল না তার বেশী আর!
অন্তর্দৃষ্টি নাই কারো চোখে,
ছি ছি গেছি ভারি ঠকে',
জন্মলাভ করিয়া এখানে।
এদেশের লোক শুধু জানে,

তাড়াতাড়ি বিয়ে করে'
তার পরে
বংশবৃদ্ধি করা অবিরত ;
পরে ঘেয়ো কুকুরের মত
কামড়াইয়া ইহারে উহারে,
চলে যাওয়া যমের দুয়ারে।
যাই হোক, এ দেশেতে জন্মলাভ করেছি যখন,
তখন
বিয়ে-করা ছাড়া আর গত্যন্তর নাই।
অতএব চেষ্টা করি তাই।"

৭

কিছুদিন পরে,
শুনিল সে হাওড়া নগরে
আছে এক সুরবালা—তরুণী, শিক্ষিতা,
আধুনিক-মন্ত্রে সুদীক্ষিতা,
সুতরাং গল্প-লেখা বাতিকটা আছে !
অন্নদা তাহার কাছে
পত্র-যোগে করিল প্রকাশ—
"পড়ি' আপনার লেখা মনে মোর জন্মিছে বিশ্বাস,
সাহিত্যের ইতিহাসে আপনার সম্রাজ্ঞীর পদ
কিছুতেই হইবে না রদ।
আলতামস মারা গেলে আপনিই হবেন রিজিয়া।"
শুনি, সে বালার মন উঠিল ভিজিয়া।
নানাবিধ পত্রালাপ হল ক্রমে সুরু,
খাম পুরু পুরু ;

চিঠি লিখে লিখে
প্রেমটিকে
পুষ্ট যবে করিয়াছে অন্নদা সরকার,
তখন হইল হুঁস্—"যাওয়াটা দরকার
একবার সশরীরে
অশরীরী প্রেমটিরে
শারীরিক ভাষ্য-দেওয়া মন্দ কি এবার !"
এই ভেবে অন্নদা সেবার
গেল হাওড়ায়,
কিছু 'বাসে'—কিছু হাঁটা-পায় ।
মানসীর প্রথম দরশ,
সেই নত-দিঠির পরশ,
অন্নদারে করিল আকুল,
হাওড়াকে হল তার ভুল
পারস্য বলিয়া ।
অন্তরের গজল গলিয়া
দেখা দিল সর্ব্ব-অঙ্গে ঘাম,
খুলিল সে কোটের বোতাম ।

৮

ফিরিবার পথে
'বাস'—'জয়রথে'
দেখা হল সহপাঠী সুরেশের সাথে ।
তার হাত রাখি হাতে
অন্নদা কহিল তারে—"ভাই,

তোমারে খুলিয়া বলি সকল কথাই !
হাওড়ায় সুরবালা বোস নামে আছে একজনা,
মানে, অত্যন্ত প্রকৃষ্টমনা
মহিলা সে।
তারি সাথে আলাপের আশে
ক্ষণিকের সঙ্গ-পিপাসায়
এসেছিনু আজি হাওড়ায়।"
কহিল সুরেশ, "সুরোকে তো চিনি আমি, সেও মোরে চেনে,
থাকি এক লেনে।"
অন্নদা কহিল তারে, "হও না রে ভাই
ঘটক তাহলে। বিবাহ করিতে চাই
তারে।
নিজ মুখে কথাটারে
প্রকাশ করিতে পাই লাজ,
তুমি ভাই কর এই কাজ।"
"বেশ তো বেশ তো" বলি সুরেশ তো রাজী,
"কথাটা পাড়িব আমি আজই।"
দিন দুই পরে এল সুরেশের পত্র
মাত্র কয় ছত্র !
"আশা তার ছাড়ো,
স্বামীর আদর্শ তার Ramon Novarro.
তোমার ও ভুঁড়ি দেখে (খোলা ছিল জামার বোতাম)
প্রেম তার হ'য়ে গেছে numb.
কহিছে সে, অত বড় ভুঁড়িওলা লোক,
নিশ্চয় অতি আহাম্মোক ;
যতই সে P. R. S. হোক।

সুতরাং ভাই,
আশা কিছু নাই।"
পত্র পড়ে, অন্নদা কি মনে ভেবে শেষ
অকস্মাৎ হল নিরুদ্দেশ।

৯

বহুকাল পরে, শোনা গেল—অন্নদা ফিরেছে দেশে
অপরূপ বেশে
দলবেঁধে গিয়ে বাড়ী তার
দেখিলাম, কঠিন ব্যাপার!
দেখা গেল যাহা,
তাহা
কল্পনার সীমার ওপারে।
অন্নদারে
চেনা শক্ত!—ভুঁড়ি নাই মোটে,
সর্ব্বাঙ্গের পেশী তার ফুলে ফুলে ওঠে
যেন রুদ্ধ অভিমান ভরে।
শিরোপরে
একগাছি চুল নাই—সমস্ত কামানো একেবারে।
গর্দ্দানে রদ্দার চিহ্ন সারে সারে সারে।
বিস্তৃত উরস তার—কঠোর বদন,
ফেলিতেছে ক্রমাগত 'ডন্,'
চারিপাশে ডাম্বেল, মুগুর।
বৈশাখের বিষম দুপুর
অগ্রাহ্য করিয়া
চলিয়াছে শুধু 'ডন্' দিয়া।

পরনেতে কাচ্ছা শুধু—নগ্ন সর্ব্ব দেহ
ঘর্ম্মাপ্লুত।—চোখে-মুখে নাই কোন স্নেহ!
যোদের দেখিয়া
'ডন' থামাইয়া
কহিল—"কি চাও"—
কি বলিব ভাবিতেছি। হেনকালে সে কহিল—"আও"!
পা' দুইটি ফাঁক করি', উরু 'পরে চাপড়াইয়া করতাল দু'টি,
একটু ঝুঁকিয়া, ভুতোটার ধরি ঝুঁটি
দিল গাঁট্টা!
হিন্দিতে কহিল হাসি'—"চলে আও পাঠ্‌টা"—

* * *

পাগ্‌লা গারদে আছে অন্নদা সরকার,
পেশীময় সুস্থ দেহ ভুঁড়ি নাই আর।

সর্ব্বদা

যবে উঠিতে বসিতে হাসিতে কাসিতে,
তব্‌লা-বেহালা-সেতার-বাঁশিতে,
সর্ব্বদা—
ধরিতে চেয়েছি হয় তো পাইনি,
আধপেট ছাড়া কখনো খাইনি,
সর্ব্বদা—
যবে সোহাগে সরমে কাঁদিয়া রাগিয়া,
কাগজে কালীর আখর দাগিয়া
অর্থাৎ—

নাগ্‌রা নোলকে আঁচলে চাবিতে,
চিবুকে অধরে কোমরে নাভিতে
সর্ব্বদা—
পেয়েছি কিম্বা পাইতে পাইতে,
জীবন কাটিবে চাইতে চাইতে
ঠিক্ তা—
বুঝ্‌তে পারিনি শোনই না হয়'
ভাব্‌বে আমারে যা হয় তা হয়
সর্ব্বদা—
জানলা ধরিয়া কিম্বা 'বাসে'তে,
এসেছিল মোর মনের পাশেতে
ঠিক্ তা—
ধরিতে পারি নি—হয় তো স্বপনে,
সাম্‌না-সাম্‌নি কিম্বা গোপনে
অর্থাৎ—
শেষ-বরাবর কবিতা গল্পে,
চিন্তা করিয়া অল্পে অল্পে
সর্ব্বদা—
ছাড়িব-ছাড়িব এমন সময়,
শুনবেন সবি? থাক্ আর নয়
অর্থাৎ—
মেয়েটা বেজায় বুঝলেন কি না,
ঠিক্ একালের নয় আশা, বীণা,
চপলা!
অর্থাৎ যেন কেমন গোব্‌দা,
হয়নি তাতেও মনের ক্ষোভ তা'
সত্যিই;

ক্ষোভ হল ঠিক যখন শেষটা,
ব্যর্থ করিয়া সকল চেষ্টা

হায় রে—

(প্রেম নাহি হয় এ পোড়া বঙ্গে)
শেষ-কালটায় আমারই সঙ্গে

উদ্বাহ !

মশাই, শেষটা বিয়ে হল মোর
মেয়েটার সাথে ! আজও তার ঘোর

সর্ব্বদা—

রয়েছে ঘিরিয়া স্বপনে শয়নে,
এ-পাশে ও-পাশে নয়নে নয়নে

সর্ব্বদা—

সর্ব্বদা আছি, আছে সর্ব্বদা,
আর কিছু নয়, খালি সর্ব্বদা,

এনৃতার !

ট্র্যাজেডি-বৃক্ষের আর একটি ফল

প্রথম পরিচ্ছেদ

'বাসে' চড়ে বীণা রায়
চলেছেন বেহালায়,
পড়িতেছে টিপি টিপি বৃষ্টি ;
আর কে চলেছে সাথে ?
লক্ষ্য নাইকো তাতে
পুস্তকে নিবদ্ধ-দৃষ্টি !
(চলেছে গোবৰ্দ্ধন মিত্র।)
নয়নের কিনারায়
এল যবে বীণা রায়
ঝুম্‌কো ঝুলায়ে দুটি কর্ণে ;
চরণে নাগরা পরা,
শাড়িটি ঘাগরা-করা
সুর্মা মাখান আঁখি-পর্ণে।
(দেখিল গোবৰ্দ্ধন মিত্র।)
এলো-খোঁপা চুলগুলি,
হাতে শুধু সরু রুলি,
কণ্ঠে চিকণ চারু হার গো।
গালেতে লাগেনি চুন,
কিম্বা ধরেনি ঘুণ
পাউডার ওটা পাউডার গো !
(বুঝিল গোবৰ্দ্ধন মিত্র।)

বয়স কতই হবে ?
সে কথা কেই বা কবে,
দেখিতে নেহাৎ রোগা তন্বী,
তবু ওই দেহ ঘিরে,
দেখা যায় শিখাটিরে
ভিতরে জ্বলিছে যার বহ্নি !
(তাতিল গোবৰ্দ্ধন মিত্র ।)
বদনের সদরেতে,
রাঙা রাঙা অধরেতে
ভদ্র হাসিটি আছে তৈরী,
চোখে যেন আছে ভাষা,
বুকে যেন আছে আশা,
স্বাস্থ্যটা শুধু তার বৈরী ।
(গলিছে গোবৰ্দ্ধন মিত্র ।)
ভাষাহীন সে ভাষার,
সীমাহীন সে আশার,
মূৰ্ত্তি দিবে সে কোন্ শিল্পী ?
নহে এ তো সাধারণ
দোকানের পুরাতন
চির-পরিচিত বাসি 'জিল্পি' ।
(আকুল গোবৰ্দ্ধন মিত্র)
এ যে বাঙালীর মেয়ে,
নব 'কালচার' পেয়ে,
চপ ও সুক্তো এক সঙ্গে ।
দাঁতগুলি চক্‌চকে,
ঠোঁটে রঙ্ টকটকে,

ধন্য করিছে এই বঙ্গে।
(মুগ্ধ গোবর্দ্ধন মিত্র।)
সহসা কাটিল তাল
ছিঁড়িল স্বপন জাল,
মহাকাল করিলেন রঙ্গ।
'বাসে' 'বাসে' কলিশন
হয়ে গেল কি ভীষণ
চট্ করে হল রস-ভঙ্গ !
—(ব্যাকুল গোবর্দ্ধন মিত্র।)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

চোখ বুজে বীণা রায়
শুয়ে আছে বিছানায়,
মেডিক্যাল কলেজের কক্ষে।
"বেশী কিছু নাই ভয়"
ডাক্তার এসে কয়,
যন্ত্র লাগায়ে তার বক্ষে।
(পার্শ্বে গোবর্দ্ধন মিত্র।)
তিন দিন, তিন রাত,
শুয়ে থেকে দিনরাত
পুলকিয়া সকলের মন গো—
ভাল হল বীণা রায়,
ফিরে গেল বেহালায়
ট্রামেতে করিয়া আরোহণ গো।
(সঙ্গে গোবর্দ্ধন মিত্র।)

দুটি মাস না কাটিতে,
বেহালার সে বাটিতে
বাজিয়া উঠিল নানা বাজনা,
বীণা রায় করে বিয়ে
সারা দেহ মন দিয়ে,
শুধিবারে সমাজের খাজনা!
(বর সে গোবর্দ্ধন মিত্র।)

উপসংহার

গোবর্দ্ধন মিত্র মোর বাল্য সহচর।
বিবাহের দু' বছর পর
সেদিন তাহার সাথে দেখা হল হেদুয়ায় ধারে।
নানাবিধ গল্প হল ; অবশেষে কহিলাম তারে,
—"চা খাবি তো চল্,
দেখ তো এ আধুলিটা ভাল না অচল!
ওটাই সম্বল!"
ম্লান হেসে
কহিল সে
—"মেকি কিনা
বলিতে পারি না।
মেকি ধরা শক্ত ভাই—যদি পারিতাম,
তাহলে কি বিয়ে করিতাম?"
ধরি তার হাত
শুধানু—"অর্থাৎ?
—এটা কি বলিস্!"
সে কহিল, "স্ত্রীর মোর বয়স চল্লিশ!

১৯০৯ সনে,
সে মোর বাবার সনে
করেছিল 'এনট্রান্স' পাস্!
বিয়ে করে শেষে দেখি আরে সর্ব্বনাশ!"
কিছুক্ষণ পরে গবু কহিল আবার,
"এখন কেবল ভাই সান্ত্বনা আমার
এই দেখ্—" বলিয়া সে একখানি রুমাল খুলিয়া
সম্মুখেতে ধরিল তুলিয়া,
এবং কহিল পুন—"এমব্রয়ডারি ভাল করে,
—ওইতেই আছি ভরপূর!"
দেখিলাম, রুমালেতে আঁকা এক কুঞ্জ ময়ূর!

রূপান্তর

বহু বৈজ্ঞানিক
গবেষণা করিয়াই করেছেন ঠিক,
পৃথিবীতে রূপান্তর ঘটিছে নিয়ত।
পুরাতনে করিয়া নিহত
নূতনের অভ্যুদয়
নিত্য হয়।
বীজ হতে বৃক্ষ হয়, মন্ত্র হতে মন্ত্রী দেয় হানা,
গুটিকা-খোলস ছাড়ি' প্রজাপতি মেলে তার ডানা,
উজল বিজলী হতে জন্ম লভে কঠিন কুলিশ,
শান্তিরক্ষা করে শেষে থানা ও পুলিস।

অণ্ড হতে মুর্গী হয়, ষণ্ড হতে পাদুকা-উদ্ভব,
প্রিয়া সে নন্দন ছাড়ি' করে শেষে রন্ধন উৎসব
পাচিকার বেশে।
সর্ব্ব কালে, সর্ব্ব দেশে,
অবস্থা বিপাকে
রূপান্তর ঘটে থাকে।
গাণ্ডীবী অর্জ্জুন হ'য়েছিল বৃহন্নলা,
ভীমসেন সূপকার। কিছুই যায় না বলা
রূপান্তর হবে
কার কবে।
দুর্নিবার এই রূপান্তর।
—যার বলে দস্যু রত্নাকর
বিরচিল রামায়ণ।
যার ফলে বৃদ্ধ শ্যামধন—
কৃপণ, কুশীদ-জীবী, শুষ্ক নিষ্করুণ
(হায় কিংকরুণ)
বলি-রেখাঙ্কিত মুখ সাবানে মাজিয়া
দেখা দিল তরুণ সাজিয়া।
ফেলি' তার ভাঙা ছাতা,
খেরো-বাঁধা খাতা,
আদ্দির পাঞ্জাবী পরি' তবলায় করিল সঙ্গৎ।
আয়ত্ত করিয়া বহু গৎ।
কারণ ?
আইন তারে করে না বারণ
পঞ্চাশোর্দ্ধে বিবাহ করিতে ।
তাই সে ত্বরিতে

সুদ্‌খোর হতে হল তবলা-বাদক
সঙ্গৎ সাধক।
অদ্ভুত এ রূপান্তর।
যার ফলে উষর প্রান্তর
হয়ে ওঠে শ্যামময়ী কানন-বীথিকা
সঙ্গীত হইয়া যায় রেকর্ড-গীতিকা।
চিকিৎসক হয়ে পড়ে ঔষধ-বিক্রেতা,
বৈরাগী সে হয় দেশ নেতা।
আল্‌ট্রা ভায়লেট রশ্মি দীপ্তি রবীন্দ্রের
ভাইটামিন রূপে হায় কত কবিদের
কল্পনারে মোটা করে।
আর তার ভরে
পটাপট্‌ ছিঁড়ে যায় তার
বাণীর বীণার।
রূপ হতে রূপান্তরে অরূপের অপরূপ সুর
চিরকাল বাজিছে মধুর।

তফাৎ হইতে আমি এতকাল ধরি'
নির্ব্বিকারে চিত্ত মোর ভরি',
নিরীক্ষণ করিয়াছি অরূপের নিত্য নব প্রসাধন-সাধ।
কিন্তু এবে ঘটেছে প্রমাদ।
আজ আর
নহি নির্ব্বিকার।
আমার বালিকা-বধূ (বয়স 'নাইন')
(হয়নি তখনো দেশে সর্দা আইন)
গৌরীদান-পুণ্যফল ঘটায়ে পিতার

পুন্নাম নরকের দ্বার
রোধ করিবার আশে,
দাঁড়ালেন আসি মোর পাশে,
বাদ্যোদ্যমে মহা ঘটা করি'
—ছোট্ট নোলক পরি।
সমৃদ্ধ সে সমারোহ
আনিতে পারেনি কোন মোহ
মোর মনে। তাহার প্রমাণ,
—আন্দামান।
বিবাহের পরে
স্বদেশ উদ্ধার তরে
উন্মত্ত আবেশে
আন্দামানে গিয়েছিনু ভেসে।
কিন্তু আন্দামানে
চিত্ত মোর ভরেছিল বিরহের গানে
বালিকা বধূর তরে।
কত দিন স্বপ্নভরে
গেছি তার কাছে হায়,
কচি মুখখানি তার চুমায় চুমায়
দিয়াছি ভরিয়া।
তারেই স্মরিয়া
"মেঘদূত" পড়িয়াছে মনে
আন্দামান জেলে ক্ষণে ক্ষণে।
অশ্রুসিক্ত মোর অনুভূতি
ভাষার লাগিয়া শুধু করেছে আকুতি
নির্ব্বাক রসনা 'পরে।

যাপিয়াছি কারাবাস বাণীহীন বেদনার ভরে।
আন্দামান সেরে যবে ফিরিলাম বাড়ী,
দেখিলাম, প্রেয়সীর গজায়েছে দাড়ী
অসহ্য বিস্ময়ে আমি শুধালাম সবে
এও কি সম্ভবে ?
ডাক্তার আসিয়া
করে গেল সমর্থন হাসিয়া হাসিয়া ;
দেখাইল অনেক নজীর,
মোর চক্ষুস্থির !
এই মোর প্রিয়া ?
যার লাগি বিচলিত হিয়া
কত না ব্যাকুল সুরে গেয়েছিল গান
মুখরিত করি আন্দামান !
যার লাগি
কত নিশি কাটিয়াছে জাগি',
যার মুখখানি
আমার তৃষিত বুকখানি
ভরেছিল আকুল স্মৃতিতে
প্রেম ও প্রীতিতে।
সেই কিনা শেষে
হাজির হইল আসি' বলিষ্ঠ এ দাড়িওলা বেশে !
—পুষ্ট দাড়ী—নেহাৎ অল্প না
কল্পনাও করেনি কল্পনা।
বিস্ময় কাটিল যবে—মন যবে কিছু শান্ত হ'ল,
কহিলাম ধীরে তারে—"নোলকটা খোল।"

ব্রহ্মার বিধানে

১

চিত্ত তার মোটে স্থির নাই,
হাতির হয়েছে সখ শিখিবে সেলাই।
(সূক্ষ্মতম সূচীকার্য্য তা'ও !)
গণ্ডারে ধরিল, "মোরে শিখাইয়া দাও।"
গণ্ডার কহিল—"ভাই,
সময় যে মোটে নাই,
ব্যস্ত আছি বেহাগ সাধিতে।
ওস্তাদের সন্ধান পার কোন দিতে ?"
হস্তী কয়—"কোকিলের যে সুন্দর গলা,
সে হয়ত জানে কিছু, যায় না তো বলা।"
গণ্ডারও কহিল তারে,
—"ভুলেই যে গেছি আরে
সেলাই শিখিতে পার মাক'শার কাছে।
তার তুল্য শিল্পী আর আছে ?"

২

হস্তদন্ত ছুটিল গণ্ডার,
বেহাগ-রাগিণী শেখা নিতান্ত দরকার !
কিন্তু হায়,
সকলি বৃথায়।

গণ্ডার দেখিল গিয়া, কোকিলের ঝোঁক
'টাইপ রাইটিং' শিখে হবে বড়লোক!
তারি হায়, দিবারাত্রি দেখিছে স্বপন;
চীৎকারিছে মাঝে মাঝে, "কোথা রেমিংটন্?"

৩

হাতীও হতাশ হল মাক'শার কাছে।
মাক'শার সময় কি আছে?
কি হইবে জাল বুনে হায়—
স্বাস্থ্যই সার ধন এই দুনিয়ায়।
এ কথা সে পড়েছে যে স্বাস্থ্য-পাঁজিতে;
চায় তাই ডাঁম্বেল ভাঁজিতে।
পর্ব্বতে ও জঙ্গলেতে সারাটা দুপুর
খুঁজিয়া ফিরিছে কোথা ডাম্বেল মুগুর।

৪

পর্ব্বতে ও বনে
চতুষ্টয় প্রতিভার নব আন্দোলনে
সাধারণ পশু পাখী (গৃহস্থ যাহারা)
ব্যস্ত হল তারা।
অবশেষে ব্রহ্মার দরবারে গিয়া
হাজির হইল সবে বিচলিত-হিয়া,
"ত্রাহি, ত্রাহি, কর প্রভু ত্রাণ,
(গেল বুঝি প্রাণ!)
সঙ্গীত-গাণ্ডীবে নিত্য বেহাগের বাণ

৬

ছুঁড়িছে গণ্ডার,
সহ্যের সীমানা হ'ল পার।
ওদিকেতে ভীমকায় হাতী
করিতেছে মহা মাতামাতি।
সকলেরে কহে গিয়া, "শিখাও সেলাই,
কিচ্ছু শুনিতে নাহি চাই।"
ছুঁচাদেরও করে জ্বালাতন
"ছুঁচ দাও" "ছুঁচ দাও" কহে অনুক্ষণ।
কোকিল ভুলেছে 'কুহু',
বলিতেছে মুহুর্মুহুঃ,
—"চাই মোর রেমিংটন খাস্।"
মাক'শা হইতে চায় হিপোপটেমাস্।

৫

ব্রহ্মার ডাকে
কোকিল ও গণ্ডার, হাতী—মাক'শাকে
হাজির হইতে হ'ল দেব-দরবারে।
পিতামহ হাস্যমুখে শুধান সবারে,
"বৎসগণ
এ কি আচরণ?"
সকলে কহিল তারা,—"পিতামহ, করিও না কোপ,
জঙ্গলে ত দাও নাই 'স্কোপ'
আমাদের মত হায়, বিদ্রোহীর তরে।
অন্তরে যে গুমরিয়া মরে
বহির্মুখী বিবিধ প্রতিভা;
কহ করি কিবা?

কহ—শীঘ্র কহ—"
ব্রহ্মা ক'ন—"রহ।"
পরে ধীরে কহিলেন—"মনে পড়ে সৃজন-স্বপন!
প্রত্যেকেরই মাঝে আমি করেছি বপন
একটি বিশিষ্ট শক্তি, যার প্রতিভায়
বৈশিষ্ট্য সে লভিবে ধরায়।
কেহই ত নহ অকিঞ্চন,
কেন তবে অসম্ভব এই আকিঞ্চন?
এক একটি গুণ লয়ে সকলেই তোমরা যে গুণী!"
এই কথা শুনি'
সমস্বরে চারিজন করিল চীৎকার,
"স্পেশালাইজেশন মোরা করি না স্বীকার।"
শুনি চতুর্ম্মুখ
হইলেন মূক।

৬

কিছুক্ষণ পরে পুনঃ ক'ন
—"তা' হইলে ত্যাগ কর বন,
বাঙালী হইয়া কর জনম গ্রহণ।
তাহাদের মাঝে আমি জানি
কবি সে ডাক্তারি করে, ডাক্তার দোকানী।
দোকানী সেতার সাধে,
সেতারী লাঙল কাঁধে
কৃষকের লয়েছে ভূমিকা,
প্রেমিকা সে হয়েছে লেখিকা।

তাহাদেরি জীবনে প্রচুর
একসাথে চাষ হয় জুঁই ও কচুর।
একটানে পান করি সুরা আর সাবু
নানাবিধ বাবু
আতরের ছিটা দেয় ময়লা কাপড়ে
শতকরা আশীজন—গড়ে।
তোমরাও তেয়াগি' জঙ্গল
সেখানেই পাকাও দঙ্গল।"
—বলি পিতামহ ব্রহ্মা চতুর্ম্মুখ ভরি'
হাসিলেন অনেকক্ষণ ধরি'!

বেল ও বোল্‌তা

বেল কয়, "কাছে আয় ওলো সই বোলতা।
কি করে হলুদ রঙ্‌ পেলি তুই খোলতা!
হলুদ বরণ তোর গিনি-সোনা-জিনিয়া,
মোর মরমের রঙ্‌ নেছে যেন চিনিয়া!
কাছে এসে ভালো করে চেয়ে দেখ ভিতরে,
বাহিরে সবুজ মোর ভিতরে যে পীত রে।
সবুজে ও পীতে হল যে প্রণয়-পিত্ত,
হজম করিবে সে যে প্রেয়সীর চিত্ত।
আয় সখী গায়ে বোস্‌",
—এই শুনি পেয়ারা
কহিল, "ভুলো না যেন হুলটা যে বেয়াড়া।

—বিষে আছে ভরে তা' !"
বেল কয়, "রে পেয়ারা, ছাল মোর শক্ত,
না হলে কি হই কভু বোল্‌তার ভক্ত !
—তুই শুধু সরে যা !"

বিরহের সাথী

গভীর জ্যোছনা-রাতে,
আমারো নয়ন-পাতে,
স্বপন ঘনায় আজো,—কলিকাতা সহরেও !
বরণে ও ধরণেতে,
ঠিক্ সুরে মরমেতে,
রঙীন রাগিণী তোলে, ছোট নয় বহরেও !

২

সেদিন শারদী নিশি,
টাঙাইয়া 'নেট্' দিশি,
একা-একা শুয়েছিনু খোলা-ছাদে দোতালায় ;
আকাশের তারা আর
মশারির কারাগার,
মনটারে ফেলেছিল অপরূপ দোটানায় !

৩

রিক্‌সার ঠুন্‌ঠুন্,
মশকের গুন্ গুন্,

মোটরের হর্ণের নিখাদ বা গান্ধার ;
ক্বচিৎ বা শোনা যায়,
(এত কম গোনা যায় !)
পাশের বাড়ীর মেয়ে থামায়েছে গান তার !

৪

পুরাতন মরতের,
পুরাতন শরতের,
পুরাতন সেই হাসি পুরাতন চাঁদিমার,
পুরাতন মোর হিয়া,
দিল বেশ দোলাইয়া,
জাগে পুরাতন সাধ সাধিবার, কাঁদিবার।

৫

সেই ভালোবাসিবার,
অকারণে হাসিবার,
হারিয়াও বার বার হারাবার অভিযান,
পুরাতন সেই স্মৃতি,
সেই ব্যথা, সেই প্রীতি,
বিরহ-মিলন-ময় সেই মান অভিমান !

৬

এমন জ্যোছনা-রাতে,
একা শুয়ে বিছানাতে,
কতখন জাগি আর একলার চেষ্টায় !

ক্রমাগত উঠে হাই,
পাশের বালিশটাই
সম্বল হল হায়, আজ রাতে শেষটায় !

৭

চাদরে আবরি' দেহ,
ঢালিয়া সকল স্নেহ,
বালিশই নিলাম টেনে,—ঠিক হেন কালে হায়—
হঠাৎ পড়িল চোখে,
ছাদের কোণেতে ও কে,
আমারি পানেতে যেন চাহিয়া রয়েছে ঠায় !

৮

এমন চাঁদিনী রাতে,
এ কি মহা উৎপাত এ,
ভূত এসে শেষকালে করিল না কি রে ভর ?
পা এবং মাথা জুড়ি',
চাদরটি দিয়া মুড়ি,
রাম-নাম করিলাম ক্রমাগত পর-পর !

৯

সহসা হইল মনে,
সে যেন কানের কোণে,
অতি ধীরে চাপা-সুরে কথা কয় ফিস্-ফাস্ !

ভয় আরো হল গাঢ়,
চাদরটি মুড়ে আরো,
চুপ করে রহিলাম রোধ করি' নিশ্বাস !

১০

বলিতে লাগিল ভুত,
"এ তো ভারি অদ্ভুত,
এ যুগের হে রমণী, হেন রাতে নিদ যাও !
খোল গো মশারি খোল,
চাদরের ঢাকা তোল,
আমি যে এসেছি দেখ—হয়ো নাকো পিছ্‌পাও।

১১

শরতের এই শশী
একে ত মরমে পশি'
লালায়িত করে দেহ—মনেও দিয়েছে ঘা ;
তদুপরি তব লেখা !
ঘরেতে গেল না টেকা,
উঠেছি 'পাইপ্‌' বেয়ে ছড়েও গিয়েছে গা !

১২

আজি নিশি মনোহরা,
স্বপন দেখিছে ধরা,
দেখ সখী, চাঁদ আর চকোরেতে চুম খায়।

স্বামীটা তো নাই আজ,
তবে সখী কিবা লাজ ?
তিনি ত গ্যাছেন 'টুরে' জানি আমি তুমকায়।"

১৩

চাদরের ফাঁকে ফাঁকে
দেখিলাম ভূতটাকে,
গৃহিণীর male friend স্নুতরুণ যদু স্নুর !
তখন মশারি তুলি'
কহিনু তাঁহাকে খুলি',
"তিনি তো বাড়ীতে নাই গিয়াছেন মধুপুর।

১৪

নানাকাজে আজ ভাই
'টুরে' যাওয়া ঘটে নাই,
ক্ষতি নাই—এস দোঁহে—হই আজ মশ্‌গুল।
এসো ভাই খুলে প্রাণ,
তুজনেই গাই গান,
আমি গাই নিধু বাবু, তুমি গাও নজরুল !

১৫

লজ্জা পেও না বাবু,
বিরহে আমিও কাবু,
তাঁর তো ফিরিতে দেরী অন্তত: দিন চার !

কোথায় লেগেছে দেখি,
আহা, আহা, ছি ছি এ কি !
নিয়ে আসি থামো আছে আইওডিন্ টিনচার !”

*　　　*　　　*

সহসা পথের 'পরে
ভীষণ শব্দ করে'
ছুটন্ত মোটরের টায়ার ফাটিল কার !

জনপ্রিয় জনার্দ্দন

প্রস্তাবনা

অত্যন্ত জনপ্রিয় জনার্দ্দন জোয়ার্দ্দার,
এমন কি যে সময় নাই খাওয়া কিম্বা শোয়ার তার !
ঊর্দ্ধ-শ্বাসে সর্ব্বদাই
পরোপকার পর্ব্বটাই
করত সুখে হাস্যমুখে
একমাত্র গর্ব্ব তাই !
ও অঞ্চলে ছিলই নাক পাল্লা দিতে দোহার তার !
চন্দ্র-তারা-সূর্য্যময়ী সুন্দরী এ ধরিত্রীর
চমৎকার সৃষ্টি ও ! চমৎকার মতিস্থির !
মস্তকেতে একটি জ্ঞান
চিত্তে শুধু একটি ধ্যান
সবার ধন সোনার ধন

'পপুলার' সে জনার্দ্দন
পরোপকার জানত আর
করত তাই দনাদ্দন !
রাত্রি দিন শ্রান্তিহীন ক্লান্তি নাই শরীরটির !

পটোত্তোলন

১

রামবাবু যান আপিসেতে, তাঁর
ন'টার সময় চাই যে খাবার,
জনু করে দেয় ভোরেই বাজার
ভেবো না তাহারে যা-তা।

আবার তখুনি বাজারটা রেখে
ছুটে চলে যায়, ডাক্তার ডেকে
আনে তাড়াতাড়ি, কাল রাত থেকে
সুধার ধরেছে মাথা !

কাহার কিনিতে হবে ঘটি ঘড়া,
সারাইতে হবে কার চটি জোড়া,
পোড়াইতে হবে কোথা বাসি মড়া,
জনার্দ্দনকে ডাকে।

ও পাড়ার পিসী কহিলেন, "জনু
শশাগুলো সব খেয়ে গেল হনু"
অমনি সে জনু বিগলিত তনু
লাঠি হাতে বসে' থাকে।

২

সকলের তরে হায়,
জনার্দ্দনের সকাল-দুপুর
সন্ধ্যা বহিয়া যায় !

মাঠে আজ সোর-গোল !
হাওড়ার 'টিম্' খায় হিমসিম
বল হরিহরি বোল !
'উত্তর পাড়া' বাজায় নাকাড়া
ঠুকে দিয়ে তিন 'গোল' !

জনার্দ্দন সে কই ?
বরফ ছুঁড়িছে ওই যে দাঁড়ায়ে
কর্ণার ঘেঁসে ওই !
থাকিতে পারে কি থির ?
জম্বু যে কর্ম্ম-বীর !

৩

কমলি কহিল—"ভাই   পটলি চল্ না যাই
জম্বুদা'কে বলি এক ফাঁকে
'সিনেমা'য় আজ রাতে   যাবো মোরা দু'জনাতে
টিকিট কিনিয়া যেন রাখে !"
একথা শুনিল যেই   দিশাহারা পুলকেই
দশটি দশন বিকশিয়া
কহিলেন জম্বু-দাদা'   "এতে আর কিবা বাধা,
আমাকেও সাথে যাস্ নিয়া !

টাকা? আমি দেব সব, তা না হলে কি গৌরব
জনু-দাদা হয়ে আর বল?”
শুনিয়া কিশোরী দু'টি হেসে হল কুটিকুটি
জনু-আঁখি করে ছল ছল!

৪

শোন শোন কর অবধান,
জনার্দ্দন পথে পথে গাহিতেছে গান!
কি মিঠা গলার সুর,
লজ্জা করিয়া দূর
খুলি দিয়া সব বাতায়ন,
ছিল যত পুরনারী
দাঁড়াইল সারি সারি
আগ্রহে আকুল প্রাণ-মন!
জনার্দ্দন গাহিতেছে ঢালি দিয়া প্রাণ
শোন শোন কর অবধান!
'হার্ম্মোনিয়াম' ঝুলাইয়া কাঁধে
জনার্দ্দন যে গান গেয়ে কাঁদে
—'পপুলার' ছেলে লোকে বলে সাধে?
—নিজেই বেঁধেছে গান!
ভিক্ষার লাগি' পথে পথে ওই
গান গেয়ে গেয়ে করে হৈ হৈ,

উৎকলে নাকি জল থই থই
এসেছে সেথায় বান।
"দাও পুরজন দাও কিছু দাও
দয়া করে কর দান!"

৫

শেষ হল পথে কাঁদা হায়রে, তবুও চাঁদা
হল না যে মনোমত কিচ্ছু,
আজকাল লোকগুলো কেউ গাধা, কেউ হুলো
কেউবা কেউটে, কেউ বিচ্ছু!
দাঁড়াইল জানালায় পয়সা দিল না হায়,
মনে মনে জন্তু ভাবে, "আচ্ছা,
পয়সা আদায় করে' দেবই দেবই ওরে
হই যদি মানুষের বাচ্ছা!"

* * *

শোনা গেল রবিবার ক্লাবে হবে থিয়েটার
"সীতা" আর বাছা বাছা নৃত্য।
শুনি 'পাবলিক্' মন হইল রে উচাটন
দয়ার্দ্র হল সব চিত্ত!
'উৎকল'-বেদনায় গুটি গুটি সন্ধ্যায়
ছেলে-মেয়ে কচি-কাঁচা বৃদ্ধ,
ক্লাবের টিকিট-ঘরে ধাইল আবেগ ভরে
হল জন্তু-মনোরথ সিদ্ধ!

কহিলেন সকলেই,   "মনে কোন ক্ষোভ নেই,
নাই খেদ, নাই কোন সন্দ !
এ খরচ সার্থক"   কহে ছেলে-বুড়া-তক্
জম্মু সেজেছিল রামচন্দ্র !

পট-পরিবর্ত্তন

জনার্দ্দন জোয়ার্দ্দার ভারি অভিভূত !
ক্রমাগত পৃষ্ঠ-দেশে পড়িতেছে জুতো
ক্রুদ্ধ পিতার !
তিনি বার বার
জুতান ও জিজ্ঞাসেন তারে
"বল্ নারে
কতবার 'ম্যাট্রিক' কর্ব্বিরে ফেল
ওরে রাস্কেল ?"
এই বলি পুনরায় করিয়া গর্জ্জন
করিলেন পাদুকা-বর্ষণ !
ধরিয়া চুলের ঝুঁটি করি রব ঘোর
শুধালেন—"ওরে ও শুয়োর
এত বড় জুল্‌ফি কেন তোর ?
কি এমন মহাবীর সেনাপতি তুই
রেখেছিস্ জুল্‌ফি হাত দুই ?
দুদিকের গোঁফটাকে ছেঁটে
ওরে বোম্বেটে
কি এমন কন্দর্প হয়েছিস্ বল্ !
হতভাগা বংশের মুষল !

গাধা…খাসি…হাতী !”
এই বলে চালালেন লাথি
লক্ষ্য ছিল নিতম্বের ‘পরে !
Skip করে’
জনার্দ্দন প্রণম্য পিতায়
সার্কাসি কায়দায়
Salute করি’
গেল সরি !

মানে, গল্পই

দাম্পত্য জীবন-মম
আঁটা-সাঁটা গেঞ্জি সম
যদিও ‘টাইট্’ ভাবে ধরেছিল আ-কোমর গলা,
চঞ্চল হয়নি মোর প্রীতি অচঞ্চলা !

গেঞ্জিটা পরেছি প্রায় পনের বছর,
ঠিক গত যুদ্ধের পর।
যুদ্ধটা হ’ল যেই শেষ
আমিও পরিনু বর-বেশ।
পাঁচটা বছর গেছে এদিকে ওদিকে,
প্রেম পত্র পড়ে’ আর লিখে’
কিন্তু তার পর
পুরাপুরি দশটি বছর
(একশ’ কুড়িটি মাস, মানে,)

মোরা দোঁহে দুজনের পানে
Almost পলক-বিহীন
চাহিয়া রয়েছি নিশিদিন।
নাকে নাকে করি ঠেকা-ঠেকি
অবিচ্ছিন্ন দশ বর্ষ চলিয়াছে এই দেখা-দেখি !
যদিও আপিস্ ছিল সকাল বেলাই
গৃহিণীরও ছিল নিত্য পুত্র-কন্যা রান্না ও সেলাই,
বিধবা পিসিমা ছিল,—বাজারেতে ছিল কিছু ধারও,
সব অতিক্রমি' তবু গাঢ় প্রেম হ'ল গাঢ় আরও
কিছু না কমিয়া !
বিগলিত মোম যেন বসিল জমিয়া !
সব তুচ্ছ করি'
গলাগলি করি' দোঁহে এ সংসার-তরী
বাহিয়া চলিতেছিনু, না জানিয়া কবে হব পার ;
ভাঁটাহীন প্রেম-নদী, উচ্ছ্বসিত কেবলি জোয়ার !

হেন কালে হায়রে হঠাৎ,
নীলাম্বর হতে হ'ল পীতবর্ণ মহাবজ্রপাত
অর্থাৎ, এল 'টেলিগ্রাম' !
খুলে দেখি আরে 'রাম রাম',
পক্ষাঘাত
হয়েছে হঠাৎ
মোর শ্বশুরের !
তাল-ভঙ্গ হ'ল হায় জমাটি-সুরের !
দেখাইনু প্রেয়সীরে অকরুণ 'তার'
মোর কণ্ঠ ছাড়ি' প্রিয়া নিজ কণ্ঠ ছাড়িল এবার !

তার-স্বরে করিল ক্রন্দন,
দোহার হইল তার দুহিতা, নন্দন।
শোকাবেগে গুছাইল যাবতীয় গহনা-কাপড়
বুঝিলাম এইবার দিবে সিধা রড়
বেনারস্ পানে,
(পিত্রালয়ে, মানে)
অনাগত বিরহের ত্রাসে
বেগ সঞ্চারিত হ'ল নিশ্বাসে প্রশ্বাসে !

২

পরদিন প্রেয়সীরে চড়ায়েছি গাড়ী
ফিরিয়া আসিতেছিনু বাড়ী,
মানসে হইতেছিল ক্রমে ক্রমে ভীতির সঞ্চার
মনে হল', বাড়ী গিয়া দেখিব এবার
বিরহ পাতিয়া ওৎ বসে' আছে বিছানার 'পরে !
যেমনি ঢুকিব আমি ঘরে
অমনি সে মোরে
চিৎ করি' ধরি'
হৃদয়টি চিবাইবে কুচ্‌কুচ্‌ করি !
প্রেয়সী চলিয়া গেল, বিরহের পাত্তা নাই তবু,
এ কথা কি শাস্ত্রে লেখে কভু ?
কিন্তু হায়, শাস্ত্রবিধি নাকচ করিয়া
কি আশ্চর্য্য, বিরহ তো রহিল সরিয়া !

৩

অধিকন্তু মনে হ'ল যেন বাঁচিলাম ;
এতদিন আমি যেন বন্দী আছিলাম
অনির্দ্দিষ্ট নিষেধের ডোরে !
পরদিন উঠিয়াই ভোরে
(ছিল রবিবার)
জুটাইয়া বহু বন্ধু, অবেলায় করি স্নানাহার,
চা খাইয়া বার বার,
ধম্‌কাইয়া চাকর ঠাকুর
বন্দীত্বের কিছু গ্লানি করিলাম দূর।
বিস্মৃত সেতারটার
লাগালাম তার।
বন্ধুগণ
বার বার খেল নিমন্ত্রণ।
ইচ্ছামত যথা-তথা যতক্ষণ খুশী আড্ডা দিয়া
দুইটি সপ্তাহ গেল সুখেতে কাটিয়া।

৪

ক্রমশঃই ময়লা হ'ল চাদর বিছানা।
চাবিটা কোথায় গেছে কিছুতেই পাই না ঠিকানা।
টেবিলের 'পরে
থরে থরে
বই বাটি খাতা ছাতা হ'ল স্তূপাকার !
চতুষ্কোণ মশারিটি হ'ল উটাকার !

মৈথিল ঠাকুর দিল ধর্ম্মে-কর্ম্মে মন
সুতরাং দাইল, ব্যঞ্জন
হইয়া আ-লোনা,
রসনারে করিল ছলনা।
চতুর্দ্দিক ধূলিপূর্ণ! দাসী আর দেয় নাকো ঝাড়ু।
—হারাইল গাড়ু!
কুকুরে আসিয়া রাতে খেয়ে গেল হাঁড়ি,
মুখময় গজাইল খোঁচা-খোঁচা দাড়ি।
ধোপা ও গোয়ালা আসি টাকা করে দাবী,
হিসাবের খাতা নাই, হারায়েছি চাবি!

৫

পত্র এল অমিয়ার।
পুণ্য-ঘাটে মণিকর্ণিকার
স্নান করি রোজ তারা
হইতেছে আত্মহারা!
তাহারি বর্ণনা করি লিখিয়াছে দীর্ঘ রামপট!
চাহিয়া রহিনু কট্‌মট্‌
পত্রটার পানে!
কবে যে আসিবে তাহা লেখে নাই মোটে কোনো খানে।

৬

স্বপন দেখিনু রাতে'
অমিয়া গিয়াছে ডুবে মণিকর্ণিকাতে!
মাতৃহারা পুত্র কন্যা মোর

দিশাহারা চীৎকারিছে ঘোর।
আতঙ্কেতে শিহরিয়া ভেঙে গেল ঘুম ;
বাহিরেও দেখিলাম লাগিয়াছে ধুম।

৭

গগন ভরিয়া নেমেছে বাদল
মাদল বাজিছে মেঘে,
পবন পূরবী কেতকী-সুরভি
বহিয়া আনিছে বেগে।
মত্ত দাদুরি পাশের পুকুরে
মুখরিছে চারিদিক—
সুযোগ বুঝিয়া বিরহ আসিয়া
চাপিয়া ধরিল ঠিক।
এমন সময় দুয়ারের কড়া
নড়িল বারম্বার,
পিওন সেথায়, কি সর্ব্বনাশ !
এনেছে জরুরি তার !

৮

খুলে দেখি লিখেছে অমিয়া,
"দাও পাঠাইয়া
পঞ্চাশটি টাকা পত্রপাঠ !"
সামালিনু আপনারে ধরিয়া কপাট !
নিশ্চয়ই বিপদ কিছু—ঘটিয়াছে কোন সর্ব্বনাশ,
কর্জ্জ করি' তার যোগে পাঠানু পঞ্চাশ।

তার-যোগে পুছিলামও—ব্যাপার কি জানাও সত্বর,
"ভয় নাই, ভাল আছি," আসিল উত্তর।

দিন-দুই পরে আসি' অমিয়া নিজেই
কহিলেন যাহা তার সার মর্ম্ম এই :—
"সস্তায় বিক্রি ছিল দুল জড়োয়ার
তারি তরে হয়েছিল জরুরি দরকার
পঞ্চাশ টাকার!"

—হাসিমুখে করিল বর্ণন।
এবং তখনি ঠিক ঘন ঘোর করিয়া গর্জ্জন
গগনেও নামিল বরষা!
পূরবী পবন পুনঃ কেতকীরে করিল সরসা!
পার্শ্ববর্ত্তী জলাশয়ে যতেক দর্দ্দুর
জমাইল বরষার সুর।

চীৎকারিয়া কহিলাম—"এদেরি ধাপ্পায়
হয়েছি বেকুব আমি হায়!
ইচ্ছে করে জুতো মেরে মেঘ-ফেগ চুরমার করি!"
কিন্তু তাহা অসম্ভব স্মরি'
সগর্জ্জনে কহিলাম ডাকি চাকরেরে,
"ডোবার এ ব্যাংগুলো তাড়া তো রে মেরে!"

দিক্-ভুল

ফুল-বনে গেল হুলো মার্জ্জার,
সেথা নাকি তার ছোট ভার্য্যার
নবম ছেলে,
'কলা'র চর্চ্চা করিছে ঠেলে !
"বিড়াল-বংশে একি জুটলো রে,"
বলি বুড়ো হুলো মহা হুল্লোড়ে
ধাইল বেগে,
ফুলের বাগানে হতাশে রেগে ।
গিয়ে দেখে ছেলে তবু ভালো, যাক্,
ফুল-কলি পানে করি খালি তাক
ঝাঁপায়ে পড়ে
ইঁদুর ভাবিয়া ফুলের 'পরে ।
হুলো কয়, "ওরে, ইঁদুর ধরাই
সখ যদি তোর, চল তবে যাই
গর্ত্তে আছে ।
ইঁদুর ফলে কি ফুলের গাছে ?"

যুগল সমজদার

১

প্রথম বাগানে ধরেছে আম,
দেখি ও দেখাই সবে,
মনের মহোৎসবে ;
সুখের স্বপন মাথার ঘাম
বুঝিবা সফল হবে !

পাশের বাড়ীতে মহিম সেন
শুনেছি, সমজদার !
"বাগানেতে একবার"
কহিনু তাঁহারে, "যদি আসেন !"
দ্বারস্থ হয়ে তাঁর।

রবিবারে এল মহিম সেন
বাগান দেখিতে মোর ;
দিল তিন চক্কোর।
ভাবিলাম বুঝি হয়ে গেলেন
মুকুলগন্ধে ভোর।

সোনালি রোদেতে চমৎকার
সুললিত সৌরভে
হাসিতেছে গৌরবে।

মহিম সেন তো সমজদার
—সবাই মুগ্ধ হবে !
কহিলেন তিনি, "যে কাঁটা-তারে
ঘিরেছিস চারিধার
ভারী তো চমৎকার
কোন্ ঠিকানায় পাইব হাঁরে
হন্দর কত তার ?

২

পাকিল যখন আম, সব দুখ ভুলিলাম,
হরষেতে হইনু অধীর ;
দুই কূল ভাসিয়াছে, জোয়ার যে আসিয়াছে
পুলকিত পরাণ-নদীর !
গরমে পরম সুখে মোর কাননের বুকে
বাঁধিয়াছি পাতার কুটীর,
প্রাণের উৎসব সে কি ! দেখি আর শুধু দেখি
ক্লান্তি নাই নয়ন দুটির ।
মাটি আর আম গাছে একি কাব্য রচিয়াছে,
বাক্যহীন একি বাচালতা !
গাছে গাছে নানা বেশে হাসে যেন রসাবেশে
ডেকে ডেকে কহে যেন কথা !
বৃন্ত-বাঁধন 'পরে থাকিতে চাহে না ওরে
বলে মোরে, "লহ গো পাড়িয়া,
দেহ-ভরা রসভার বহিতে পারি না আর,
লহ লহ লহ নিঙাড়িয়া "

পাড়িয়াই লইলাম   পাকা পাকা যত আম
গন্ধে বর্ণে রঙীন মদির,
খাওয়াই কাহারে ডেকে   আম্র-রসিক সে কে,
তারি লাগি পরাণ অধীর !
শোনা গেল, ও পাড়ার   হরিহর হালদার
খাদ্য-রসিক খুবই নাকি,
কচু কলা মাছ মুড়ি   সবই খান, নাই জুড়ি,
ফুল ফল পাতা পশু পাখী
অবলীলাক্রমে খান   (অবশ্য যখন পান !)
—এই শুনি' তখনি তাঁহারে
করিলাম নিমন্ত্রণ ;   কহিলেন বন্ধুগণ
সুখ পাবে ভুঞ্জাইয়া তাঁরে।
দেখিলাম, ঠিক তাই,   দু'টি ঘণ্টা ছুটি নাই,
নাই কোন নড়ন চড়ন,
আসনেতে করি ভর   হালদার হরিহর
(ছিপ্‌ছিপে দোহারা গড়ন)
অবিরাম চলে খেয়ে   কভু চেয়ে, আধ-চেয়ে,
কখনো বা মুদিয়া নয়ন,
কভু চুষে কভু চেটে   হরিহর এক পেটে
খেল আম এগারো ডজন।
হাত চেটে হরিহর   কহিলেন তার পর,
"যাই বল, কাঁঠালের মত
ফল নাই দুনিয়ায় !—   কার সাধ্য এত খায়
এক-একটা দমে ভারি কত।"

প্রণয়-মিতি

১

তোমারে বেসেছি ভাল তাহার প্রমাণ যদি চাও,
এবং না-ছোড় হয়ে নিতান্তই বাঁকিয়া দাঁড়াও,
"ওষ্ঠ বাড়াও"—
বলিব না ;—ভয় নাই, কারণ তা' পুরানো নেহাতই।
সাহায্যও লইব না জ্যামিতি বা ত্রিকোণমিতির
প্রমাণ করিতে সখি, সরলতা, উচ্চতা, স্থিতির
আমার প্রীতির।
হাসিবে সবাই শুনে ছোট বড় শহুরে দেহাতি !

২

স্বর্ণকারে ডাকিব না, দেখাইতে হে সখি, ফি-সনে
অলঙ্কারে কত টাকা ব্যয় করি প্রণয়-'মিশনে'
তোমার পিছনে—
ডাকিলে ঠকিয়া যাব, কিছুই তো দিইনি বিশেষ !
পুত্রকন্যা তব অঙ্কে কতগুলি দিছি উপহার,
প্রণয়-দাখিলা রূপে আনিব না হিসাব তাহার
ছোট্ট 'আহা'র
বিপুল সংঘাতে তাহা টিকিবে না একটি নিমেষ।

৩

এতকাল স্ত্রৈণ বলি' যারা সব করিত নালিশ—
ভয় নাই, ওগো সই, মানিব না তাদের সালিস,
প্রেমের পালিশ
জানি আমি নষ্ট হয়, এভাবের টানা ও হেঁচড়ে !

এত দিন যা' গেয়েছ,—শুনে গেছি,—করিনি বাহানা,
ভৈরবী, পূরবী, পিলু, কানাড়া বা ইমন সাহানা,
করিয়া না "হাঁ" "না" !
শুনে গেছি, বলি নাই—"থাম, থাম, পেকেছ এঁচড়ে" ।

৪

একথা প্রমাণ-সহ করি যদি এখনি হাজির,
জানি তাহা মনোমত হইবে না তরুণী কাজির
এ কারসাজির
উপরন্তু প্রতিফল পেতে হবে দিবস রজনী !
করিব না সুতরাং ;—কাজ নাই সত্যের ভাষণে—
স্বীকার করাই ভাল—ভয় করি তোমার শাসনে,
সমাজ-আসনে
আপীল-অতীত তুমি সনাতন শাসক, সজনি !

৫

কুপথে সুপথে সখি, যে পথেই করি না গমন,
সকলি সমান জানি, শেষকালে আছেই শমন
তবুও দমন
করিয়াছি আপনারে, সে কেবল তোমারে স্মরিয়া ।
ঐ অসহায় ভাব,—কণ্ঠে চির-নির্ভরের সুর
তোমার প্রধান অস্ত্র,—শৃঙ্খলিত করেছে অসুর
সে বন্য পশুর
নখদন্ত ভগ্নপ্রায়, উদ্দামতা যেতেছে মরিয়া ।

৬

এত বড় স্বীকারোক্তি !—তাও তুমি বলিবে—"ও বাজে ?"
(দিব্যদৃষ্টিময়ী তুমি,—ধর্ম্মপ্রাণ মানব সমাজে !)
সুতরাং লাজে
বুদ্বুদিত উচ্ছ্বাসের শেষ হোক ব্যর্থ আবেদন !
প্রেমের প্রমাণ চাও !—বুদ্ধি তব সত্যই শ্রেয়সী
একটি প্রমাণ তবু দিব আজ, হে মোর প্রেয়সি,
যুক্তির সে অসি
আশা করি সমূলেই করি' দিবে সংশয় ছেদন !

৭

সকালে, দুপুরে, সাঁঝে, রজনীর গভীর যামেতে,
এ যাবৎ যত চিঠি লিখিয়াছি রঙীন খামেতে
তোমার নামেতে,
তাহার উল্লেখ সখি, না করিয়া করিব প্রমাণ—
ভালবাসি, ভালবাসি, তোমারেই ওগো ভালবাসি—
যদিও টাট্‌কা নহ, হইয়া গিয়াছ কিছু 'বাসি',
অয়ি সর্ব্বনাশি,
তোমারি লাগিয়া তবু হইয়াছি নিতান্ত 'কমান্‌' !

৮

ভাল না বাসিলে বল কোন জোরে দিন রাত ভোর
প্রতিদিন তব সাথে ঝগড়া করি বাঁধিয়া কোমর
প্রেয়সী ও মোর !
—অতি তুচ্ছ বিষয়েতে অতি উচ্চকণ্ঠের কলহ !

শত্রু মিত্র কারো সাথে—এতটা তো উঠে না চরমে !
প্রেম না থাকিলে সখি, খোলাখুলি এতটা কি জমে ?
অয়ি মনোরমে,
মুখ টিপে না হাসিয়া, ঠিক কিনা তুমিই বলহ !

ঘুঁটে

‘ঘ’ এবং ‘ট’ রয়েছে দেহ মোর জুড়িয়া—
তবু বন্ধু ঘট নহি, নহি ঘটোৎকচও ;
‘ঘাট’ও নহি হায় কবি, যাহা লয়ে তুমি
প্রণয়ের দু’-চারিটি পদাবলী রচ !
ঘটকী, ঘোটকী নহি—মোর কাছে কেন ?
এমন কি, নহি হায় সাধারণ ঘটি ;
গোবর হইতে হায় (নহি পদ্মফুল !)
জনম লভিয়া আমি ঘুঁটে নামে রটি !
কবি কহে, “তুমি যে গো অতি-আধুনিকী,
প্রয়োজনে প্রাণ দাও, আছে তাই দরও,
আধুনিক জগতের ‘প্রলিটারিয়েট’—
জন-সাধারণ-হিতে পুড়ে পুড়ে মর !
আমি সেকালের লোক, উৎসাহ চাই।”
এই শুনে ভিজে ঘুঁটে এত অবিরাম,
এতই ছাড়িল ধোঁয়া এত রকমের,
কবির নয়নে জল, সারা দেহে ঘাম !

মার্জ্জার-মূষিক ইত্যাদি কথা

এই মহাভারতীয় গল্পের প্লটটি বেহারের ভূমিকম্প-বিধ্বস্ত একটি ভগ্নস্তূপের মধ্যে কুড়াইয়া পাইয়াছি।

১

বিদুরের ক্ষুদ ইঁদুরে খেয়েছে, তারি সন্ধানে পার্থ
গাণ্ডীব নিয়ে গর্ত্তে ঢুকেছে বাহির হয় না আর তো।
রন্ধনালয়ে একথা শুনিয়া ফেলিয়া হাতের খুন্‌তি
আকুল নয়নে বাহিরে এলেন পার্থ-জননী কুন্তী।
আসিয়া দেখেন, কিমাশ্চর্য্য সকলেই উদ্বিগ্ন,
সকলেরই সুখে ঘটিয়াছে যেন বেশ কিছু কোন বিঘ্ন
ধর্ম্মপুত্র যদিও তেমনি হাই তুলে দেন টুস্‌কি,
পাঞ্চালী চুলে চিরুণী চালায়ে তেমনি তুলিছে খুস্‌কি,
ভীম সে মস্ত গুলতি খেলায়, নকুল বকুল-কুঞ্জে,
সহদেব দেন কিঙ্করে গালি, 'পানে এত বেশী চূণ যে!'
কিন্তু তবুও সকলেরই মুখে শঙ্কার ছায়া পষ্ট,
কোন্ সে গর্ত্তে ঢুকেছে পার্থ সকলেরি মনে কষ্ট।

২

'পেপারে' কিন্তু বাহির হইল মোটা অক্ষরে মস্ত,
বিদুর-বিপদ শুনিয়া কুন্তী ধরি' পার্থের হস্ত
বলেছেন, "যাও যাও রে বৎস, করহ মূষিক ধ্বংস,
পাণ্ডু-রাজার বংশের তুমি গৌরব-অবতংস!"

কৃষ্ণাই না কি স্বহস্তে তারে পরায়ে দেছেন বর্ম্ম,
বলেছেন, "নাথ, পালন করিয়া এস ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম।"
বাকী চার জনও যাইতেছিলেন করিতে সে মহাযুদ্ধ,
এমন সময় বিদুর আসিয়া কহিলেন, "সব সুদ্ধ
গর্ত্তে ঢোকাটা সমীচীন নহে, তোমরা সবাই তিষ্ঠ, *
আপৎ কালেতে ধৈর্য্যই বল—একমাত্র সে ইষ্ট।"
খুল্লতাতের আদেশ তাঁহারা করেছেন শিরোধার্য্য,
এবং রুখিয়া আছেন তাঁদের বীর্য্য সে অনিবার্য্য।

৩

বিদুর-বিপদ-বার্ত্তা রটি' গেল ক্রমে
দেশ হতে দেশান্তরে অমিত-বিক্রমে।
বিদুরে বিরক্ত করে ইঁদুর জুটিয়া!
শুনিয়া সবার রক্ত উঠিল ফুটিয়া।
কোশল, মগধ, কাশী, অঙ্গ, বঙ্গদেশ,
কলিঙ্গ, পাঞ্চাল, কাঞ্চি, সমস্ত প্রদেশ
নানা ভাবে চিন্তা করি এর প্রতিকার
স্থির করিলেন শেষে, পাঠাও মার্জ্জার।
রাজা-প্রজা, পাত্র-মিত্র, ধনী ও নির্ধন
আকুলিত চিত্তে করে মার্জ্জারান্বেষণ;
দিগ্বিদিকে ক্রমাগত সে চেষ্টার ফলে
জুটিল মার্জ্জার আসি বহু দলে দলে;
এবং ছুটিল তারা দূর হস্তিনায়
বিদুর ইঁদুর-তাপে বিধুর যেথায়।

৪

এদিকে হস্তিনাপুরে বেচারা বিদুর
(একেই বিরক্ত তারে করেছে ইঁদুর !)
বহু বিড়ালের মহা সমাগম দেখি
বিস্ময় বিমূঢ় কণ্ঠে কহিলেন—"এ কি !"

স্ফীত-গণ্ড, পীত-চক্ষু, কপিশ-বরণ,
স্থূল-পুচ্ছ হুলো-হুলী বিবিধ ধরণ
বক্র-কর্ণ, চক্র-মুখ যতেক মার্জ্জার—
দেখিয়া বিদুর ভাবে—হ'ল কি ব্যাপার !

জুটিল আসিয়া ক্রমে সাদা, কালো, মেটে,
নির্লোম, রোমশ, খেঁকি, রোগা, মোটা, বেঁটে,
পীন-নাসা, ক্ষীণ-কায়, কেহ বা বিশাল,
পুষ্ট-গুম্ফ, রুষ্টানন বিবিধ বিড়াল।

আসিয়াই তারা সব করি' সমারোহ
খ্যা-খ্যা-রবে জুড়ি দিল তুমুল কলহ।
সে কলহ-কলরব ওঠে সব ঠেলে,
বিদুর কহেন শেষে—"আরে, কচু খেলে !"

এবং সভয়-চিত্তে চিন্তান্বিত মন,
পাণ্ডব-আলয়ে তিনি করেন গমন।

৫

হস্তিনার দুগ্ধ দধি করিয়া ভক্ষণ
কহে বিড়ালের দল, "এবার রক্ষণ
করা যাক্ চল ভাই—বিদুর-ভাণ্ডার।"
সেথা গিয়া দেখে তারা, বিপুল ডাণ্ডার
আস্ফালন করি'
ভীমসেন দাঁড়াইয়া স্বয়ং প্রহরী,
স্বল্প ভাষে কহিলেন তিনি,—
"হে বন্ধু, সবারে আমি চিনি,
সুতরাং অনধিক বাক্য-ব্যয় করি'
সিধা পড় সরি'।"
"হেন গোঙারের সাথে তর্ক করা নিরাপদ নহে,"
চিন্তা করি' কয়েকটি বৃদ্ধ-বিড়াল,
চ্যাংড়া বিড়ালদের ডাক দিয়া কহে,
"প্রটেষ্ট মীটিং মোরা চল করি কাল।"

৬

'আরে রে আরে রে'-রবে সচকিত করি সবে
মূষিক-বিবরে পশি', বাড়াইয়া 'নেক্'টি
পার্থ দেখিল হায়, যতদূর দেখা যায়
একটি ইঁদুর নাই,—ক্ষুদও নাই একটি!
মুখটি করিয়া উঁচা কহিল জনেক ছুঁচা,
"সকল ইঁদুর প্রভু, খেয়ে গেছে সর্পে"
শুনিয়াই অর্জ্জুন রাগিয়া হইল খুন,
'সাপই মারিব তবে' কহিল সে দর্পে।

কিন্তু কোথায় সাপ, হায় একি পরিতাপ'
গহ্বরে বসি বসি ভাবিলেন পার্থ,
করি এত আয়োজন ফিরিব না-করি রণ,
শুধু হাতে যায় নাকো ফেরা হায় আর তো !'
নানা দিশি খোঁজ করি' জানিলেন—হরি, হরি,
সর্পকে খাইয়াছে শ্রীগরুড়-পক্ষী !
বিনতার নন্দন শ্রীগরুড় কম নন,
বহিয়া বেড়ান পিঠে বিষ্ণু ও লক্ষ্মী।
গরুড়কে ঘাঁটাইতে সহসা কাহারো চিতে
সাহস হয় না বড়, লোক অতি বদ্ যা' ;
অথচ কিছু না করি' ধনু-শর সম্বরি'
অর্জ্জুনও ফিরে যাবে—এও ভারি লজ্জা !

৭

সুতরাং শ্রীঅর্জ্জুন শ্রীবিষ্ণুর দরজায় ঠক্ ঠক্ ঠক্
করিলেন 'নক্'।
বিষ্ণু মানে কৃষ্ণই, (পুরাতন সখা পাণ্ডবের)
সহসা এ আবির্ভাব হেরি অর্জ্জুনের
কহিলেন, "আরে,
কোন্ কার্য্য-ব্যপদেশে আমার সখারে
আসিতে হয়েছে মোর দ্বারে ?
কেন সখা বিষণ্ণ বদন ?
কুশলে তো আছে পৌরজন ?"
ভূমিকা না করি' কিছু পার্থ তারে কন,

"তোমার বাহন
পলাতক আসামীরে করিয়াছে আশ্রয় প্রদান,
চাই আমি তাহারি সন্ধান।
না পাইলে···তুমি তো জানই মোরে মিতা,
দ্রোণাচার্য্য শিষ্য আমি,—আদ্যোপান্ত বুঝিয়াছি গীতা।"
অর্জ্জুনের হেরি রুষ্ট মুখ,
কৃষ্ণের মনে মনে উপজে কৌতুক!
কহিলেন, "আরে বস, টেনে নাও তাকিয়া সট্‌কা,
ভাল কথা, খেয়েছো ভড্‌কা?
খাসা 'রাশিয়ান্' মাল, আনায়েছি কাল এক 'কেস্'—
বলশেভিকি নেশা জমে দিব্য সরেস!"
কিন্তু অর্জ্জুন
পৃষ্ঠে তাঁর শরপূর্ণ তূণ—
কর্ণপাত না করিয়া কহিলেন তাঁরে,
"আগে বন্ধু বল তো আমারে
গরুড় কোথায়?
কৃষ্ণ কন, "কি আশ্চর্য্য, কেন বল হায়
তোমাদের এ মনোবিকার!
আমাদের বাহন-শিকার-
করাই যদ্যপি তব একমাত্র প্রেয়,
হে কৌন্তেয়,
বুঝাইয়া দেহ মোরে
কিসে চড়ে'
ত্রিভুবন করিব ভ্রমণ?
'টুর' করা মোদের যে নিত্য প্রয়োজন।
এখনি ষষ্ঠী দেবী মহা ক্ষোভে আসিয়াছিলেন

হস্তিনায় নাকি ভীম-সেন
সপ্ত-দশ অক্ষৌহিণী মেরেছে মার্জ্জার!
আর্য্যার
বিপন্ন মুখখানি ভাসিতেছে চোখে!
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শেষে, ভেবেছিনু O. K.
থাকিবে তোমরা সব, মিটেছে বিবাদ।
এখনও যুদ্ধের হায় মেটেনি কি সাধ?"
তখন অর্জ্জুন তাঁরে quote করি fact ও figure
বুঝাইল, কেন তার ক্ষত্রিয়-'ভিগার'
আলোড়িছে দশ দিক।
আনুপূর্ব্বিক
শুনিয়া সকল কথা, কহিল কেশব,
"এসব
পাপের ফল,
আন্দোলিত তাই হায় ধর্ম্মের কল।
যাই হোক্ আমাদের আত্মীয় বিদুর,
দুঃখ তার করিবই দূর।
অর্থাৎ লম্বা এক 'টুর'
দিব হস্তিনায়,
তুমি গিয়া থানায় থানায়
এই বার্ত্তা করগে প্রচার।
—গরুড়কে ঘাঁটায়ো না আর।"

৮

বিদুর-দুঃখ হ'ল বুঝি দূর,
স্বয়ং কেশব করিছেন 'টুর'—
হ'ল কৃতার্থ, হ'ল ভরপুর
সর্ব্ব আর্য্যাবর্ত্ত।
তেত্রিশ কোটি দেবতাও ঠিক
জুটিলেন আসি কায়দা মাফিক,
ধন্য বিদুর, ধন্য মূষিক
ধন্য রে তোর গর্ত্ত!

* * *

সিংহদ্বারে হস্তিনার,
দলে দলে সারে সার
দাঁড়াইয়া বহু লোক বাড়াইয়া গ্রীবা;
বাজিছে ডুবকি ঢোল,
উঠে 'জয়' 'জয়' রোল,
মাল্য-পতাকা লয়ে উৎসাহ কিবা!
হস্তিনার ময়দানে বসিয়াছে সভা—
শ্রীকৃষ্ণ সভাপতি (কানে গোঁজা জবা!)
মীটিং হইবে সুরু—অ্যাজেণ্ডা প্রস্তুত,
হেনকালে আসি কহে বিদুরের দূত,
হলে অনুমতি—
বিদুর বলিতে চান সংক্ষেপে অতি
দু' চারিটি কথা মহাশয়।"
সকলে বলিয়া ওঠে, "অবশ্য, নিশ্চয়।"

* * *

কৃতাঞ্জলি, গলবস্ত্র, দেহ কম্পমান,
শঙ্কিত বিদুর ধীরে হয়ে আগুয়ান
কহিলেন, হে কেশব' রক্ষা কর মোরে,
উপকার করিও না আর দয়া করে' ;
উপকারী-সঙ্ঘ হতে কর মোরে ত্রাণ,
আজীবন গেয়ে যাব তব জয়-গান।"
বলিয়া, গেলেন মূর্চ্ছা মহাত্মা-বিদুর,
দিগন্তে হইল গাঢ় সন্ধ্যার সিঁদুর।

*　　*　　*

তখন হইল ঠিক—চলুক কীর্ত্তন
অনুক্ষণ—
মূর্চ্ছিত এ বিদুরে ঘিরিয়া
ঘুরিয়া ফিরিয়া।
—জমিয়াছে বহুবিধ পাপ
হয়ে যাক্ সাফ!

বেগুন ও সেগুন

১

সেগুন বেগুনে কয়, "ওলো সখি বাইগন,
এমন চেহারা তোর, মন এত মুক্ত,
লোহার কড়াতে চেপে তুই না কি শেষটা
হয়ে গেলি তরকারী—চচ্চড়ি, সুক্তো!

আম্রিও কি পেয়েছি রে মোর যাহা হক্ তা'
(বক বক করি খালি নিস্ফল বক্তা !)
আমারে ধরিয়া শেষে করে দিল তক্তা,
আস্‌বাব বানাইতে করিল নিযুক্ত ।
শ্রীহীন ছিলাম নাকি কাষ্ঠ-রূপেতে সই
'টেবিল' 'দেরাজ' রূপে হয়েছি শ্রীযুক্ত ।"

২

বেগুন কাঁদিয়া কয়, "কি কপাল বঁধুয়া,
আমাদের দুজনের মিল কত স্পষ্ট ।
অথচ সরিষা তেল, ঠাণ্ডা বা স-ধুঁয়া
অন্তরে পশি' মম দিল কত কষ্ট !"
অমনি কহিল 'টীক' "ঠিক সখী ঠিক্ তো !
কাঁটা আর কজায় মোরও হিয়া তিক্ত,
আস্‌বাব-রূপে মোরে করি অভিষিক্ত
'জীনিয়াস্' খানা মোর করে দিল নষ্ট !"
এই বলে শেষ করে' সপ্তম চুম্বন
উদ্যত হইল সে আহরিতে অষ্ট !

পলিটিক্যাল প্রেম

১

মোটা আর বেঁটে, কুচকুচে কালো, খোঁচা খোঁচা গোঁফ দাড়ি,
তাহাদের যবে আমল দিল না যুবতী রূপসী-নারী,
মেলিয়া দশন জুটিল তখন পরিয়া সেলিম জুতো,
রোগা ও লম্বা ফর্সা-কান্তি কামানো যুবক-যূথ !

যুবতীরা মৃদু হেসে
তাদেরও কহিল, "কল্কে পাবে না ! মিছিমিছি আর এসে
সময় নষ্ট করিও না রাত দিন !"
রোগা-মোটা-বেঁটে-লম্বা-ফর্সা-কালো গুঁফো-গোঁফহীন
চীৎকার করি তর্জ্জনী তুলি' কহিল, আচ্ছা, বেশ !
অ্যান্টি-যুবতী মুভমেণ্ট করি' জাগাব আমরা দেশ !"

২

স্বপ্নে শুনিনু হাটে মাঠে বাটে চেঁচাইছে কংগ্রেস্,
"যুবতীর মোহ আজি হতে হায় হউক বিনিঃশেষ !
চাহি নাকো ষোল, চাহি না সতেরো, চাহি না উনিশ-কুড়ি
ভাল আমাদের সেকেলে ঠান্‌দি—পাকা, বনিয়াদি বুড়ী !
যুবতী-নয়ন-শর
হইতে রক্ষা কর কর দেশ !—ধর মোহ-মুদ্গর !"
স্বপ্নে দেখিনু, হুজুকে যুবকদল
বুড়ীদের সাথে প্রণয় করিয়া ঘামিছে অনর্গল !
এবং ভাবিছে স্বদেশের তরে মহাত্যাগ করিয়াছে,
প্রণয়-ব্যাপারে যুবতী ছাড়িয়া বৃদ্ধারে বরিয়াছে !

৩

কিন্তু হায়রে জব্দ হল না চপল যুবতীদল,
প্রতিটি অঙ্গে আছে যে তাদের মনোহরণের ছল !
মনের মানুষ আসিল তাদের রঙীন ফানুষে দুলে
তন্বী-নয়ন-বহ্নিতে প্রাণ সঁপিতে সকল ভুলে !

হুজুকে যুবকগণ

জীর্ণ বুড়ির শীর্ণ গালেতে যত করে চুম্বন,
কিছুতেই যেন জমেনা প্রণয় হায় !
হৃদয় তাদের যুবতীরই পায়ে লুটায়ে পড়িতে চায় ।
অমনি আসিয়া ঠান্‌দির দল—অহিংসা ঠোনা তুলি
চুম্‌কুড়ি দিয়া শোনায় তাদের গীতার মামুলি বুলি ।

* * * *

ঘুম ভেঙ্গে দেখি ঘামে ভিজে গেছে খদরের ফতুয়াটি
পকেটেতে ছিল কাঁচি-সিগারেট তাও হয়ে গেছে মাটি !
তবু ধরাইয়া তাই
স্বপনের কথা ভাবিতে ভাবিতে তুলিতে লাগিনু হাই !

বরষা বিদ্ধ

১

গগন ছাইল মেঘে, পবন বহিছে বেগে,
আসরেতে নেমেছে আষাঢ় ।
গুরু গরজন হয় মনেতে ঘনায় ভয়,
ওদিকে যে আমার বাসার
চালেতে নাহিক খড়, বৈশাখীর কাল ঝড়
করে গেছে সেথা মহারণ,
ঘরেতে ঢুকিবে জল, বাতায়ন অনর্গল,
প্রাচীরেও ধরেছে ভাঙন !
পাশেই পুকুর-পানা উপচিয়া তার কানা
আসিবে যা' নহে তা' অমিয়

পাড়াগাঁয়ে করি বাস, না করিয়া পরিহাস
ওহে বন্ধু, আমারে ক্ষমিও।
ডেলি-প্যাসেঞ্জার ভাই, চাকুরি করিয়া খাই
মাহিনাও গিয়াছে কমিয়া,
আষাঢ়ের সমাগমে ওরে ভাই, তাই ক্রমে
অতিশয় গিয়াছি দমিয়া।

কালিদাস পড়িয়াছি, এম-এ পাশ করিয়াছি,
জানি বর্ষা-মঙ্গলের গান ;
আষাঢ়ের মেঘোৎসবে অশনির ঘন রবে
প্রাণও মোর করে আনচান।
কিন্তু সে-ভাবে নয়, যে-ভাবে করিলে হয়
সুমার্জ্জিত কবিতা পোষাকী—
হেরি ঘোর মেঘোদয় প্রেম নয়, জাগে ভয়,
কহ সখা, করিছ গোসা কি ?
ইন্দ্রনীল মণিময় শৈল-বিহারিণী নয়,
কেরানী ঘরণী মোর প্রিয়া
নাহি লীলা-শতদল (শতমুখী তার বল !)
কভু বাম পদাঘাত দিয়া
ফোটায়নি অশোকেরে, সোহাগিয়া বকুলেরে
মুখমদে করেনি বিকাশ।
খায় দায় চুল বাঁধে ছেলে পোষে ভাত রাঁধে
অসুখেতে ভোগে বারমাস !
আসন্ন-প্রসবা প্রিয়া সাতটি সন্ততি নিয়া,
বক্ষে বহি দুঃখ অগণন,

যে ভাবে কাটায় কাল তার ছন্দ লয় তাল
মেঘদূতে করেনি বর্ণন।
প্রেয়সীর কথা স্মরি' মরমে যেতেছি মরি,
হয়ত সে এতখন উঠে
ভারাক্রান্ত দেহটারে আস্ফালিয়া চারিধারে
ছুটে ছুটে সামালিছে ঘুঁটে।

২

আকাশে ঘনায় মেঘ কমিছে ট্রেনের বেগ
'মশাগ্রাম' পড়িল আসিয়া,
দুটি ক্রোশ এ বাদলে যেতে হবে পায়দলে
তবে বাড়ী পঁহুছিব গিয়া।
ষ্টেশন হইয়া পার দেখিলাম আঁধিয়ার
চারিধার কালো মেঘে ঢাকা,
ক্ষেত-ভরা কচি ধান করে যেন ধারা-স্নান
মেলিয়া সবুজ কচি পাখা।
দেখি কিছু দূর গিয়া উঠিয়াছে শিহরিয়া,
কদম্ব তরুটি ফুলে ফুলে,
কেতকী সুরভি নিয়া বায়ু বহে পূরবীয়া
বাঁশবন ওঠে দুলে দুলে,
আঁধার ঘনায়ে আসে ঝিল্লীরব আশে পাশে,
ডাকে দূরে উন্মাদ দাদুরী,
সামালিয়া সিক্ত বাসে মোরে হেরি মৃদু হাসে
ছুটে চলে ধোপানী 'আদুরী'
বোঝাটি বহিয়া তার, পিছু ফিরে আর-বার
মোর পানে দেখিল তাকায়ে,

আকাশে বিজলী-রেখা কালো মেঘে কি যে লেখা
লিখে গেল আঁকায়ে বাঁকায়ে !
আনিতে ভুলেছি ছাতা, চলিয়াছি খালিমাথা,
জল ঝরে মুষল-ধারায় ;
ধুয়ে মুছে গেল সব মনে হল কি উৎসব..
—কেরানীরও পরাণ হারায় !
মনে হল দারিদ্র্যের 'চিত্রকূটে', বিরহের
তমসায় রয়েছি একাকী ;
আষাঢ়ের মুগ্ধ হিয়া পড়িতেছে বিগলিয়া
দয়িতার মিলিবে দেখা কি ?
সহসা পড়িল মনে যৌবনের শুভক্ষণে,
একদিন মেঘের আশায়
কবি সত্যেন্দ্রের সাথে গলা মিলাইয়া ছাতে,
আমাদের মেসের বাসায়
ঢালি দিয়া প্রাণ-মন 'যক্ষের নিবেদন'
তারস্বরে করেছিনু পাঠ

"পিঙ্গল বিহ্বল ব্যথিত নভতল কই গো কই মেঘ উদয় হও,
সন্ধ্যার তন্দ্রায় মূরতি ধরি আজ, মন্দ্র-মন্থর বচন কও !"

একদিন এ কবিতা স্বপ্নময় প্রথম যৌবনে
বহু বর্ষ আগে,
উদ্বোধিত করেছিল উচ্ছ্বসিত কত আকুলতা
মুগ্ধ অনুরাগে।
ব্যথিত গগন 'পরে বিছাইয়া শ্যামস্নেহ-স্তর
আজিও এসেছে ওই আষাঢ়ের নব জলধর
দিগন্ত ব্যাপিয়া

কেতকী-কদম্ব বনে আজও দেখি আমার অন্তর
মরিছে কাঁপিয়া !

রিম্ ঝিম্ রিম্ ঝিম্ রিম্ ঝিম্ রিম ঝিম্
ধ্বনিতেছে বর্ষণের সুর,
পারাইয়া মাঠ বন চলিয়াছি আনমন
অলকাপুরী সে কত দূর ?

*

"অস্মিন্ দেশে—"

১

তৃষ্ণায় ছাতি ফাটে কই জল, কোথা জল
কোথাও যে নাই জল-বিন্দু,
শূন্য যে খাল বিল, শূন্য ইঁদারা কল,
শূন্য যে নদী-নদ-সিন্ধু !

'সুজলা মোদের দেশ'
মুখস্থ ছিল বেশ
তৃষ্ণার বেলা দেখি সব জল নিঃশেষ !
আছে নাকি কিছু হায়
করিমের বদনায়
আমারে দিবে না, আমি হিন্দু !

২

দীঘি সে লজ্জাবতী পানার বোর্খা দিয়া
ঢাকিয়াছে ঘোলাটে সে রংকে,
কিন্তু তা'-বলে' তা'রে ভেবো না নিঠুর-হিয়া,
শুনিয়াছি নাকি তার অঙ্কে

মশকের 'লারভা'রা
পাইয়াছে ঠাঁই তারা ;
পলাতক পিতামাতা, কচি কচি অনাথারা
দীঘির অনাথালয়ে
উঠিতেছে বড় হয়ে
শ্যাওলার ঘন স্নেহ-পঙ্কে !

৩

বলেছিল দেশ-নেতা—"কোথায় পাইবে জল ?
বড়লোকে শুষে নিল দেশটা,
সেমিজ, পাজামা, ধুতি কাচিছে খুলিয়া কল !
কিছু যা-ও বাকী ছিল শেষটা
শিশি হাতে ডাক্তার
এসে নিল ভাগ তার,
পুরাইতে বড় বড় ওষুধের দাগ তার !
রাস্তায় ঢালে জল
নহিলে 'কার' অচল,
চটে যায় বিষ্টু ও কেষ্টা !"

৪

গেলাম নেতার কাছে, কহিলাম, "আসিয়াছি
হে দেবতা, বহু দুখ ভুঞ্জি'—
বাণী শুনে এতকাল বড় ভালবাসিয়াছি
ওগো করুণার চেরাপুঞ্জী,

সুরু কর ধারাপাত
সারাদিন সারারাত
তৃষ্ণায় ছাতি ফাটে কর কর দৃক্‌পাত !
ভারতের গৌরব,
তুমি নাকি পার সব
এই কথা ক্রমাগত শুন্‌চি !”

৫

কহিলেন নেতা হেসে—“ভাল করিয়াছ এসে
সত্যই বড় জলকষ্ট !
বরাবর বলিয়াছি ও পোড়া বাঙ্‌লা দেশে
সকলেই করে জল নষ্ট !

দেখিতেছি সত্যই
তুমি তৃষ্ণার্ত্তই
কিন্তু বাঙালী ভাই, মোর কাছে জল কই ?
অল্পই আছে যাহা
পারিবনা দিতে তাহা
কারণটা বলি শোন পষ্ট ।

৬

হাড়িদের মেথরের বাগ্‌দি ও মুচিদের
গায়েতে হয়েছে এত গন্ধ
বুকে টেনে নিতে বাধে সাত্ত্বিক ও শুচিদের
রুমালেও করি নাক বন্ধ ।

ময়লা যে চাপ-চাপ
(—বিধাতার অভিশাপ।)
শপথ করেছি আমি করিবই তাহা সাফ,
আটা ও রুমাল বেচে
সাগর এনেছি সেচে
সাবানও জোটেনি কিছু মন্দ !

৭

আমার যা জল তাহা 'রিজার্ভ', পারি না দিতে
হে তৃষিত, করিওনা দুঃখ।
খেজুর পাইতে পার যদি তাহা চাও নিতে
হয়তো লাগিবে কিছু রুক্ষ !

খাও যদি খর্জ্জুরই
'রিলেটিভিটি'তে মুড়ি
বুঝিবে তখন তুমি কেউ নাই ওর জুড়ি !
বিশেষ তফাৎ নাই
জলে ও খেজুরে ভাই,
চিন্তা করিয়া দেখ সূক্ষ্ম !"

৮

কহিলাম, "দাও দাও—জয় তব জয় হোক্
কোথায় খেজুর কই—কোনটা ?"
সত্য না স্বপ্ন এ ? ইহ না এ পরলোক ?
প্রলাপ কি বকিতেছে মনটা ?

—কিংবা এ শুধু তার
তৃষ্ণায় হাহাকার,
পিপাসার জল চায় বুকে বসি সাহারার !
সহসা আঁখির জল
ঝরিল অনর্গল
খেয়ে দেখি তা-ও হায় লোন্‌টা !

মাসের পয়লা

নিজেরে বুঝিয়ে বলি—ওরে শোন শোন
এ যে তোর সৃষ্টিছাড়া পণ !
নাগালেতে নাই যাহা কেমনে তা পাবি—
এ যে তোর অসম্ভব দাবী !
ঘন গাঢ় দানাদার খাঁটি ভালবাসা
পেতে তোর আশা !
তুই চাস্‌, পৃথিবীর জীবন-যাপন
হোক্‌ শুধু একখানি রাগিণীর মধু-আলাপন !
একখানি বিবাহ করিয়া
'রোমান্স' করিতে চাস্‌, জীবন ভরিয়া !
তুই চাস্‌, তুহার বনিতা,
নানাবিধ করিয়া ভনিতা,
কখনও প্রেয়সী বেশে,—কখনো বা পাচিকা সাজিয়া
হিসাব রাখিয়া কভু, কখনো বা বাসন মাজিয়া,
জীর্ণ দেহটারে তার ইক্ষুসম নিঙাড়িয়া দিক্‌ !

কখনো বা ফুর্সৎ মাফিক
গাহিয়া নাচিয়া
নিত্য তোর চিত্ত হতে ফেস্লুক চাঁছিয়া
সর্ব্ববিধ সকল ময়লা !
মাহিনা মিলেছে আজ মাসের পয়লা,
সুতরাং ঝোলা গোঁফে তা'দিয়া দুবার,
মানি আমি, চিত্ত তোর হয়েছে দুর্ব্বার
চন্দ্রালোকে,—ক্ষণিক উচ্চাশে
সফেন উচ্ছ্বাসে !
এও মানি হায়,
দু' 'পেগ্' টানিলে পরে—(বিশেষতঃ পরের টাকায় !)
মন হ'য়ে ওঠে 'দিল'—চক্ষু হয় 'আঁখি'
রঙীন-কাপড়-পরা যে-কোনো রমণী হয় সাকী
আপনারে মনে হয় যেন কোন অবজ্ঞাত hero !
হিট্‌লার, মুসোলিনি, নাদির চেঙ্গীজ কিংবা Nero,
কৃষ্ণ, বুদ্ধ, যিশু,
মনে হয় মোর কাছে নাবালক শিশু !

প্রাণ মোর আকাশেতে উড়ে যেতে চায়,
যে আকাশে হায়
সূর্য্য নাই, চন্দ্র নাই, নাই গ্রহ-তারা,
কেহ নাই শুধু আমি ছাড়া !
কিন্তু হায় বৃথা তুই মরিস কাঁদিয়া
দড়াদড়ি দিয়া তোরে রেখেছে বাঁধিয়া !
অন্তরস্থ ভুখা ভগবান
মাগে পরিত্রাণ !

পাছে-করে পলায়ন, চারিদিকে তাই
দারা-পুত্র-পরিজন, মাসি পিসি, ভাগিনা ও ভাই
সারি সারি রচিয়াছে ব্যূহ।
ভুলে যাই আমি সেই কেনারাম গুহ,
কাজ করি 'মেকেঞ্জি লায়েলে'
সাহেব ধমকায় মোরে ন'টায় না এলে!"
বুঝায়ে মনেরে বলি—"বুঝি আমি সব,
কিন্তু ওরে যাহা অসম্ভব
হয় তাকি কভু?"
মৌন রহি ক্ষণকাল, মন বলে, "বুঝি সব; তবু—।"
সুতরাং বল্গা আলগা করি কল্পনার
গিরিদরি মাঠ-বন হইলাম পার।

* * *

নন্দন কাননে বসি কোলে করি উর্ব্বশী
শুঁকিতেছিলাম পারিজাত;
অপ্সরীরা গাহে গান মন্দাকিনী কলতান
ধীরে ধীরে করে তারি সাথ!
উর্ব্বশী হাসিয়া কহে, "ওহে সখা কহ ত হে,
পদ্মার ইলিশ মাছ নাকি
সুধা হতে মিষ্টতর, তা হতে উৎকৃষ্টতর
নাই কোনো কীট পশু পাখী!
সুতরাং খেতে চাই কহ, নাথ, কোথা পাই?"
শোনামাত্র তখনি ছুটিয়া
শিয়ালদহতে গিয়া ভাল দু'টি মাছ নিয়া
নিজ হস্তে দিলাম কুটিয়া!

মেলি কুন্দ-দন্ত-রাজি   উর্ব্বশী ফেলিল ভাজি',
মেনকা ও রম্ভারে ডাকিয়া
প্রেম-গদগদ-মুখে   খাইতে লাগিল সুখে
রসাবেশে চাখিয়া চাখিয়া।

* * * *

সহসা রম্ভা তুলিলেন সুর,
"আমি প্রিয়তম খাব চানাচুর,
কখনো খাইনি, এ দুঃখ দূর
কর গো!
টানি পুনরায় পিরীতির জের
কিনিয়া আনিয়া চানাচুর ফের
কহি রম্ভারে "তব দুঃখের
অবসান হোক্—ধর গো!"

* * * *

মেনকা কহিল সলাজ হাসিয়া,
'আমি যাহা চাই দিবে কি?
আপনারে আমি দিতে চাই সখা
নিবে কি?
স্নেহে ও সোহাগে নিজেরে ছানিয়া
দিতে চাই তব চরণে আনিয়া
বঙ্গদেশের হে মহামানব,
হে ব্রহ্মচারী বিবেকী!
মোরে নিবে কি?

* * * *

চুম্বন করিয়া মোরে মেনকা সুন্দরী
বারম্বার কর্ণমূলে কহিল গুঞ্জরি',

"হে বাঙালী।
আমি ভিখারিণী তব—প্রেমের কাঙালী !
ফিরায়ো না, লহ সখা, রাখ মোরে পায়ে।"
সহসা হইল মনে, মেনকার গায়ে
কুকুরের গন্ধ কেন ছাড়িছে বেজায় !
কাছে টেকা দায় !
···আরে মোলো,—গোঁফ চাটে কেন ?
প্রণয়ের নিদর্শন হেন
মেলেনি কোথাও।
"পাপিয়সি,—দূরে সরে যাও।"
বলে' যেই মেনকারে ঠেলে দিনু দূরে
কেঁউ কেঁউ কেঁউ কেঁউ—সকরুণ সুরে
স্বপন টুটিল মোর ; দেখিলাম হায়
পড়ে আছি একেবারে ড্রেনের তলায় !

অন্তর্ধ্যান

১

কনক বরণ পরম কান্তি
তপন উঠিল ভোরে ;
সোনালি সোহাগে স্বপন ঘনায়ে
কহিতে লাগিল মোরে

"সন্ধ্যা-উষার রক্তিম রাগে
গানেতে গলিয়া পড়িতে যে আগে
সেই মন তব হরণ করিল
কহ, কোন মন-চোরে ?"

২

সারাটি ভুবনে জ্যোছনা ছড়ায়ে
সুদূর গগনে বসি'
হাসিয়া হাসিয়া কহিল একদা
নিশীথ রাতের শশী ;

"ওগো পৃথিবীর খেয়ালিয়া কবি,
আমার কথা কি ভুলিয়াছ সবি ?
আমারে ঘেরিয়া ছন্দ তোমার
ওঠেনা তো উচ্ছ্বসি !"

৩

অভিমান ভরে মাথা দোলাইয়া
কহিল গাছের ফুল—
"আমারে যে আগে ভালোবেসেছিলে,
করেছিলে সে কি ভুল ?

কুঞ্জে কাননে তেমনি করিয়া
নিতি নিতি ফুটে যাই যে ঝরিয়া,
তুমি তো আস না আর তো তেমন
তন্ময় ভাবাকুল !"

৪

লুটি' নীপবন কহে সমীরণ,
"কই কবি তব বাঁশী
বাজাও না কেন? ফুরায়ে গেল যে
বকুল ফুলের হাসি!"

কহে রূপসীর কাজল নয়ন,
"আমার মনের রঙীন স্বপন
আর তো দাও না ছন্দে ছন্দে
কবিতায় পরকাশি'!"

৫

আমি ভাবিতেছি একি জ্বালাতন
এ কি মহা জঞ্জাল!
আমার মাঝারে কবি যে আছিল
মারা গেছে বহুকাল!

সেই সুকুমার তরুণ কিশোর,
চিহ্নও তার নাই মনে মোর
ভুসির দালালি করিয়া বেড়াই
আমি রামধন পাল।

বিদগ্ধ

লইয়া বিক্ষত পৃষ্ঠ বিমর্দ্দিত শ্রবণ-যুগল,
ধারাপাত সিক্ত করি বিগলিত অশ্রু-ধারাপাতে
কত কিছু শিখিলাম ! ইতিহাস, গণিত, ভূগোল,
সাহিত্য ও স্বাস্থ্য-পাঠ দণ্ডধারী পণ্ডিতের হাতে !

'প্রবেশিকা' সীমা-রেখা অতিক্রমি' পিতৃ-পুণ্যফলে
'নলেজ'-লোলুপ হয়ে উত্তরিনু কলেজ-প্রাসাদে ;
নানাবিধ ভাব সেথা জুটিয়া কহিল দলে দলে,
"মস্তিষ্ক-কোটরে ওরে অবিলম্বে মোদের বাসা দে।"

আমি অতি ক্ষুদ্র নর—ক্ষুদ্রতর মস্তিষ্ক আমার,
তারি মাঝে ভাব-বৃন্দ বসিলেন গাদাগাদি করি ;
চকিতে ফলিল ফল !—বুক ফাঁক হইল জামার,
পাদুকার চাকচিক্যে দর্পণ কহিল, মরি মরি !

দেশ-প্রেম, রুষ-প্রেম, চর্চ্চা করি নানারূপ প্রেম
রাজা ও উজির কত মারিতেছি হ'য়ে এক জোট ;
সহসা মরিল পিতা ! সঙ্গে সঙ্গে এবং (ও, শেম !)
পরীক্ষায় ফেল করি' পাইলাম নিদারুণ চোট !

১৩

ক্রমশঃ বুঝিতে হ'ল মিথ্যা মায়া প্রেম জামা জুতা
পিওনের ঘন ঘন আনাগোনা থেমে গেল সব ;
চতুর্দ্দিক হ'তে লভি' বহুবিধ উপদেশ-গুঁতা
'নোট'-ভেলা 'পরে চড়ি' পারাইনু পরীক্ষা-অর্ণব !

অর্ণব হইয়া পার দেখিতেছি ধূ ধূ বালুরাশি
শ্রম-ক্লিষ্ট দেহ হায় মাগিতেছে ক্ষুধার খাবার,
শিরোপরে ভাব-গুচ্ছ (কলেজে যা জুটেছিল আসি')
দ্বীপবাসী বৃদ্ধ সম তাড়না করিছে বারম্বার'।

সিন্দবাদ সম মোর নাহি বীর্য্য নাহি বুদ্ধি বল,
ভাব ভাবনার ভার বহিতেছি পিঠে চিরকাল ;
ক্ষুধা-খিন্ন দুর্ব্বলের একমাত্র ডিগ্রীটি সম্বল
তাই লয়ে খুঁজিতেছি 'wanted' সন্ধ্যা ও সকাল।

শ্যালা

সামান্য মনুষ্য নহ, নহ শুধু গৃহিণীর ভ্রাতা,
হে শ্যালক, হে স্বভাব-শালা,
বঙ্গদেশে বহু বেশে বহুবার দেখেছি তোমারে
রচিয়াছি তব জয়-মালা।

বহুবার করে গেছ অকিঞ্চন-চিত্ত পরশন
সভামঞ্চে নেতৃবেশে, হে শ্যালক, সৌম্যদরশন,

প্রাণের আবেগে যবে বক্তৃতা করেছ বরষণ
সে বাণীর জ্বালা
বহু করতালি যোগে প্রাণ মন করি ধরষণ
কর্ণ-দুটি করিয়াছে কালা !
হে শ্যালক হে স্বদেশী শালা ॥

কখনও শ্মশ্রু-গুম্ফে আবরিয়া ও চাঁদবদন,
জটা-মৌলি গুরু-বেশে অঙ্গে দেছ গৈরিক বসন,
(নির্বেক নির্ভীক কভু !) সানুগ্রহে ভক্তের সদন
করিতেছ আলা
আত্মার অঙ্গুষ্ঠ রূপ, গীতা, গান, বিজ্ঞান-বচন,
বিতরিছ উপদেশ-মালা,
হে শ্যালক, হে ধার্ম্মিক শালা ॥

কুর্দ্দনে, নর্ত্তনে, লাস্যে লম্ফজনে লাগাইয়া তাক্
কখনো সিনেমা-পটে, হে রসিক, সভঙ্গী সবাক্
গুণ্ডা-বেশে, কবি-বেশে, কাঁপাইছ সেই চোখ নাক
একই ছাঁচে ঢালা !
পিতৃধন ধ্বংস করি' ছাত্র-ছাত্রী দেখিছে অবাক,
নাবালকে ভাঙিতেছে তালা,
হে শ্যালক, হে আর্টিষ্ট শালা ॥

উৎসর্গিয়া আপনারে কখনও বা শিল্প-পাদ-মূলে
বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ তার সমাপিছ সর্ব্ব-দ্বিধা ভুলে।
সার্থক ধরেছ তুলি ! ক্রমাগত রং গুলে গুলে
হে শিল্প-দুলালা,

কণ্ডূয়ন-উন্মাদনা আন্দোলিয়া তুলিতে অঙ্গুলে
আঁকিছ নিতম্ব- স্তন-মালা !
হে শ্যালক, হে পটুয়া শালা ॥

নির্লিপ্ত উদো-র পিণ্ড গিলাইয়া সন্ত্রস্ত বুধোরে
সাহিত্য রচনা করি' শুনাও তা ক্ষেন্তি বা ভূতোরে ;
কোটর-প্রবিষ্ট আঁখি, গামছা-বাঁধা ক্ষুধার্ত্ত উদরে,
রসনায় লালা !
কন্টিনেণ্টালি ঢঙে ডাক দাও কামারে, ছুতোরে,
বক্ষে চাপি ধর বস্তি-বালা !
হে শ্যালক, হে বাস্তব শালা ॥

কখনও উকীল বেশ ! (মূর্খ জনে কহিবে বঞ্চক !)
অনর্থ-কে অর্থ-যোগে নানা সর্ত্তে করিছ সার্থক !
কখনও দালাল তুমি, কখনও বা মহা চিকিৎসক
কভু বাড়ী-বালা,
কংগ্রেসে, মন্দিরে, মঠে, সর্ব্ব ঘটে হে পরম বক
নানা পুষ্পে ভরিতেছ ডালা !
হে শ্যালক, হে শিকারী শালা ॥

অনবদ্য তব কণ্ঠ কভু শুনি বিচিত্র ভঙ্গীতে
বেতারে, বৈঠকে, মাঠে, সভাস্থলে, রেকর্ড-সঙ্গীতে ;
কর্ণের পটহ ভেদি' ধৈর্য্যসীমা চাহে যে লঙ্ঘিতে,
প্রাণ ঝালাপালা ।
শ্মশানে, মশানে, রণে, পরাজয়ে, বিজয়ে, সন্ধিতে,

চলিয়াছে বেস্থুরো বেতালা,
হে শ্যালক, হে ওস্তাদ শালা ॥

হে মোর আসল শালা, হে প্রকৃত, নির্জলা, নির্ঘাৎ
তোমারে বলিনি কিছু (ভাষা খুঁজে পাইনি অর্থাৎ),
ভাবিলেই তব কথা শিরে রক্ত চড়ে অকস্মাৎ,
অঙ্গে ধরে জ্বালা,
জুতা হস্তে ছুটে যাই ! কাছে গেলে শিথিল সে হাত,
মুখে তব মধু হাসি ঢালা !
হে শ্যালক, হে আদৎ শালা ॥

দেশের দশের অর্থ শত হস্তে করিয়া লুণ্ঠন,
ভব্যতারে নগ্ন করি' সভ্যতার খুলিয়া গুণ্ঠন,
কভু হাস, কভু কাঁদ, কভু তব মৃদুল কুন্থন
একই স্থরে ঢালা।
"অর্থ চাই, অর্ঘ্য চাই, বৃদ্ধি চাই, ওহে জনগণ,
তৃপ্তি নাই, আনো ছালা ছালা !"
হে শ্যালক, হে কৌশলী শালা ॥

অপরিচয়ের মাঝে থাকো তুমি অ-শ্যালক বেশে,
ঘনিষ্ঠ হলেই তব শালা-মূর্ত্তি বাহিরায় এসে।
আত্ম-বন্ধু-পরিজন কাছে গিয়ে দেখি, হায় শেষে
শালা—সব শালা !
দিন যায় ক্রমে দেখি শালা-সাগরেতে এসে মেশে
ছুনিয়ার যত নদী নালা—
হে শ্যালক, হে অনন্ত শালা ॥

সেকালিনী

চৈত্র মাসেতে হায় প্রবাসীর পাতাতে
শ্রীমতী অপরাজিতা নানা ছুতা-নাতাতে
কবিগুরু রবিদা'কে হাত-মুখ নাড়িয়া
দেখিতেছি ফেলেছেন একেবারে পাড়িয়া !
যদিও বয়স তাঁর সত্তর পারায়ে
বুদ্ধিটা একেবারে যায় নি তো হারায়ে !
নাৎনীর কাছে তাই নানা রসে রসিয়া
হার মেনে কর-জোড়ে পড়েছেন বসিয়া।
'শিভাল্‌রি' এরে যদি নাহি চাহ বলিতে,
বলিও না !—সব কিছু হতে পারে কলিতে !

কিন্তু শ্রীমতী তুমি ভাবিও না তা' বলে
ভুলাইবে আমারেও আবোলে বা তাবোলে,
আমার বয়স আজও তিরিশের কোঠাতে
(সুরু করিয়াছি সবে কিঞ্চিৎ মোটাতে !)
বুদ্ধিও হয়ত বা নয় খুব তীক্ষ্ণ,
তবুও বুঝিতে এটা হয়নি তো বিঘ্ন—
এ-কালিনী নহ নহ, তুমি সেকালিনী গো
স্বামী সহধর্ম্মিণী, তনয়-পালিনী গো !
অবশ্য এ-কালের হাব-ভাব ফ্যাশনে
আয়ত্ত করিয়াছ প্রাণপণ প্যাশনে !

কবিতা লিখিতে চাও—যোগ দাও তর্কে
ফুলুরি হয়ত খাও বিঁধে বিঁধে 'ফর্কে' ;
স্কার্ট-পাড়-শাড়ী তব নানাবিধ কোঁচেতে
রমণীয় ভাবে আঁটা কমনীয় ব্রোচেতে,
চা-পানি বানাতে পার জাপানীয় কাঁচেতে
খদরি ব্লাউস্ পর লণ্ডনি ধাঁচেতে।
এরোপ্লেনে যদি চড়, পাঁজি দেখে চড় গো
মনে সদা ভয়-ভয়, সদা পড়-পড় গো!
হয়তো বা ড্রাইভারে বল নাকো 'থাম্ থাম্'
মনে মনে অবিরত জপিতেছ রাম নাম।

এ-কালিনী হতে যদি পাকা-পাকি ওজনে
বিলাসে, ব্যসনে, বেগে, বিহারে বা ভোজনে ;
তাহাদের মত যদি থাকিত সে 'ড্যাশ'টা
যার বলে তারা এই পৃথিবীর ব্যাসটা
বেদ-ব্যাসের কোন বিধান না জানিয়াই
পার হয়ে যেতে চায়, নানা বাধা মানিয়াই।
গোল্লায় যেতে পারে—যেতে চায় 'মার্সে'
উদাসিনী বসে থাকে অচেনার পার্শ্বে।
রবিবারে ভালবাসে প্রাণ দিয়া যাহারে
সোমবারে হাসিমুখে ত্যাগ করে তাহারে!
এ-কালিনী হতে যদি চিন্তার জগতে
রবিদা'র পাওনাটা মিটাইতে নগদে।
পুরাতন নজীরের জের টেনে আনিয়া
সেকালের সেই পচা-কাহিনীকে টানিয়া

দেখাতে না একালের-সেকালের মিল গো,
এ-কালিনী শোনে যদি হয়ে যাবে নীল গো।

এ-কালিনী সেকালের তোয়াক্কা রাখে না
মিল যদি থাকে থাক, সেটা গায়ে মাখে না !
অন্ততঃ তাই নিয়ে বাজায় না ঢাকটা
এ-কালের গর্ব্বেই উঁচু তার নাকটা !
"আমি ত সেকেলে নই !"—এই তার গর্ব্ব
তুমি সেটা শেষকালে করে দিলে খর্ব্ব।
সেকালের মত যদি একালের জগতই
'প্রগতি' বলিছ কেন ? বল তবে 'অগতি' !
সেকালের দোহাইটা মিছে পেড়ে, উতলে,
এ-কালিনী শালীনতা লুটাইলে ভূতলে !
মনে হয় তাই তুমি একালিনী নহ গো
সেকালের গৌরব আজও বুকে বহ গো !

এ-কালিনী সকলেরে করেন না বিধি যে,
অধিকাংশই হায় পিসি মাসী, দিদি যে !
এবং বাঁচোয়া সেটা ! অন্ততঃ আমাদের
অর্থাৎ Dick-Tom. যদু-রামা-শ্যামাদের।
এ-কালিনী রমণীরে সিনেমা বা নাটকে,
যুদ্ধের শিবিরে বা রাশিয়ার ফাটকে
দেখিয়া তৃপ্ত হব, দিব হাততালিও ;
ঘরেতে কিন্তু চাই সে পুরাকালীয়

রাগে অনুরাগে ভরা অঙ্গন-লক্ষ্মী
আধুনিক ডিম্বেতে সনাতন পক্ষী !

সুতরাং এই তব অতীত-প্রশস্তি
আনিয়া দিয়াছে মনে শান্তি ও স্বস্তি ;
খুশী আছি এই ভেবে আমাদের দেশেতে
দিদিমারা বেঁচে আছে নাৎনীর বেশেতে।

নামানি

সে যেন সঞ্চিত ধন অদৃষ্ট যক্ষের !
পুত্র যেন তৃতীয় পক্ষের
বৃদ্ধ বিধাতার।
সুতরাং তার
দেশ যেন স্বর্গভূমি। যদিও তা মর্ত্ত্যেতে বিরাজে,
ধন-ধান্য-পুষ্পে ভরা বসুন্ধরা মাঝে
শ্রেষ্ঠতম তবু তাহা ;
বুলবুল, পিউ-কাঁহা,
পিক, দহিয়াল,
কুঞ্জে কুঞ্জে মুখরিয়া বকুল, পিয়াল,

হারায়ে সম্বিৎ
ক্রমাগত গাহিছে সঙ্গীত!
পুঞ্জে পুঞ্জে অলি
ক্রমাগত পুষ্প 'পরে পড়িতেছে ঢলি
কিছু না মানিয়া;
আশ্চর্য্য! অভূতপূর্ব্ব! কবিকণ্ঠ কহে বাখানিয়া
মাতৃবক্ষে সে দেশেতে বিশেষ করিয়া
স্নেহ দিয়াছেন বিধি ভরিয়া ভরিয়া
সে দেশের ভাই,
নাহি তারো কোনো তুলনাই।
সে দেশের নদীনদ সাপ ছুছুন্দর
সমস্ত সুন্দর।
তা লয়ে 'কোরাস্' ধরি উদ্বেলিত হৃদয়ে উদ্বাস্তু
ভগ্ন-কণ্ঠ হল শত শর্ম্মা, সেন, সাহু।
বিশীর্ণ যদিও দেহ—কিন্তু ওগো সেই অনুপাতে
অন্তর যে পূর্ণ তার নানা অজুহাতে।
চক্ষু দিয়া গ্রাস করে ছাপার অক্ষরে
এবং বিশ্বাস করি পায় সে মোক্ষরে
মানে সে 'মোক্ষম্'
ম্যালেরিয়া, T. B. দেহে, মন তার নহে তো অক্ষম!
বিচিত্র সাধনা;
লক্ষ্মীরে কামনা করে ভারতীর করি' আরাধনা,
ভারতীও অপরূপা, সাদাসিধা নহে বীণাপাণি,
নহে তা কমল-বন-বাণী।
হস্তে নাহি বীণা;
ছিন্নমস্তা মূর্ত্তি তার—মাথামুণ্ডহীনা!

আপন শোণিত পিয়া
তাথিয়া তাথিয়া
নৃত্য করে উন্মাদিনী ; তারি চারি পাশে
লক্ষ্মীরে কামনা করি ভারতীর অর্ঘ্য বহি আসে
মুগ্ধ লুব্ধ ভক্ত বৃন্দ যত
আবৃত্তি করিয়া নিত্য পুঁথিগত মন্ত্র শত শত !
নাহি তার মহিমার সীমা
জানে তাহা যে-কোনো পিসীমা !
'মেকলে' পারেনি তাহা কিছুতে কমাতে,
মিস্ মেয়ো, পারেনি দমাতে !
সঙ্গে সঙ্গে উত্তর সে করিয়া প্রদান
করেছে প্রমাণ
তাহারা মহজ্জাতি।—আর্য্য-গর্ব্ব উত্তরাধিকারী
সাক্ষী তার আছে সারি সারি
অতীতের বনিয়াদে পোঁতা
সকলের থোঁতা মুখ হয়ে গেছে ভোঁতা !
অন্তরে ঐশ্বর্য্য তার—বাহিরে সে যদিও কাঙালী।
নাম কি বাঙালী ?

* *

সে যেন সাঁতারু বীর নিতান্ত নির্ভীক
অপার জলধি বক্ষে সাঁতারিয়া চলিয়াছে ঠিক।
চলিয়াছে সোজা
পৃষ্ঠে বহি গুরুতর বোঝা
বিরাট সংসার !
ছেলে মেয়ে বউ বোন মাসি পিসি সব সারে সার

সানন্দে বসিয়া আছে দুলায়ে চরণ,
সাঁতারু চলেছে সোজা তুচ্ছ করি জীবন মরণ!
কেহ তারে দেয় না রেহাই।
আসে রোগ, আসে 'বিল', আসেন বেহাই
মাঝে মাঝে নামে অকস্মাৎ,
মনিবের রুদ্র পদাঘাত।
নামে বারম্বার
যুযুধান রুষ্টা প্রিয়ার
তীক্ষ্ণবাক্যবাণ;
কোন দিকে নাহি দিয়া কান
উত্তাল তরঙ্গমালা, গর্জ্জমান মহাঝঞ্ঝাবাত
না করিয়া কিছু দৃক্‌পাত
সাঁতারু চলেছে সোজা—মুখে নাহি বাণী।
নাম কি কেরানী?

* *

যে মালা পরায় প্রিয়া নিজ প্রিয়তমে
সোহাগে সরমে,
সে মালার
সেই মালাকার।
অন্তরালে থাকি নিজে দুইখানি অচেনা অন্তর
পরিচয়-বন্ধনেতে বাঁধে নিরন্তর!
যেন সে 'হাইফেন'
কবি ও কাগজ মাঝে যেন 'ফাউনটেন'!
একের মনের বার্ত্তা অপরের বুকে
বহি আনে সুখে!

শুধু ভূগোলেতে যেন যোজক; প্রণালী,
যুক্ত করি চলিয়াছে খালি
দেশে দেশে, সাগরে সাগরে
ক্রেতা আর বিক্রেতায়   নাগরী, নাগরে।
যদি আসে কাছে
মনে হবে, আছে আছে আছে
এ জগতে আছে একজন
যার কাছে খোলা চলে মন !
আকাশের চাঁদ পেড়ে দিতে পারে হাতে
যদি পায় তাতে
কিছু কমিশন !
সবুজে করিতে পারে অনায়াসে লাল।
নাম কি দালাল ?

*   *

তবু চাই তাকে
করিতে পারে না কিছু তবু তারে ডাকে।
আছে ইতিহাস :
বহু অর্থ করিয়া বিনাশ,
বহু লজ্জা, বহু ঘৃণা, বহু প্রেম করিয়া হজম ;
দিবা নিশি করি বহু শ্রম
লভিল সে যাহা
কি যে বস্তু তাহা
বলিল না কখনো খুলিয়া।
রহস্যের আবরণ দিয়া
আপনারে রাখিল ঢাকিয়া।

সতত সবার চিত্ত উৎসুক সদাই
বলে, 'তাকে চাই!'
গল্প যেন প্রকাশ্য ক্রমশঃ,
আম্‌সি আচার যেন যতবারই চোষ
কিছুতেই তৃপ্তি হয় নাকো;
কিছু হইলেই তাই বলে তারে, "ডাকো।"
এবং ডাকিলে সেও আইসে ছুটিয়া
প্রাপ্য তার টাকা-কটি নিয়া,
লিখে যায় চালায়ে কলম
সার্টিফিকেট কভু, কখনো বা মিকশ্চার, মলম,
উঁচু করি বিজ্ঞ নাক তার,
—নাম কি ডাক্তার?

* *

পৃথিবী যে রঙ্গমঞ্চ—একথা সে বুঝেছে প্রচুর
ইংরেজ-বিদ্বেষী আজ, কল্য তাই রায়-বাহাদুর!
নিত্য নব অভিনয় সখ
রাম বা রাবণ কভু, কভু মন্ত্রী, কভু বিদূষক!
সে যেন বুঝেছে ভূমা
উচ্চ-নীচ, ভাল-মন্দ, চড় কিম্বা চুমা
আসল নকল
তার কাছে সমান সকল।
কিন্তু নয় আইনষ্টাইন
(যদিও সে নানাবিধ জ্ঞানের 'মাইন')
ভেদ-বুদ্ধি আছে কিছু চিতে।

টাকাতে ও খোলামকুচিতে
আছে যে তফাৎ
সে কথাটা ভুলিতে সে পারে না হঠাৎ।
'মাইনাস'-ওইটুকু সমদৃষ্টি সবতাতে তা'র
সত্যি মিথ্যা তার কাছে স্পষ্ট একাকার!
মিথ্যা, প্রাস কিছু টাকা হয়ে যায় সত্যের সমান।
নিত্য তাহা করিছে প্রমাণ।
কভু হস্ত জোড় করি' কখনও বা উঁচাইয়া ফিল
—নাম কি উকিল?

* *

প্রিয়ার নয়ন-কোণে যেন সে পিঁচুটি!
কারণ বিছুটি
লাগায়েছে মকর-কেতন,
অথচ পকেটে নাই তেমন বেতন!
নাই সেই রজত-নিক্কণি
যার জোরে হওয়া যায় নয়নের মণি
কোন রমণীর!
কিম্বা যদি—বীর
হইত সে, যৌবনের আবেগে অধীর,
আনিত লুণ্ঠন করি' কোন রূপসীর
সমস্ত হৃদয়!
কিন্তু হায়, বিধাতা নির্দয়
দেহ তার কিছুতেই হলনা সবল,
লম্বা চুল, জুলফি, গোঁফ, ব্যর্থ সকল!
ফ্রয়েডি মুখস্ত বুলি হল অনর্থক
ভেজেনা তাহাতে চিপিটক!

তাই
পিঁচুটির মত আছে লাগিয়া সদাই
কিছুতেই না দমে'
বার বার পুছে ফেলে—পুন এসে জমে,
যৌবনের 'প্যারডি' সে, অথচ করুণ,
নাম কি তরুণ?

দরদ

যাহারে বেসেছি ভালো, বাসিব রে কিম্বা
আম, আতা, আনারস, কুল, কচু, নিম বা
সয়গল, উমাশশী, ডগলাস্, ময়না
হিট্‌লার হরিজন গারবো বা গয়না
ভাটিয়া, ইহুদি, আগা, মাড়োয়ারি, পার্সি
ভিটামিন, সোভিয়েট, চশমা বা আরসি
লাল পানি, তামাক, চা, মোদক বা গাঞ্জা,
কিশোরী, যুবতী, বুড়ী, পতিহীনা, বাঞ্জা,
টু-সীটার, পুলোভার, ডিম, কিমা, নিম্‌কি;
সুভাষ, সাপ্রু, রবি, শিশির বা সিম্‌কি
বাছুর, ছাগল, ভেড়া, চার্লি বা মার্লেন;
জি. বি. এস. কুপ্‌রিন্ বুনিন্ বা আরলেন;
ট্যাক্সি, ফোন বা লেক ক্যামেরা বা তুলি গো,
ভাইঝি, বৌদি, মাসী, ভাগিনী, মাতুলী গো;

করপোরেশন, রেস, বীমা আর মাসিকে
কংগ্রেস, রায় বেঁশে, সেতার বা বাঁশীকে,
ফ্রয়েড্ আর ভেরোনফ্, co-ed বা কুল্পি
স্বরাজ, বেতার বাণী, গজল বা জুলফি,
শাঁসাল শ্বশুর, শালী, প্রেয়সীর ওষ্ঠ,
সাঁতার, বিমান বীর, নাইডু বা গোষ্ঠ
খাদি বা টুইল মুগা, আদ্দি, গরদ গো
সকলেরই তরে মোর গভীর দরদ গো ;
কান ধরে উঠ-বোস্ করাইছে নিয়ত।
উদ্ধার যদি থাকে বাংলায়ে দিওত।

২৫শে জ্যৈষ্ঠ

"খামখা কয়েক বাল্তি জল ঢালি উলঙ্গ শরীরে
ভেবেছিস্ কি রে
পাইবি নিস্তার ?
আশা নাই—ওরে মূর্খ—আশা নাই তার !
তোর চৌদ্দ পুরুষের দফা
করিয়াছি রফা
তোরও দফা করিব নিকাশ
আছে এ বিশ্বাস।

স্নান কর্, পাখা চালা, যত খুসী খা' তুই বরফ
ফলে শুধু বৃদ্ধি হবে কফ !
লাভ নাহি ইথে,
ভাল করে জেনে রাখ চিতে,

মোর হস্ত হতে তুই পাবি না নিস্তার
অক্ষুণ্ণ প্রতাপ মোর এ দেশেতে করেছি বিস্তার!
দেহ তোর, মন তোর, মনুষ্যত্ব, বিবেক—বেবাক্
আমার জারকরসে করি পরিপাক
অবশেষে পাঠাব চুলিতে
গেন্‌ডুয়া খেলিব তোর মাথার খুলিতে।

—ইতিহাস আছে কি স্মরণ?
করি আস্ফালন
আর্য্য নামে জাতি এক এসেছিল এদেশে একদা।
সিন্ধু-গঙ্গা-গোদাবরী-কাবেরী-নর্ম্মদা
তোলপাড় করিয়া সর্ব্বদা
অনার্য্যের শিরে হানি বিজয়ীর গদা
কত কিছু করিল তাহারা!
—কোথা আজ তারা?
এ দেশেতে আজ যারা বাঁধিয়াছে ঘর
সাদা, কালো, মেটে, মোটা রোগা বা নধর
ভুঁড়ি, পিলে, বহুমূত্র, যক্ষ্মা, বিসূচিকা
টাক, টিকি টুপি, টিকা
ধুতি, প্যাণ্ট, লুঙ্গি, লেংটি—মিল বা খদ্দর—
এরাই কি আর্য্যবংশধর
করিতেছে যারা কিল্‌বিল?
কোথা সে নয়ন নীল?
পিঙ্গল কোথা সে কেশদাম?
ঋজু দেহ কোথায় সুঠাম?
কোথা সেই দৃপ্ত তেজ?—কোথা বীর্য্য বল?

সত্যাগ্রহী জ্ঞানবৃদ্ধ কই ঋষিদল ?

ঢাল্ ঢাল্ যত খুশী ঢাল্ তুই জল
এড়াইতে পারিবি না আমার কবল !

মনে আছে ? এসেছিল পাঠান মোগল ?
"যাদের চরণ ভরে ধরণী করিত টলমল !"
কোথা তারা ?
কোন শূন্যে হল তারা হারা !
ক্ষিপ্র, ক্ষিপ্র শক্তিমান সেই বীরগণ
'দীন্' 'দীন্' 'দীন্' 'দীন্' —বিজয়ীর ঘন গরজন
কোথা আজ তাহা ?
হাহা হাহা হাহা হাহা হাহা হাহা…
বদনা পিক্‌দানিমাত্র করিয়া সম্বল
দর্জিতে চালায় কল
কোচম্যান হাঁকাইছে গাড়ী
পশু শবদেহ ঘিরি কশাইরা করে মারামারি !"

নিদাঘের তীব্র তীক্ষ্ণ স্বর !
শুনিলাম ধ্বনিতেছে ভরিয়া অম্বর !

পদি পিসি

জান না বন্ধু, পদি পিসি কোথা থাকে ?
—দেখনি কখনো তাঁকে !
অর্থাৎ যিনি সবার বাড়ীতে
কাঠি দিতে চান প্রতিটি হাঁড়িতে,

কায়দা মাফিক ফোড়ন ছাড়িতে
সকল কথার ফাঁকে
দেখনি কখনো তাঁকে ?

শোন নি কি তাঁর অভিজ্ঞতার বাণী !
সবেতেই 'জানি' 'জানি'।
নিমোনিয়া হল বীরেন পালের
পদি পিসি কন, "নিমের ছালের
পুলটিস্ দাও পুরান চালের
সঙ্গে হলুদ ছানি।"
অভিজ্ঞতার বাণী !

গাছ থেকে পড়ে' মরিল মথুর মাঝি,
পদি পিসি খোলে পাঁজি !
ত্র্যহস্পর্শ'-'ত্রিপাদ' প্রভৃতি
দেখিয়া সবার উপজিল ভীতি,
"প্রায়শ্চিত্ত করাটাই রীতি,
—ব্যবস্থা কর আজই !"
পদি পিসি খোলে পাঁজি !

মকদ্দমায় পড়েছে বিপিন রায় ;
পদি পিসি বলে, "হায়
উকীল-টুকিলে হবে না কিছুই
নিরামিষ খেয়ে থাকো দিন দুই
কবচটা পর ! তুমি হিন্দুই
তোমারে বল কে পায়"
পদি পিসি দিল রায় !

বসন্ত রোগ হল যবে চারিদিকে
নিজে নিল পিসি টিকে
অথচ মাথাটি নাড়ি ঘন ঘন
কহিল, "পাড়ার সকলে শোন
শীতলা পূজার কর আয়োজন
বুঝি না ও টিকে-ফিকে !"
নিজে নিল পিসি টিকে !

মারা গেল যবে রাধু ঘোষালের নাতি,
ফুলায়ে মস্ত ছাতি
পদি পিসি কন—"জান্‌তাম, আরে
বারণও করেছি ছেলেটার মা'রে
জোলাপ কখনও খায় গুরুবারে !
—ডাক্তারী, না এ হাতী !"
কহিল ফুলায়ে ছাতি !

দেখনি বন্ধু, আজো তুমি পিসিটিকে ?
দেখ তবে ওই দিকে !
আরে যা' হেসেই হলে দেখি খুন,
ওই পদি পিসি, পরি পাঁৎলুন !
ওরি এত কথা, ওরি এত গুণ
ওরি জোরে আছি টিকে
দেখে রাখ পিসিটিকে !

লেখা পড়া জানা ভারি নাকি পণ্ডিত ও !
ডিগ্রীতে মণ্ডিত !
টিকি ঢাকা আছে টুপিতে সোলার

কণ্ঠি ঢাকিয়া রেখেছে 'কলার'
যায় নাকো দেখা জামার তলার
চাবি-বাঁধা উপবীত !
ভারি নাকি পণ্ডিত ও !

লেখা পড়া জানা মস্ত ও বিদ্বান—
চুলভরা দুটি কান !
হেসোনা বন্ধু, চেয়ে দেখ ফের
পুংলিঙ্গই পিসিমা মোদের !
নস্য টানিছে হাঁড়ল নাকের
কিবা মরি-বাঁচি টান ;"
চুল-ভরা দুটি কান !

পিসি আমাদের নানাবেশে দেন দেখা
কভু সোজা, কভু বেঁকা !
নানাবেশে তার চির অভিসার
কখনও কেরানী, কভু অফিসার
কভু ডাক্তার, কভু প্রফেসার
কভু পাজি, কভু ন্যাকা !
নানারূপে দেন দেখা।

ওরে ও বাঙালী

ওরে ও বাঙালী, ওরে ও কাঙালী ওরে ওরে ভিক্ষুক,
পরের দুয়ারে হস্ত পাতিয়া আজো কি রে পাস্ সুখ !
কেরানীর জাতি বলি মারে লাথি উপহাস করে সবে
মানুষের মত যোগ দিবি কবে জীবনের উৎসবে !
সত্যিকারের মানুষ হায় রে সত্যি কি নাই দেশে
মনুষ্যত্ব বিকায়ে সবাই চাক্‌রিই চায় শেষে !
হায় রে কপাল হায়,
চাক্‌রি না পেলে বাঙালী-জীবন শুকায়ে মরিয়া যায় !

উৎসাহ, মান, প্রিয়া, সন্তান, স্বাস্থ্য, বুদ্ধি, বল,
বাঙালীর হায় সবার মূলেতে চাক্‌রিই সম্বল !
কাউন্‌সিলেতে, করপোরেশানে, রাজদরবারে হায়,
বাঙালীর ছেলে দু'হাত পাতিয়া চাক্‌রি কেবল চায়।
প্রেমের তাগিদে বলেছিল মীরা, "চাকর রাখ গো মোরে"
পেটের তাগিদে বাঙালী-চাকর বেড়ায় চরণ ধরে' !
হায় রে কপাল হায়,
চাক্‌রি না পেলে বাঙালী-জীবন শুকায়ে মরিয়া যায়।

চাক্‌রি পাইবে বলিয়া তাহার পরীক্ষা পাস করা,
ডিগ্রী জুড়িয়া নামের শেষেতে গর্ব্বে তুলিয়া ধরা !
কিন্তু অধুনা ডিগ্রী হলেই চাক্‌রি মেলে না, মিতা,
সুতরাং বুলি ধরেছে বাঙালী লেখাপড়া শেখা বৃথা !

লেখাপড়া শেখা বৃথা ওরে তোর, কেরানী না হলি যদি,
প্রবন্ধে লেখে বাঙালী-লেখনী এই কথা নিরবধি !
হায় রে কপাল হায়,
চাকৃরি না পেলে বাঙালী জীবন শুকায়ে মরিয়া যায় !

মাড়োয়ারী হল বড়লোক নাকি করিয়া দোকানদারি,
মাড়োয়ারী-মোহ বাঙালী-মনেতে প্রভাব করেছে জারি !
লেখাপড়া শিখে লাভ নাই কিছু, দোকান খুলিয়া বোস্,
কিন্তু হায় রে ক্যাপিটাল কই এযে মহা আফশোষ।
অগত্যা শেষে বাঙালী-বালক পিসা বা মেসোকে ধরে
চাকৃরি চেষ্টা করিয়া বেড়ায় প্রতি আপিসের দোরে !
হায় রে কপাল হায়
চাকৃরি না পেলে বাঙালী-জীবন শুকায়ে মরিয়া যায় !

মানুষ হওয়া যে আগে দরকার, বাঙালী ভুলেছে তা' কি !
সত্যিকারের মানুষ হলেই কতটুকু থাকে বাকী।
মনুষ্যত্ব বিকশিত হলে বোঝা যায় নিমেষেই
জীবন ধারণ করিবার তরে বেশী প্রয়োজন নেই।
অন্ন যা' কিছু আছে প্রয়োজন, মানুষ হলে তা' মেলে
আপিসে দোকানে স্বদেশে বিদেশে ঘরেতে কিম্বা জেলে,
মানুষ হওয়া যে চাই,
মানুষ না হলে সহজ-সরল নাহি কোন পন্থাই।

মানুষ হবার সাধনা কোথায় ? কই চরিত্র বল ?
জীবন-পথের কোথা ওরে তোর সেই সেরা সম্বল ?
নির্ভীক প্রাণ, শিক্ষিত মন—কই সে কর্ম্ম-বীর ?
এ যে দেখি শুধু চাকৃরি-লোলুপ ভিখারীর যত ভীড়।

ভিখারী কখনও পায় কি শ্রদ্ধা ? কে দেবে তাহারে মান,
যে জন নিজেরে জীবনে কখনও করিল না সম্মান।
মানুষ হওয়া যে চাই,
মানুষ না হলে সহজ-সরল নাহি কোন পন্থাই।

নেপোলিয়নের কীর্ত্তি পড় নি ? বুকার ওয়াশিংটন
ফোর্ড, এডিসন, গান্ধি, প্রতাপ, যতীন্দ্র, নেলসন্
আরো কত আছে—ভেবে দেখ তোরা জীবনে ইহারা সবে
মানুষ হবার সাধনা করিয়া ধন্য হয়েছে তবে।
মানুষের কাছে বিঘ্ন বা বাধা কিছু দুস্তর নয়,
বীর্য্যবন্ত রামচন্দ্র কি করেনি সাগর জয় ?
মানুষ হওয়া যে চাই,
মানুষ না হলে সহজ-সরল নাহি কোন পন্থাই।

চাক্‌রির লোভ ছাড়রে বাঙালী, চাক্‌রির মোহ ভোল,
কুসুমের মত জগতের মাঝে নিজেকে ফুটায়ে তোল।
ফুল তো কাহারো চাক্‌রি করে না, পাখী তো কেরানী নয়
অথচ তাহারা কোন্ সুধারসে চির আনন্দময় ?
আকাশ হইতে আলোর বারতা মরমে তাদের পশে,
সার্থক তারা প্রকৃতির কোলে ধরণীর প্রাণরসে।
মানুষ হওয়া যে চাই,
মানুষ না হলে সহজ-সরল নাহি কোন পন্থাই।

মুগ্ধ হইলাম,
কহিলাম,
ধন্য কবিবর,
এতকাল অন্তর-বিবর
ছিল অন্ধকারে।

আলোকিত তুমি তারে
করেছ আজিকে
কবিতাটি লিখে।
কি করিতে পারি, বন্ধু, কহ প্রতিদানে ?”
চাহি মোর পানে
কহে কবি তুলি কণ্ঠ ক্ষীণ
“স্যর, I mean,
সার্থক কবিতা মোর, চিত্ত তব করিয়াছে জয়,
কিন্তু স্যর পাইলে অভয়
মনের কথাটি মোর কহি অকপটে।
কবিতা লিখেছি বটে
কিন্তু অন্তরে
যে কথাটি গুমরিয়া মরে
নিত্য রহি রহি
অভয় দেন ত যদি কহি ;
I mean,
চাকরি একটি দয়া ক'রে জুটাইয়া দিন”

প্রেম-পত্র

প্রিয়ে,

উচ্ছৃঙ্খল অন্তরের উত্তুঙ্গ উৎসাহ
(নির্য্যাস যেন রে হায় করঞ্জ ফুলের !)
উচ্চকণ্ঠে উল্লম্ফিয়া কহে, “কি প্রদাহ।”
মর্ম্ম মার্গে স্পর্শ-সুখ কবোষ্ণ চুলের।

রুদ্ধ যে আবেগ-ভরে টিট্টিভ সুন্দরী
পক্ষ-কণ্ডূয়ন করে বিম্ব চঞ্চুঘাতে,
যে-অশ্ব ভ্রমরসম উঠে গো গুঞ্জরি'
অশ্বিনী-স্বপন-মুগ্ধ,—বন্দী মন্দুরাতে!

উত্তপ্ত যে নিষ্ঠাভরে উদ্ধত 'কাইজার'
মহাযুদ্ধে অবতরি' বিনষ্ট হৈল,
বৈষ্ণবের মনোব্যথা (বৈষ্ণবী নাই যার!)
অকথ্য যে কষ্ট সহি তিল দেয় তৈল।

নভ-পুষ্প-বাচ্য সব? উদ্বেলিত প্রাণ
ধাক্কা মারে পঞ্জরের প্রতিটি অস্থিতে।
কহে মোরে, "উত্তিষ্ঠত, করহ উত্থান,
ঝেড়ে ওঠ! নাহি দিব রহিতে স্বস্তিতে।"

অচিরাৎ ফাউণ্টেন করি আস্ফালিত
অভীপ্সা-বুদ্বুদে করি কাগজে স্থাপন
রন্দা মারি' পণ্ড-পুষ্প কর বিস্ফারিত,
কর কর হৃৎপিণ্ড-ব্রত উদ্‌যাপন!'

উদ্বোধিত চিত্তে তাই উদ্দাম উদ্দেশে
উত্তোলন করিয়াছি 'পার্কার' সম্ভ্রমে,
এরোপ্লেন ঘর্ঘরিয়া—ওড়ে যথা শেষে
অম্বর করিয়া লক্ষ্য প্রত্যহ দম্‌দমে!

উদাসী বসিয়া আছি আন্দোলিয়া পায়;
মস্তিষ্কে উদ্বৃত্ত নাহি কিঞ্চিৎ বল, ধী।

উদিবে না চিত্তে মোর আজি কাব্য-ভানু
উত্তরিয়া অন্তরের উত্তাল জলধি ?

উত্তেজনা, উদ্দীপনা, উল্লাস, উদ্বেগ,
উচ্চারিছে সমস্বরে, "কিচ্ছু শুনব না"
সামান্য দর্দ্দুর ক্ষিপ্ত ঈক্ষণিয়া মেঘ !
উন্মাদ অর্ব্বুদ-সুরে গর্জ্জিছে উন্মনা।

ইরম্মদে মহানন্দে আয়ত্ত করিয়া
সঙ্গীত-গমক সাথে নিষ্পেষিত করি'
উদ্‌ভ্রান্ত উৎকণ্ঠা-খানি শব্দে সম্বরিয়া
দিব রে সম্ভব হলে 'এনভেলাপে' ভরি।

উদ্ব্যস্ত উৎক্ষিপ্ত চিত্ত গর্জ্জিছে—গুড়ুম্,
সমস্ত সত্তারে চাহে করিতে উৎখাত,
মূর্ত্তি পরিগ্রহ কর শব্দ-কল্প-দ্রুম !
ঈপ্সা দহে, শব্দ নাই অসহ্য উৎপাত।

উচ্ছিষ্ট উপমা লয়ে করিব উচ্ছ্বাস।
কোন দিন সেই সখ বান্দার নাহি তা'—
অথচ করিব কাব্য তাও তো উচ্চাশ !
চার্ব্বাকীয় চরিত্রের চলিষ্ণু চাহিদা !

উড্ডীন গগনে তাই চিত্ত উৎক্রোশ
বিন্দুবৎ প্রতিভাত বিস্তার সিন্ধুর,
বিরহ-মার্জ্জার কহে, "হায় কি আফ্‌শোষ
পিতৃগৃহে অবস্থিছে ঈপ্সিত ইন্দুর।"

বিরংসা-ভুজঙ্গী করে দংষ্ট্রা-প্রদর্শন,
আত্মা-পৃথ্বী কম্পমান ভূমিকম্প ভরে।
চিদাকাশে পুঞ্জীভূত উষ্মা-প্রভঞ্জন
পুষ্যা-চিত্রা-স্বাতী-জ্যেষ্ঠা অবলুপ্ত করে।

সমস্ত সলিলে কিন্তু হবে রূপান্তর
—মৎকুণ-যন্ত্রণা হবে নিঃশেষ প্রভাতে,
নিতান্ত নির্জ্জন যেন এ চিত্ত-প্রান্তর
মাতাল পতঙ্গ বৃন্দ গুঞ্জরিছে তাতে।

ইচ্ছা করে সে প্রান্তরে কাব্য-'মনুমেণ্ট'
প্রতিষ্ঠিব শাক্তমতে করি নিষ্ঠাচার,
বক্তৃতা করিয়া হব রক্তারক্তি, 'কেণ্ট'!
—ত্যক্ত করে তিক্ত যত ভাক্ত শিষ্টাচার!

তিতিক্ষার শিক্ষা নাই ; ভিক্ষাও সঙ্কট,
দীক্ষা-গুরু পিতৃগৃহে! ইন্দ্রিয়-বল্মীক
বাল্মীকি করিল মোরে উদগ্র উৎকট
তৃষ্ণায় বক্ষের তক্ষ কহে—ধিক্ ধিক্!

প্রাক্তন মঞ্জুষা-স্থিত মুক্তা বা পান্নার
খরিদ্দার নহি আমি ;—বুভুক্ষায় মরি!
দস্ত কড়মড়ি তাই দুর্দ্দম কান্নার
অশ্রুধারে রাজবর্ত্ম পিচ্ছিল যে করি।

পরিষ্কার বুঝিতেছি নিষ্কাম গীতার
পরিচ্ছন্ন তত্ত্বে মোর নাহি কিচ্ছু দাবী।

রাত্রিকালে দুগ্ধ চাহি সন্ধান কি তার
প্রদানিবে কুত্র আছে দুগ্ধবতী গাভী ?

শঙ্খ বাজে,—কম্ব ওড়ে সন্ধ্যার অম্বরে
উজ্জ্বল বৃশ্চিক-দৃশ্য নির্দ্দিষ্ট দ্রেক্কাণে
শকট-চক্রেতে ওঠে ক্রন্দন কম্বরে,
ভয়ঙ্করী দুর্বাসনা কচ্ছ ধরি টানে !

যুক্তি-মুষ্টি-বৃষ্টি করি' রক্ষিব আত্মায় !
গোল্লায় যাব না আছি সংযম-কেল্লাতে ।
মুগ্ধ মোল্লা আল্লা-নাম স্মরিছে রাস্তায়
পাল্লা দিয়া ঝিল্লিকুল লেগেছে চেল্লাতে ।

খৈয়াম হাক্সলি রবি লরেন্সের সাথে
সহজিয়া তত্ত্ব-রস জ্ঞান-পাত্রে টানি
(ব্র্যাণ্ডি সহযোগে খেলে ক্ষতি কিবা তাতে ?)
বেদনার অন্ত নহে বেদান্তের বাণী !

চিন্তা করি' চক্ষু-পক্ষ্ম হয় যে সজল,
অথচ চিন্তারে নারি করিতে বর্জ্জন !
ভাবি কোন গণ্ডারেরা ফুৎকারে গজল ?
কামনারে কে করায় কামান-গর্জ্জন ?

বৃদ্ধ নহি, রিক্ত নহি, রেস্ত আছে কিছু,
অকস্মাৎ মনশ্চক্ষু করিছে ক্রন্দন ।
মদমত্ত হস্তী যেন শুণ্ড করি' নীচু
সাশ্রু-নেত্রে ঈক্ষণিছে শৃঙ্খল-বন্ধন ।

মস্তক ঘর্ঘর ঘোরে !—মর্ম্ম-ঝুম্ঝুমি
গর্জ্জমান শব্দে কহে, এই তো নিয়ম !
উচ্চারিছে চিকিৎসক—"শান্তি পাবে তুমি
তুধ বৎস, সাল্ফ অব ম্যাগনেসিয়ম !"

ডাকের সময় হ'ল ! তূর্ণ করি শেষ,
অন্যথায় পত্র-প্রাপ্তি অসম্ভব হবে,
অতীতে মিলন-ঘণ্টা বেজেছিল বেশ
বর্ত্তমান প্রদর্শিছে অঙ্গুষ্ঠ নীরবে !

অস্বচ্ছন্দালাপ

এই রাতে ঠাণ্ডায় ওই রোগা স্বাস্থ্যে
একফালি চাঁদ ওঠে আহা কত আস্তে !
যক্ষ্মাই হয়েছিল লেখা আছে শাস্ত্রে
'নাইট-ডিউটি' তবু ঘুচিল না হায় রে !
অথচ সূর্য্য দেখ গোলগাল চেহারা
সন্ধ্যা-বেলায় রোজ ঘরে ফিরে যায় রে ।

*   *   *

'অগস্ত্য' আছে দক্ষিণে আর 'ধ্রুবতারা' আছে উত্তরে
কেউ কি কাহারো খুঁত ধরে ?
যুগ-যুগান্ত বসিয়াই আছে ঠায় !
'সপ্তর্ষি' যে 'কাশ্যপা'কে 'ফলো'ই করিছে দিন-রাতই
ফাটিছে তাহাতে কার ছাতি ?
মোটেই তো কেহ গ্রাহ্য করে না হায় !

*   *   *

"এর নাম অবিচার
এবং কারণ তাঁর
আকাশেতে 'ডেমোক্র্যাসি' নাই"
কহিল সমস্বরে মাধাই জগাই* !
"থাকিত যদ্যপি সেথা কোন 'বলশেভিক'
নিশ্চয় এ গোলযোগ হ'য়ে যেত ঠিক।
চক্‌চকে তারাগুলি
কারো মুখে নাই বুলি
সব যেন সং !"

* * *

"এবং"
কহিলেন চামচিকা করি' কির্চমিচ
বুদ্ধি নিলে মানুষের
হইত উন্নতি ঢের !
ছায়াপথে এতদিন ঢালা হত 'পিচ' !"

* * *

আকাশ-সমস্যা লয়ে চিন্তা করি আকাশ-পাতাল ;
অথচ তো হইনি মাতাল !

* *

চুলগুলি চুলকায়
ত্বক্‌ সে তকমা চায়
পিঠ শুনে পিট পিট চায় রে !
হিয়া যেন টিয়া পাখী
কপচায় থাকি' থাকি'
মানে তার নাহি বোঝা যায় রে।
পরিয়া সবুজ শাটি

হাঁটু করে হাঁটাহাঁটি
বুকের উপরে মোর হায় রে!
ফুস্ ফুস্ তাই দেখে হসতি!
সহসা কি হল ভাই,
কাঁধে নাই মাথাটাই
মাথা করে মাতামাতি পকেটে!
নাসিকা কাসিছে খালি!
কান দেয় করতালি
'লিভার'টি দোল খায় লকেটে
না বলিয়া কোন কিছু
আঁখি কার পিছু পিছু
চলে গেছে খালি রেখা 'সকেটে'!
চড়ুই করিছে সেথা বসতি!

শকুনি

বসে' আছে যত লুব্ধ শকুনি
ভাগাড়ে কখন পড়িবে মড়া;
কৃষক বসিয়া চাহিছে আশায়
নদীতে কখন পড়িবে চড়া।
নদীর পাঁজর বাহির হইবে পড়িবে পলি,
উঠিবে চাষার অনেক আশার ফসল ফলি'!
ভাবিছে রাঁধুনি কাঁচা কাঠগুলা উঠিলে জ্বলি,'
পেঁয়াজকলি
কুটিয়া ভাজিবে পেঁয়াজি বড়া!

বসে আছে যত ক্ষুব্ধ শকুনি
ভাগাড়ে কখন পড়িবে মড়া !

ভাবে ডাক্তার অসুখে মানুষ পড়িবে কবে
উকিল ভাবিছে কাছারির বেলা কখন হবে
অলি কি আসিবে ফুলেরা ভাবিছে মাটির টবে ;
গণিকা সবে
ভাবিছে কখন নড়িবে কড়া।
উড়িয়া উড়িয়া ভাবিছে শকুনি
ভাগাড়ে কখন পড়িবে মড়া ?

রঙে ও ঢঙেতে ঢলিয়া পড়িছে প্রবীণা বুড়ী,
মদের দোকানে গান্ধির ছবি টাঙায় শুঁড়ি,
আধ-পেটা খেয়ে দিন কাটে যার চিবায়ে মুড়ি।
—মুড়ি ও গুড়ই,—
চক্‌চকে তার চূড়া ও ধড়া !
মুখে মৃদুহাসি ভাবিছে শকুনি
ভাগাড়ে কখন পড়িবে মড়া।

ভুলাতে পাঠক, লেখক বসিয়া লিখিছে যা'তা',
স্নেহ-ক্ষুধাতুর জননী চিবায় ছেলের মাথা,
দয়ালু জনের ভিজাইতে হায় নয়ন-পাতা
—চাঁদার খাতা
ভিখারী আসিয়া কাটিছে ছড়া !
কাঁদিয়া কাঁদিয়া ভাবিছে শকুনি
ভাগাড়ে কখন পড়িবে মড়া !

হাসে বড়বাবু হেরি কেরানীর প্রতিভা-জ্যোতি,
আপিসে কলম না পিষে তাহার কোথায় গতি !

ঘরে ও বাহিরে কুমারী খুঁজিছে আবেগে অতি
শাঁসালো পতি,
শাঁস দেখে চাই প্রেমেতে পড়া !
কটাক্ষ হানি' ভাবিছে শকুনি
ভাগাড়ে কখন পড়িবে মড়া !

অন্যায় যাহা স্বপক্ষে তারি লড়িছে বীর,
'শোণিতের স্রোতে ভেসে গেল কত উচ্চশির !
কত অর্জ্জুনে ভুলাইল কত উর্ব্বশীর
নয়ন নীর
হইল শেষটা গহনা গড়া !
ছন্দে ও গীতে গাহিছে শকুনি
ভাগাড়ে কখন পড়িবে মড়া।

দর্জ্জির মত বসে আছে কবি কাব্য-কলে,
ফরমাস-মত কবিতা ফতুয়া বানায়ে চলে !
শিল্পীর সেরা ভিড়েছে কুম্ভকারের দলে,
আর্টের ছলে
মূর্ত্তি ফেলিয়া গড়িছে ঘড়া !
গুমরি' গুমরি' ভাবিছে শকুনি
ভাগাড়ে কখন পড়িবে মড়া।

পাণ্ডা পুরুৎ কাটিয়া তিলক রেখেছে টিকি ;
সিনেমা দেখায় যুবক, যুবতী, 'মাউস্ মিকি'
দালাল বলিছে, 'বলুন না স্যার আনিব কি কি'
—পাই না, ঠিকই !

এক সাথে সব টনকনড়া !
ঝরিতেছে লালা—ভাবিছে শকুনি
ভাগাড়ে কখন পড়িবে মড়া।
মহাজন বসে' স্থদের হিসাব কষিছে রোজ ;
গুরুদেব কন, 'ভগবান পাবি চোখটা বোজ'
ইয়ার বলিছে, 'চিৎপুরে আজ জমিবে ভোজ,
নে 'অটো রোজ'
ফুলের মালাটা গলাতে জড়া।'
উদ্‌গ্রীব হয়ে' রয়েছে শকুনি
ভাগাড়ে কখন পড়িবে মড়া।

হস্ত-লিখন বিচার করিছে গণৎকার'
টং টং টং উঠিছে টাকার টনৎকার,
সমরাঙ্গণে বাজিছে অসির ঝনৎকার
চমৎকার !
সবারই গলায় ফাঁসীর দড়া !
অট্ট হাসিয়া কহে মহাকাল
সবাই শকুনি সবাই মড়া।

তোমারেও নমি হে শঙ্করি।

১

গ্রীষ্ম-বর্ষা-হেমন্তশীতে
সকল ঋতুতে, সকল কালে,
নিত্য যাঁহারে প্রণাম করি গো
কৃত-কৃতার্থ-আনত ভালে,

দিবসে নিশীথে যাঁহার স্বপ্ন
তন্ময় চিতে নিত্য হেরি,'
ওঠে জয়গান জগৎ জুড়িয়া
যাঁহার দীপ্ত মূরতি ঘেরি',

যাঁহার পূজায় কত বলিদান,
কত না আরতি, মন্ত্র কত,
কত ঋত্বিক, কত পুরোহিত,
কত আয়োজন লক্ষ শত,

আকার তাঁহার যেমনই হউক
নানাভাবে করি টাকারই পূজা,
হোক্ না তাঁহার যেমন চেহারা
বংশীবদন বা দশ-ভুজা।

অয়ি মৃন্ময়ী, অতসীবরণী,
ভিখারী ঘরণী শিবানী অয়ি ;
রূপার তলায় চাপা পড়ে' গেছ,
তোমার পূজার মন্ত্র কই।

টাকার পূজায় মত্ত সবাই
তোমারি পূজাও টাকার পূজা,
লক্ষ্য নহ গো উপলক্ষ্যই,
ওগো মৃন্ময়ি, হে দশভূজা।

২

সুদখোর ওই হারু পোদ্দার,
বাড়ীতে তাহার পূজার ধুম,

কাড়া ও নাকড়া ঢাকের জ্বালায়
পাড়ার লোকের নাহিক ঘুম !

তাহার নিকট কর্জ্জ করিয়া
পূজার বাজার করেছি সব
অর্থ নইলে জমে কি জননী,
তোমার পূজার এ-উৎসব ?

অর্থ পুড়িছে আতস বাজীতে
আলোকমালায় জ্বলিছে টাকা
ঘণ্টার রবে টাকাই বাজিছে
প্রণাম না করে' যায় কি থাকা ?

বড় সাহেবেরে সেলাম বাজাই,
রাজারাজড়ায় প্রণাম করি
হারুর বাড়ীতে তেমনি জননী
তোমারেও নমি হে শঙ্করি।

অর্থাৎ কিনা হারুকেই নমি,
কারণ তাহার টাকা যে আছে,
দুর্গা কৃষ্ণ যাই সে পূজিবে
আমরা নমিব তাহারই কাছে !

বিদ্রোহ

সামান্য পয়সা-লোভে আধুনিকতম বেশে
হস্তে বহি কাগজ-নিশান,
অর্ব্বাচীন শিশু দল আর্ত্তনাদ করে পথে পথে
পথিকের ঝালা-পালা কান !

চীৎকার করিছে হায় ভাড়া-করা শিশু ক'টি শুধু
চক্ষে দৃষ্টি ত্রস্ত শশকের,
জীর্ণ অঙ্গে মলিনতা শীর্ণ মুখে লোলুপতা মাখা
ক্ষীণ-প্রাণ ক্ষুদ্র মশকের !

একটি চপেটাঘাতে স্তব্ধ হয় বাণী যাহাদের
তারা আজ বাণী-বার্ত্তাবহ !
হাঁচিলে কাসিলে জোরে শিবনেত্র হয় যাহাদের,
তারা কহে, "ভয় কিবা কহ" !

পুরান হুঁকার জল শ্যামপেনের করে অভিনয় !
ছেলে চাহে হইতে গোক্ষুর,
আজও হায় দাঁড়কাক ময়ুরের দেখিছে স্বপন !
ক্লান্তি নাই কল্পনা চক্ষুর !

দলে দলে সারি সারি মাতিয়াছে দেশ-প্রেমে সব
আত্মহারা, যতেক উৎসবী,
"বিদ্রোহ বাঁচিয়া থাক"—চীৎকারিছে ভীতকণ্ঠে হায়
শিশু যত লজেঞ্চুস্-লোভী !

শুনিতেছি জয় জয়—জয় রবে গগন মুখর
জয়নাদে সার্থক জীবন,
অনেক বৎসর ধরি রাখিয়াছি টিঁকাইয়া মোরা
ছিন্ন-কন্থা করিয়া সীবন !
সেই ছিন্ন কন্থা দিয়া আবরি রেখেছি হায় আজও
শব-দেহ—জীবিত সে নয় !
"বল হরি হরি বোল"—প্রাণ ধরে পারিনা বলিতে
আর্ত্তকণ্ঠে করি জয় জয় ।

চন্দ্র-চকোরম্

চাঁদেরে ডাকিয়া কহিল চকোর,
"আর কত কাল দূরেতে রবে,
কত পূর্ণিমা আসিল ও গেল,
স্বপ্ন কবে গো সফল হবে !

সুদূর ধরার ক্ষুদ্র বিহগী
কেন তার মনে দিয়েছ হানা ?
উড়ে যেতে চাই কিছু দূর গিয়া
ক্লান্ত হইয়া পড়ে যে ডানা ।

জ্যোৎস্না-সাগরে যাই যে ডুবিয়া
আলোক পাথারে হারাই দিশা,
আর কত দূরে আছ বল তুমি
আর কত কাল বহিব তৃষা ?"

চকোরে থামায়ে কহিল চন্দ্র,
"বকর বকর কোরো না মিছে,
এক আধটি নয়, সাতাশ পত্নী
অহরহ আছে আমার পিছে !"

মুচকি হাসিয়া কহিল চকোর
"একটি পত্নী থাকিলে পরে
হয়তো আসিতে সাহস হ'ত না
দ্বিধা সংশয়-সরম ভরে।

সাতাশ পত্নী আছে বলিয়াই
এসেছি আমি যে নূতন সাকী
সাতাশের পরে আটাশের পালা
ও গো, কলঙ্কি, জান না তা কি ?"

"আরে চুপ চুপ শুনিতে পাবে যে"
কহিল তখন হাসিয়া শশী
তার পর যাহা ঘটিল তা লিখে
বৃথা করিব না নষ্ট মসী।

কেন

১

টুস্‌কি বাজায়ে শুনি ধনুকের টঙ্কার,
তব্‌লা বলিয়া ভাবি টেবিলের কাঠকে,
লাগ্‌বঙাবঙে শুনি সেতারের ঝঙ্কার,
খাদ্যের চেয়ে কেন ভালবাসি চাট্‌কে,

২

লেখনীকে কেন হায় মনে করি বন্দুক,
গোলাগুলি কেন ভাবি আছে সব ওষ্ঠে,
বস্তিবালাকে ডেকে বলি 'তোর কোন্ দুখ ?
দয়া করে এসে বোস্ পরাণ-প্রকোষ্ঠে' !

৩

লম্বা হাত পা কেন আঁকাবাঁকা আঙ্গুল,
কান-ঢাকা বুক-খোলা কেন যত চিত্র
লেজ নাই তবু মোরা কেন নাড়ি আঙ্গুল,
যাবতীয় সেন, সোম, শর্ম্মা ও মিত্র

৪

পিলে রোগা প্রেয়সীর বিবর্ণ অঙ্গের
মলিন শাড়িতে হেরি শ্যাম্পেন্ বর্ণ
এবং মাতাল হই ! মনে হয় বঙ্গের
অঙ্গনে মূর্ত্ত বা ইব্‌সেনি স্বপ্ন !

৫

সুখী হই কেন ভেবে শালিকের চীৎকারে
শঙ্কিত সিংহেরা আছে নত মস্তে,
স্বয়ং ঐরাবৎ পলায়েছে ধিক্কারে,
কম্পিত শ্রীগরুড় আছে জোড় হস্তে !

৬

বিজ্ঞান, আর্টের যত বুলি বিশ্বের
মুখস্থ কেন করি টাটকা ও সদ্য
পেটেতে অন্ন নাই তবু কেন নিঃস্বের
ঋণ করে চাই রোজ পান করা মদ্য !

৭

হেসো নাকো মানে আছে এ জবরদস্তির
কেন যে কবিতা লিখি না মানিয়া ছন্দ
কেন মোরা দল বেঁধে হইয়াছি অস্থির
গোবরের মাঝে পেতে গোলাপের গন্ধ

৮

এক ঘেয়ে জীবনের এ নরককুণ্ডেই
হে বন্ধু, মাঝে মাঝে চাই বৈচিত্র্য ;
চরণ উর্দ্ধে তুলি' নীচু করি মুণ্ডেই
ঘোষালকে মাঝে মাঝে ভাবি তাই মিত্র।

বিরক্তিকর ব্যাপার

মনের মানুষ মনেতে থাক্,
বাহিরে তাহার বৃথাই খোঁজ,
নাগাল তাহার পাইলে হায়
দেখিবি হয়তো চ্যাপ্টা nose !
দেখিবি মানস-প্রতিমা, তার
রক্ত-মাংস-অস্থি-সার !
খোড়বড়ি খাড়া উচ্ছে পুঁই,
ঘুরিয়া ফিরিয়া বারম্বার !
বাহিরে তাহারে চাস্ না আর,
তাহারে চাস্ তো নয়ন বোজ !

দাঁত বার করে পশুটা কয়,
"রয়েছে আমার প্রচুর লোভ,
আমি তো খুঁজিব দুনিয়াময়
নাহলে আমার মেটে না ক্ষোভ !
এ কি ছোঁক্ ছোঁক্—কি নিস্‌পিস্,
ক্ষুধার জ্বালায় অহর্নিশ !
এ সাধ মিটায়ে মরিতে চাই,
হোক্ সে অমিয় হোক্ সে বিষ !
চাঁদের কিরণ, শ্যামার শিস্,
মনের সায়রে ফেলিছে টোপ !

দেবতা এবং অসুর হায়
ঝগড়া করিছে চিরটা কাল,
তবুও ফুল তো ফুটিতে চায়
চাঁছিতে চাই যে কামান গাল !
আমি যে প্রেমিক গোবর গুঁই,
হৃদয় বলতো কোথায় থুই ?
বিছানা ভরেছে ছারপোকায়,
স্বপনের আশে তাতেই শুই !
থোড়বড়ি খাড়া উচ্ছে পুঁই
সবাই আমারে করিছে হাল !

কোথায় কাহার ডাগর চোখ,
কোথায় কাহার দোতুল তুল,
অমনি হায় রে আমি না-হক্
করিয়া ফেলি যে হিসাব ভুল।
কোথায় কখন কলতলায়,
কাহার কণ্ঠ কলকলায়,
অমনি হায় রে চিত্ত মোর
মাগুরের মত খলবলায় !
নয়ন তুটিও ছলছলায়,
ছাঁটিয়া ফেলি যে ঘাড়ের চুল !"

বলিনু তাহারে, "সাম্‌লে চল ,
বড়ই তোর যে বেড়েছে বাড়,
প্রেমের পথ যে খুব পিছল,
পিছলে গেলেই খাবি আছাড় !

ভাঙিবে হাড় ও ভাঙিবে মন,
খুঁজিবি তখন অনুক্ষণ,
কোথায় 'আফিং, কোথায় লেক'
কোথা ডাক্তার—কোথায় 'ফোন'!
আমার গোপন যুক্তি শোন,
মানস প্রতিমা ট্রতিমা ছাড়!"

ভাবিলাম বুঝি এ বিদ্রূপ
শুনিয়া যা হোক থামিল চোর,
বদল হইল মুখের রূপ
ঝরিতে লাগিল নয়ন লোর!

হঠাৎ থামিল কলেজ 'বাস,'
অমনি আবার সর্ব্বনাশ,
বাহির করিয়া দন্ত সব,
দেখিনু ফেলিছে দীর্ঘশ্বাস!
ইচ্ছা করিছে একটি ঠাস্
চড়েতে তাহার ভাঙাই ঘোর!

রূপসীর প্রতি

বরবর্ণিনী অতখানি তুমি দিওনা ধরা
সম্বৃত হও, আর একটুখানি আড়ালে থাকো
তুমি নও জেনো, স্বপন তোমার পাগল করা
ওগো সুন্দরী, রহস্যলোকে নিজেরে ঢাকো।

ও বরতনুর নয়ন ভোলানো মহিমাগুলি
যখন তখন যেখানে সেখানে খোরোনা তুলি
গোপন যে কথা সরমে মরমে উঠিছে দুলি
স্পষ্ট করিয়া নাই বা বলিলে—গোপনে রাখো
স্বপন কুহেলি ছিঁড়িয়া বাহিরে এসো না ভুলি'
স্বপন ভাঙিলে গুমোর তোমার টিকিবে নাকো ॥

দুর্লভ ছিলে : তোমার পায়ের নখর হেরি
মুগ্ধ কবির লেখনী রচিত কত স্তব
কোথা সেই কবি ? আজ দেখিতেছি তোমারে ঘেরি
দালাল দোকানী খরিদ্দারের মহোৎসব।

সুলভ তোমার প্রকাশ আজিকে রূপসী, অয়ি,
সিনেমায়, নাচে, বিজ্ঞাপনেতে লাস্যময়ী
ভাবিছে পশুটা এতদিনে আমি হয়েছি জয়ী
বস্তা বস্তা রূপসী মিলিছে—সস্তা সব।
ভীড় বাড়িতেছে : মনের মানুষ মিলিল কই ?
কহ বিজয়িনি কেন শোচনীয় এ পরাভব।

অক্ষম

লেখার তাগাদা দিতে ভাই
তোমাদের কোন দ্বিধা নাই।
পোষ্টকার্ড কিম্বা খামে
নানাবিধ লেখকের নামে

ঠিক বা বেঠিক
মিষ্টিক, কমিউনিষ্টিক
রিয়াল বা আইডিয়ালিষ্টিক
যে যেখানে আছে
সকলের কাছে
এক একটি চিঠি ছাড় তাই।
আমরা যে লেখা কোথা পাই
সে কথা ভাব না একবার
মনে হয়—ওইরে আবার—
আসিছেন দশভূজা আস্ফালিয়া দশ-প্রহরণ
কি উপায়ে করা যায় শির-সম্বরণ !

তোমাদের তাগাদার চোটে ঊর্দ্ধশ্বাসে
গল-লগ্নী-কৃতবাসে
হাজির হইয়াছিনু কল্পনা মন্দিরে
হতাশা-বিধ্বস্ত-চিত্তে আসিয়াছি ফিরে।
বন্ধ কপাট সেথা—দ্বারে খাড়া দ্বারী !
শুনিলাম মুখে তাঁরই
হয়েছে বিপদ
কল্পনার শ্রীপদে শ্লীপদ
লাম্বেগো কোমরে
নাচিতে অক্ষম তিনি ভুলাইতে পাঠক-ওমরে

আমি জানি ওটা ভান।
যে তাণ্ডব-নৃত্য তিনি নাচিবারে চান
ঝটিকা-ঝঞ্ঝনা-ছন্দে, সমুদ্র-মন্থন-লাস্য ভরে
এ আসরে

সে নাচ নাচিতে মানা,
দ্রৌপদের করিয়া বাহানা
সরিয়া আছেন তাই বন্ধ করি' দ্বার
এখন খ্যামটা নাচে রুচি নাই তাঁর।

অথচ তোমরা ঝাঁকে ঝাঁকে
সিনেমা দেখার ফাঁকে ফাঁকে
ডালমুট কিনে,
অথবা ক্যান্‌টিনে
অর্দ্ধ-নগ্ন তন্বী-হস্তে চা পান করিয়া সমাপন,
অথবা সারিয়া কোন 'সোশাল ফাংসন,'
ভিখারীর ভীড় ঠেলে বাজাইয়া মোটরের হর্ণ,
এড়াইয়া মিলিটারী বাঁচাইয়া আঙুলের corn,
পার হয়ে 'কিউ',
ঝাঁকে ঝাঁকে দলে দলে—রামা শামা ইউ—
সুরসিক সিগারেট-মুখ
সাহিত্য-চর্চ্চার লাগি' রয়েছ উৎসুক।
শুয়ে বিছানায়
সুরঞ্জিত পূজা-সংখ্যা মাসিকের রঙীন পাতায়
কাহিনী গিলিতে চাও প্রেম-তুলতুলে
ঘুমে ঢুলে ঢুলে।

বুঝি অবস্থাটা।
ঘা রয়েছে দগদগে কাটা
অবিশ্রান্ত পড়িতেছে নুন
কি মজা কি মজা বলি' হাসিয়া হইতে হবে খুন

১৯

তবু তোমাদের নাকি,
উড়াইয়া পচা তাড়ি, জড়াইয়া রঙ-মাখা সাকী
হুল্লোড়ে মাতিয়া তাই থাক ভরদিন,
ক্ষুব্ধ-চিত্তে কাব্য-মরফিন
খুঁজে ফের আনাচে কানাচে
সকলের কাছে।

থাকিলে দিতাম ভাই—আপত্তি ছিল না
কিন্তু হায়, কল্পনা যে আমোল দিল না।

ভৌতিক

[শ্রীভূতনাথ ভড় একজন অতি-আধুনিক কবি। তাঁহাকে একদিন 'প্রভাতের শিশির' বিষয়ক একটি কবিতা লিখিয়া দিতে অনুরোধ করাতে নিম্নলিখিত কবিতাটি লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। সঙ্গে একটি কাগজের টুকরায় লেখা ছিল—'আপনার জন্য সুবোধ্য করিয়া লিখিলাম।' তথাপি কিন্তু আমার মাথায় কিছুই ঢুকিল না। অতি-আধুনিক-কাব্য-সমালোচক বহু ডিগ্রীধারী অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হর্ষোৎফুল্ল মাইতি মহাশয়ের শরণাপন্ন হইলাম। তিনি অনুগ্রহ করিয়া মধ্যে মধ্যে টীকা লিখিয়া দিয়াছেন। পড়িয়া যে আনন্দ লাভ করিয়াছি, তাহা একা ভোগ করিয়া সুখ হয় না, সেই জন্য আপনাদেরও আহ্বান করিতেছি—আসুন, ধন্য হউন।]

নব দূর্ব্বাদল-শীর্ষে আকম্পিত শিশির-কণিকা—
রাবীন্দ্রীয় ভাষায়, ক্ষণিকা!
আমি আধুনিক কবি,
এই ছবি

মোর চক্ষে দীপ্যমান হয় নব-রূপে
শতাব্দীর কূপে
যে কূপমণ্ডুক
আপিঙ্গল হর্ষোচ্ছ্বাসে নিজ দুঃখ সুখ
রোমন্থন লাগি
ধ্যানমগ্ন কর্কটেরে করেছে বিবাগী,
বর্ষা স্ফীত তারই অহঙ্কার
•বারম্বার
উদ্বেলিত করে বারি রুষে,
যেথা মরে ফুঁসে
(সন্ধানিয়া শঙ্খচিল-ছল)
পল্লব-আগ্রহী লক্ষ বাদুরের দল,
উৎসারিয়া ম্যমির মিনারে
(ভূর্জ্জ-মুগ্ধ তন্দ্রাচ্ছন্ন নয়ন-কিনারে)
টেরোডাকৃটাইলের অতীত-ভবিষ্য-লক্ষ্য
অধুনা-বিলুপ্ত-পক্ষ
যার বাণী
বলে, সাজো—সাজো
হে মালকোষ, এরোপ্লেনে বাজো
কমিউনিজম-ক্ষুব্ধ বাজো মধুটুসি
তন্দ্রালু পতঙ্গ-বক্ষে বাজো মহাখুশি
বাজো সব, কোন ভয় নাই
দন্ত-হীন হে দন্তুর, ফোঁপরা ফানুসে মার ঘাই'
নির্ব্বিশেষে পার যতক্ষণ
গিরগিটির পুচ্ছ-প্রান্তে ই-বোটের তোল শিহরণ।
বল তুমি বল হে বিদ্রোহী

পাংশু নিন্দা সহি
শিশিরের ক্ষুদ্র বুকে শালিকেরা হেরে বিশ্বরূপ!
সহসা নিশ্চুপ…
নিঃশেষ হইয়া আসে নাৎসীয় ধূপ
শতাব্দীর কূপ!
পর্ব্বত সমুদ্র নদী খাল বিল খানা ডোবা চর
সমস্ত ধূসর।

[টীকা: স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে, কবি এখানে শতদ্রুনদীর কথা চিন্তা করিতেছেন। নিজস্ব আধুনিক পদ্ধতিতে শতদ্রুনদীর এমন বর্ণনা অন্য কোথাও আছে বলিয়া আমার জানা নাই।]

ধূসরের আধূম্র নীলিমা
অতিক্রমি হরিদ্রাভ সীমা
আকপিশ গোলাপীর তীরে আসি থামে
বল্লরী-বল্লভ-দেহ ভিজিয়াছে ঘামে।
কহে বারে বারে
'ঘোলা জলটারে
থিতাইতে দাও'
এ বাণী যে বলেছিল নহে সে ফারাও!
চেনো তারে?
লাউৎজেরে?
জরথুস্ত্র হাসে অট্টহাসি
সে হাস্যে উচ্ছ্রিত হয় শড়া, গলা, বাসী
(আহিরমন্ ভয়ে কম্পমান)
আগ্রহ-তৎপর বজ্র করেছিল যার অবসান
চেনো তারে?
হেরিছ নীহারে!!

প্রায়-মানব, তক্ষশীলা, শব্দব্রহ্ম, সাকী হে শর্করা
(সাবেক 'পুরাণ' লয়ে আধুনিক বাজারে দর করা।)
চন্দনিত শিব-লিঙ্গে অন্ধভক্তি গন্ধ-বণিকের
নহে ক্ষণিকের
নহে আবশ্যিক
আবার ধূসর চারিদিক।

[টীকা : ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই ডিসেম্বর orville Wright একটি বাই-প্লেনে প্রথম আকাশ-যাত্রা করেন ১২ সেকেণ্ডের জন্য। এই ঘটনাটির আভাস যদিও উক্ত লাইনগুলির ফাঁকে ফাঁকে আপনারা সকলেই দেখিতে পাইতেছেন, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হয়, কবি তাঁহার অনুপম ভঙ্গিতে 'Mendelian conception of gametic differentiation'কেই ব্যঙ্গ করিয়াছেন।]

পুনরায় দেখা যায় কচি কচি আলো
(ঈষৎ পেট্রোল গন্ধী, আতপ্ত,প্যাঁচালো—)
মাইরি মোহন দ্বীপ
জিপ্ জিপ্ জিপ্ জিপ্
হাঁসের বাসর-ঘরে হাঙরের হাসি !
হরিকেলে বাস করে আসি
ইচিং—চৈনিক
জ্ঞান-মার্গী আজব সৈনিক
অতি দূর সপ্ত শতাব্দীর !
পাঞ্জাবি আন্ধির
মান-রক্ষা করে যথা জাল গেঞ্জিগুলি,
নাতি-শীতোষ্ণ পুলি
পিসীমার,
জীবন-বীমার

অন্তর্লীন আত্মা জেনো ডাক্তার তেমতি,
ডিগ্রী-ডাহুকেতে চড়ি এরা নাহি হ'লে শুভ-মতি
ঘনিষ্ঠ ঘুণেরা আসি সাঙ্গ ঝাঁপতালে
নিঃশেষ করিয়া দিত জালা-ভরা চালে,
খঞ্জ নাহি হইত খঞ্জন
কাদাখোঁচা হইত না কর্দ্দমরঞ্জন,
শফরী-নয়না কভু নাহি হ'ত গবাক্ষ প্রেয়সী
মৃত্যু-মুখী মোটরেতে বসি।
হাসিতেছে ধাঙড় মুস'র
সমস্ত ধূসর।

[টীকা: এই অংশটিকে মন্ত্র-সপ্তকে Pataeozoic বলা চলিতে পারে নিশ্চয়ই, কিন্তু মূল সংস্কৃত রামায়ণের সুন্দর কাণ্ডের সহিত তুলনা করিলে এই অংশটাই জিতিবে বলিয়া আমার বিশ্বাস। শঙ্করাচার্য্য এবং কন্‌ফ্যুসিয়সের বিখ্যাত উক্তিগুলিও এই প্রসঙ্গে স্মর্ত্তব্য]

ধূসর কুয়াশা পুন কাটে
বসি মহাকাল-খাটে
চালাইয়া ত্রিকাল-কঙ্কতী
জটা সংস্কারে মন দিয়াছেন ধূর্জ্জটি সম্প্রতি।
কঙ্কতিক-ভরা
অসংখ্য উকুন পড়ে ধরা
জেপেলিন, এরোপ্লেন কিলবিল করে ঝাঁকে ঝাঁকে
কঙ্কতিকা-দন্ত ফাঁকে ফাঁকে;
ক্ষিপ্ত মহেশ বুঝি হয় নটরাজ!
'চোখ-খেকো, নাই তোর লাজ'
উদ্যত করিয়া ঠোনা কহিল কল্পনা
'স্পর্দ্ধা তোর দেখি তো অল্প না!

ভাল ক'রে দেখ আরবার
একি কারবার !
উক্ত চিত্র উক্তভাবে সে-কালীয় কবি দেখিবেন।
তুই দেখ যেন বিগ বেন
ভাগ্নরীয় উচ্ছ্বাসেতে মধ্যরাত্রি করিছে ঘোষণা ;
সে ক্যাপিট্যালীয় ছন্দ মরম-শোষণা
প্রোলিটারিয়েট-মার্কা পুকুরের ধারে
আছাড়ি পড়িছে বারে বারে
বুর্জোয়া-ভঙ্গিমাভরে আথালি-পাথালি,
(নিষুতি নয়ন 'পরে নিদালি রাতালি)
বোকনো মাজিবার ছলে যেথা আবলুশিকা
চতুরা মূষিকা
নিত্য ফেলে কাটি ;
মর্ম্ম-পেটিকাটি ;
যে রক্ত-গোধিকা
ধরণী-শোধিকা
যে স্বর্ণ-দর্দ্দুর
স্বর্ণকার-দর্প করে চূর,
এরা তুচ্ছ যার কাছে
তুই দেখ তাহার ছোঁয়াচে
জল স্থল অন্তরীক্ষ বিশ্ব চরাচর
সমস্ত ধূসর।'

[টীকা : মহাপুরুষ-প্রসঙ্গ নাম দিয়া বিবেকানন্দ ১৫৬ পৃষ্ঠাব্যাপী যে চর্ব্বিতচর্ব্বণ করিয়াছেন, তাহা কত সংক্ষেপে কত সুন্দরভাবে এবং কত নূতনত্ব সহকারে বলা যায়, এই লাইনগুলি পড়িলেই তাহা বুঝা যাইবে। ইহা ছাড়া, কবি-মনে সাধারণ বস্তুনিচয়

sublimated হইয়া যে কি অপরূপ অদ্ভুত আকার ধারণ করে, তাহাও এই অংশটিতে দ্রষ্টব্য। Theory of Relativity, fourth dimension, pre-existence of time সমস্তই কত সহজে ব্যক্ত হইয়াছে!]

ধূসরের যবনিকা কে আবার তোলে!
পুনরায় দোলে
বিনতা-অণ্ডজ মায়া
অসমাপ্ত অরুণের কায়া
বরুণের বাষ্প-দেহে তুলিতেছে ফিজিক্স ফচলায়ে।
দেখিলে কচলায়ে
যদিও ধূসর সব
মাঝে মাঝে তবু যেন করি অনুভব
অধূসরও আছে কিছু এই ধরণীতে।
সরণীতে
শরাবখানায়
'ভিব্‌জিওর' মাঝে মাঝে হয়তো মানায়।
আমি কিন্তু কভু তারে করি না স্বীকার
মধ্যবিত্ত এ রুচি-বিকার
নহে মোর মজ্জাগত,
ক্রথনক-শঙ্কাহারী আমি জয়দ্রথ
প্রতিবাদ অনিবার্য্যের,
ফুলঝুরি-বেড়া-দেওয়া বুটিদার কারুকার্য্যের
আমি কর্ত্তা করণ কারক,
হায়েনার বুকভরা খুক কাসি আমার স্মারক।
শ্যামল ঊষর
মোর কাছে সমস্ত ধূসর।

[টীকা : মুচুকুন্দফুলের সৌরভে যাঁহারা মুগ্ধ হন, তাঁহারা এই অংশটুকুর অর্থ বুঝিতে পারিবেন না। মঙ্গলগ্রহে ইউরোফোনাস ফস্‌ফরিকা নামে এক প্রকার গন্ধগোকুল জাতীয় প্রাণীর পুচ্ছাগ্র হইতে যে অপার্থিব সৌরভ নিঃসৃত হইবার কথা, কবি তাহারই গন্ধে বিভোর হইয়া উক্ত পংক্তিগুলি রচনা করিয়াছেন। আপাতদৃষ্টিতে মনে হইতে পারে বটে যে অবচেতন লোক হইতে বহির্মুখী ঈপ্সাকে চাপিতে গিয়া এই কাণ্ড হইয়াছে। তাহা যে সত্য নয়, তাহার প্রমাণ Frost control করিয়াও কবির কল্পনা Clyde Bank-এর Ship yard-এর অবস্থা প্রাপ্ত হইল কি করিয়া? নানাবিধ হায়াসিন্‌থ ফুলের বর্ণ-গৌরবও বা এমন মুন্সিয়ানার সহিত এই অংশটির প্রতি ছত্রে প্রকট করিলেন কি করিয়া যদি ইউরোফোনাস্ গন্ধ-মদিরা তাঁহাকে বিহ্বল না করিয়া থাকে!]

ঈষন্ন্যাকা কোকিলের খানদানি ক্ষোভ-ক্লান্ত স্বর
ফ্যাকাশে ধূসর।
সে ধূসরে ব'সে আছে কাবুলিয়া মেনি
পিচুমর্দ্দ-শাখে বসি কাঁদে যাজ্ঞসেনী।
বাজায়ে রবাব
রাহু খায় চাঁদের কাবাব:
আমরুল-চাপ
রোধ করে অ্যামিবা-প্রতাপ:
কিসের আশ্বাসে
পাণ্ডবেরা হাসে!
অপরাহ্ণ গত
বৃষ্টি পরে ছোবলের মত।
সন্ধ্যা নামে
ট্রামে।
যাযাবর কাফে!

পাউডার-পাফে
সিনেমা-সখীরা হাঁচে
অলিম্পিক নাচে।
ঠারেঠোরে
পাখা ঘোরে।
মেকি বেঁকি চুড়ি পরি ঢেঁকিতে পা দিয়া
এক্সের প্রিয়া
এক্স ছাড়া সকলেরে করে আবাহন
বাঁজায়ে কাঁকন ;
ফাঁকে ফাঁকে
হুঁকা ডাকে।
কম্বুকণ্ঠ মিতা
অসীম আগ্রহে খোঁজে ফিতা
বাণীহীন বাণীকণ্ঠ লাগি,
লণ্ঠনের ফিতা নাই অন্ধকারে রয়েছে সে জাগি।
মরে হেসে ডাক-টিকিটেরা
উকিল মক্কেল করে জেরা।
ফলসাগাছের বাঁকে
ঝাঁকে ঝাঁকে
মাছের ছানারা
চেলো-যন্ত্রে বাজায় কানাড়া।
[টীকা : Xenophone স্মরণ করুন।]
নৈঋত উৎসাহভরে জম্বুক অশ্লীল হয় ,
অবিমিশ্র ভয়
হয় তিক্ত
হয় সিক্ত।

নিরঙ্কুশ নভস্থলে
শ্রেণীবদ্ধ আরসোলা সামরিকভাবে উড়ে চলে
লক্ষ লক্ষ সারে সারে
গুজব বাজারে
নারীরে করিতে জব্দ পৃথিবীর ক্ষিপ্ত পুংগণ
ছাড়িয়াছে অগণন
সুদক্ষ আরসোলা।
ব্যাঙ কোলা
শিক্ষা লভিতেছে বসি গুপ্ত কোন শিবির-ভিতরে
বাহিরিবে পরে।
অতি-সান্ত বেদান্তের অপূর্ব্ব চিন্তন!
মিল ও অমিলে চলে চুলাচুলি দ্বন্দ্ব চিরন্তন
বাসী গজকচ্ছপীয় সুরে,
হে কাশ্যপ, আছ কত দূরে!
হেনকালে রগ-প্রান্তে
বিয়াত্রিচে সহ আসি বসিলেন দান্তে।
ইতালীয় গোনাডের ঝড়ে
রগ ছিঁড়ে পড়ে।
মুখ বুজি
মনীষা-ঠেকনো গুঁজি
রুখিলাম তাহা।
তারপর দেখিলাম, আহা,
বিয়াত্রিচে-আঁখি দুটি, মাই গড, গুজরাটি-ধূসর!
সুষমা-সু-শর।
নাতিদীর্ঘ ধূসরের আমন্থর পট-ভূমিকায়
জাগে কবি

খোশামোদ-লোভী।
ডি শার্পে শোনা যায় বাস্তুঘুঘু-স্বর
'আমি আছি, ভয় নাই যাহা খুশি কর—"
দেখিলাম শেষ করি লিখা
নব দূর্ব্বাদল-শীর্ষে শুকায়েছে শিশির-কণিকা।

[টীকা : ইকনমিক্সের সহিত জুওলজির প্রকৃত সম্পর্ক কি এবং সে সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রাখিয়াও কি করিয়া আলুচাষ করা সম্ভব, তাহাই এই অংশটুকুর মূল বক্তব্য।]

জেমস জইস

নীল টুকরো জানলার জাফরি খানায়
কাশ্মীরী শাল, বাতাবি, চাবির রিং,
ফিকে হাসি মেস জানে সে জানত না
আদা কবীর আর কাদা কাদা ঘি
চলতে হবে

জাবালি ছিল এসে এবং উপরন্তু কমা
নতুন ছি ছি অ্যানাটমি সেমিকোলনের
কবে কবে চলছি নাকচ তাবৎ দুর্দ্ধর্ষ
শ্যাম্পেন চুণকাম ফিরিস্তি বালুশাই
যাচ্ছে যাচ্ছে

নবীন বাদামী পুরু কবুলতি-কশাই
রিকসা গণিকা নিরন্তর অস্থি-লোপ
চব্বিশ-ঘণ্টা ঘণ্টা চব্বিশ ওঁলটানো
ফাঁকি কিনারা ইসারা পাঁচিশ শিলিঙ
চলছে সে

তাৎক্ষণিক

(বীজ-রূপ)

সংবাদ-ক্লান্ত মানস-লোকে
বৃহদারণ্যকীয় যাজ্ঞবল্ক্যোদয়,
চাটনি·।
ঘেউ ঘেউ ঘেউ—
আ-টেরিয়র শুন।
উত্থান
(ঈজি—চেয়ার থেকে)!
ডোরা-ছিটের ফতুয়া-ঢাকা পিঠ,
নেপথ্যে জীর্ণ ক্যাম্বিস জুতো।
কানের পাশ দিয়ে
তোবড়ানো-বালতির কানা-দর্শন!
সে······
পিড়িং
চড়ুই পাখী।

ফরফর
রঙীন কাগজ।
···ঘুড়ি, ছেলেবেলা, অমূল্য পণ্ডিত,
অমূল্য উকিল, বত্রিশ টাকা, অচল টাকা,
বাজার—
কাঁচকলা, উচ্ছে, লাউ, শসা, শিম।
জ্যাঠামশায়, বহুমূত্র, ডাক্তারের ফী।
ট্রিং ট্রিং···সাইকেল,
হুড়মুড়···গরুর গাড়ি,
এক জোড়া ছুটন্ত ছোকরা ষাঁড়
হেতু পা,
ন্হাঁ ন্হাঁ ন্হাঁ।
ড্রেন-ঘেঁষা দিলদার মিঞা
বয়েত, আতর, ফাহা।
দুঃসময়,
গ্রীবা-চালনা।
(যাজ্ঞবল্ক্যীয় ঘাই !)
প্রায়-নগ্ন নারী—
ছবি, বিজ্ঞাপন, বাঁধানো, টাঙানো।
ঝেঁটা মার, ঝেঁটা মার, ঝেঁটা মার—
(যাজ্ঞবল্ক্য ডুবলেন)
পাশের বাড়ি।
দুটি ছবি
তন্বী, তম্বুরী
বিবাহের পূর্ব্বে ও পরে।
ছড় ছড় ছড় ছড়— বাচো ধাক্কা—

এক্কার সারি—
উকিল, মোক্তার, মক্কেল,
শিক্ষক, ছাত্র, কেরানী……
দৃষ্টি পরিবর্ত্তন—
কুশনের ময়লা ওয়াড়,
ধোপা, সোমবার, ক্লাব,
এইচ, জি, ওয়েল্‌স
নোম্যাড্‌স, সাম্রাজ্যবাদ, পুরোহিত,
বিজ্ঞান।
খুট্—
পিওন,
দাড়ি-নেই নিরীহ-গোছের মুসলমান।
চক্ষু-চড়কগাছকারী চিঠি!
সদলবলে জনার্দ্দন।
গৃহিণী,
রাঁধুনি,
(যাজ্ঞবল্কের পুনরুক্তি)
আদেশ।
উৎপাটিত-গাত্র ভৃত্য,
রোদের ফালি,
ক্যাম্বিসের জুতো শুকানো।
অভিনেত্রী
সবুজ ঘর,
আভ্যন্তরিক অপ্রস্তুতি,
ছি—ছি—।
কর্ণকণ্ডুতি—সহসা

আঙ্গিক আকুতি।
কনিষ্ঠার ব্যর্থ প্রয়াস,
আপেক্ষিক পরিধি-সঙ্কট।
কাঠি চাই…… ।
পাঁচ মিনিট।
শ্রীপ্রেমসুন্দর বসু,
শ্রীক্ষিতিমোহন সেন,
তাৎক্ষণিক।

(বৃক্ষ-রূপ)

বৃক্ষ-রূপ, মানে ব্যাখ্যা-রূপ
অসংস্কৃত অনাধুনিক প্রাকৃত
পাঠক-সম্প্রদায়ের জন্য।
বিদগ্ধ-সমাজে
বীজরূপই যথেষ্ট রসোদ্বেলক।
সংক্ষিপ্ত অক্ষর-বাহিত ভাব বীজ
উপ্ত হয় মস্তিষ্ক-টবে
দৃষ্টির মারফৎ।
সার যদি থাকে,
যদি থাকে হৃদয়-তাপ,
সময়-মাফিক স্বতঃই
অঙ্কুরিত, পল্লবিত, পুষ্পিত হয়
সিজন্-ফুলদল।
বৃক্ষ-ব্যাখ্যা তাদের জন্য,
যারা অমাবস্যার অন্ধকারে

পূর্ণিমা-চাঁদ-রুটি
রস-ঝোলে ডুবিয়ে খেতে পারে না
কায়দা ক'রে।
ইতি ভূমিকা।

ফরফর ক'রে উড়ছিল
খবরের কাগজের পাতাগুলো ;
সাম্প্রদায়িক রাজনীতি আর যুদ্ধ—
চর্ব্বিত-চর্ব্বণ ক'রে ক'রে
মানসিক রসনা হতস্বাদ,
দন্ত ক্লান্ত।
ঔপনিষদিক চাটনি চাটলে
যদি কোন ফল হয় এই ভেবে
ঈজি-চেয়ারে শুয়ে
বৃহদারণ্যকের গুরু-গম্ভীর আবহাওয়ায়
তা দিচ্ছিলাম যাজ্ঞবল্ক্য-ডিম্বে।
ঘেউ ঘেউ ঘেউ—গররররর
ডেকে উঠল ট্যাঁস টেরিয়ার কুকুরটা !
উঠলাম,
উঠতেই চোখে পড়ল চাকরের পিঠ
ডোরা ছিটের ফতুয়া-ঢাকা !
মানস-নয়নে দেখতে পেলাম,
নেপথ্য-বিহারী ক্যাম্বিসের
জুতো-জোড়াকে
খড়ি মাখানো হচ্ছে।

চাকরের কানের পাশ দিয়ে দেখা যাচ্ছে
তোবড়ানো বালতির কানাটা।
মনে পড়ল তাকে
যার জন্যে কানাটা তুবড়েছিল একদিন,
সে……
সে ভেসে গেল
নবাগত তরঙ্গ-তাণ্ডবে।
নাচতে নাচতে ছুটে এল
পিড়িং ক'রে চড়ুই পাখী,
ফরর করে রঙিন কাগজের টুকরো
মনে পড়ল ঘুড়ি, মনে পড়ল ছেলেবেলা,
মনে পড়ল অমূল্য পণ্ডিত ;
তারপর অমূল্য রায় উকিল
বত্রিশ টাকা দিতে হবে তাকে !
টাকা—
একটা টাকা চলে নি আজ বাজারে।
বাজার—
কাঁচকলা, উচ্ছে, লাউ, শসা, শিম।
এসব ছাড়া জ্যাঠামশায়
আর কিছু খান না
বহুমূত্র,
ডাক্তার আসে,
ফী চায়।
ট্রিং ট্রিং ট্রিং
(দৃশ্য বদলাল,
সচেতন মনের পালা এইবার)

সুড়ুৎ ক'রে বেরিয়ে গেল সাইকেল।
তারপরই
হুদ্দাড় হুড়মুড় ক'রে একটা গরুর গাড়ি,
এক জোড়া যুবক'বলীবর্দ্দ উন্মাদ হয়ে
ছুটে চলেছে।
না ছুটে উপায় নেই
অভিজ্ঞ গাড়োয়ান
পুচ্ছের পাশ দিয়ে চালিয়ে দিয়েছে
খরখরে পা
নিরুপায় নাভি-নিম্নে,
জিহ্বা তালু এবং নাসা সহযোগে
অমানুষিক শব্দ করছে
ন্‌হাঁ ন্‌হাঁ ন্‌হাঁ।
ড্রেনের ধার ঘেঁষে
ত্রস্ত হয়ে সরে দাঁড়াল
দিলদার মিঞা,
মখমলী গোল টুপি,
কালো পারসী কোট,
কেয়ারি-করা পাকা দাড়ি
আতর ফেরি করে।
চোখোচোখি হ'লেই
আদাব ক'রে
হাসিমুখে এগিয়ে আসবে এক্ষুনি,
ফাহা ক'রে আতরের নমুনা দেবে,
আওড়াবে ফারসী বয়েত
এবং শেষ পর্য্যন্ত হয়তো

কিনিয়ে ছাড়বে কিছু।
তুঃসময় যাচ্ছে,
ঘাড়টা ফিরিয়ে নিলুম।
চোখে প'ড়ে গেল
(অবচেতন মনে যাজ্ঞবল্ক্য ঘাই মারছে)
চোখে প'ড়ে গেল
অনাবৃত-দেহা
কুব্জ-ভঙ্গিনী মেয়েটিকে,
মানে মেয়ের ছবিটিকে
বিজ্ঞাপন এসেছিল,
বাঁধিয়ে টাঙিয়ে রেখেছি।
(মরিয়া যাজ্ঞবল্ক্য ফুটি ফুটি করছেন)
ঝেঁটা মার, ঝেঁটা মার, ঝেঁটা মার
পাশের বাড়ীর কর্ত্রী।
(যাজ্ঞবল্ক্য ডুব মারলেন
অচেতন মানস-পাথারের অতল থেকে
আবির্ভূর্তা হলেন সচেতন রঙ্গমঞ্চে
খড়কে-ডুরে-পরা
মৃদুহাসিনী
তন্বী একটি,
এবং তার পাশেই গহনা-গ্রস্তা
জমকালো বেনারসী-পরা
বীভৎস-কান্তি
গলদঘর্ম্মা
আর একজন।
একই ব্যক্তি—

প্রাগ-বিবাহ, বিবাহোত্তর।

ছড় ছড় ছড় ছড়

বাচো ধাক্কা—বাচো ধাক্কা—

উকিল মোক্তার মক্কেল

শিক্ষক ছাত্র কেরানী

সুস্থ অসুস্থ

রসিক বেরসিক

সকলকে বহন ক'রে ছুটে চলেছে

এক্কার সারি।

কেমন যেন শিরশিরিয়ে উঠল

পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্য্যন্ত,

দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলাম।

নিতেই

চোখে পড়ল কুশনের ওয়াড়,

ময়লা হয়েছে,

ধোপা সোমবার—

সোমবারে ক্লাবে বই ফেরত দিতে হবে

এইচ. জি. ওয়েল্‌স

নোম্যাড্‌স, সাম্রাজ্যবাদ, পুরোহিত,

বিজ্ঞান……।

খুট—

পিওন ঢুকল।

লোকটা মুসলমান,

কিন্তু ঠিক যেন হিন্দু

দাড়ি নেই,

নিরীহ চেহারা।

চিঠি দিয়ে গেল,
চিঠি পড়ে চক্ষু চড়কগাছ—
সদলবলে জনার্দ্দন আসছে পরশু,
এক সপ্তাহ থাকবে।
ফুটে উঠল মানসপটে
ক্রোধ-কুম্ভ হাস্যমুখ গৃহিণী-আলেখ্য,
পলাতক মৈথিল রাঁধুনিটাও
আবছাভাবে।
(যাজ্ঞবল্ক্য আবার উঁকি দিচ্ছেন)
চাকরকে আদেশ করলাম,
ওরে, বামুন দেখ একটা এখুনি
গাত্রোত্থান করলে বেচারী,
খড়ি-মাখানো ভিজে ক্যাম্বিসের
জুতা-জোড়াকে
রোদের ফালিটুকুতে শুকুতে দিয়ে
চ'লে গেল।
জুতো-জোড়ার পানে চেয়ে
অপ্রাসঙ্গিকভাবে মনে পড়ল
অভিনেত্রীদের—
গ্রীনরূমে।
না না, ছি ছি
আলজ্জিত হলাম মনে মনে।
হঠাৎ সুড়সুড়িয়ে উঠল কানের ভেতরটা,
ঢোকাতে চেষ্টা করলাম কড়ে আঙুল
কানের গর্ত্তে।
গর্ত্ত ছোট,

আঙুল মোটা
আকুল চিত্তে উঠলাম
কাঠির সন্ধানে

শ্রীযুক্ত প্রেমসুন্দর বসুর ব্যাখ্যা অনুসারে
লিখলাম এই কবিতা।
বলেছিলেন তিনি,
আমাদের সচেতন ও অবচেতন মনে
প্রতি মুহূর্ত্ত যে ছাপ এঁকে যায়
তার অকুণ্ঠিত যথাযথ প্রকাশই
আধুনিক কাব্যের লক্ষণ,
সাজিয়ে গুছিয়ে বলাটা সেকেলে কাণ্ড।
পাঁচ মিনিটের ছাপ আঁকলাম
এই কবিতায়!
এর নামকরণ করেছেন
শ্রদ্ধেয় ক্ষিতিমোহন সেন
তাৎক্ষণিক।

বকিতা

ক্ষমা করুন ১৯৪১ দেবী,
খিলছি বকিতা
(কবিতা লিখত সেকালে)
কে ÷ তুমি ?

ইস { কু (জল ÷ জ) } পালানো (ম × ন) নিয়ে
খেদেছি খোচ
(চোখ দেখত সেকালে)
ব্লাক জাপান ?   না,
বিস্‌মার্ক ব্রাউনও নয় !
সি [একার × মণ্ট] ক × আকার × লো ।
Log উনমন
Tan উসখুস
তা ছাড়া
$\sqrt{\text{সে – নয় – তবু – সে}}$
রোদ – ০
জ্যোৎস্না + ?
প্রদোষ × !
এবং···অথচ – রেকারিং !
মিয়ঁ, না মিয়, ’মিয় ?
যাই হোক
(আমি + তুমি)^{২}
=
আ^{২} মি^{২} + তু^{২} মি^{২} + ২ আতুমি^{২}
এর মার নেই ।
অবশ্য
(আমি × তুমি) ÷ সমাজ
অথবা
(এক্‌স – তাহারা) ÷ রাষ্ট্র
গোলমাল বাধাবে একদিন ।

কিন্তু
আকাশ-গলিতে শোনা যাচ্ছে ঘড়ঘড়ানি
এরোপ্লেন-ছ্যাকড়ার :
এল ব'লে
প্যারাশুট-মার্কা আবেগে
তাই
হে ১৯৪১ দেবী
খোচ খেদে খিলছি বকিতা !

চকোর-শিক্ষা

আকাশে আকাশে টো-টো ক'রে আজও জ্যোৎস্না করিস পান ?
ছি ছি রে চকোর-দল,
নেহাত পুরোনো সাবেক সেকেলে ধাঁচা।
যা বলছি বাপু, মন দিয়ে শোন্,
ইজ্জতটাকে বাঁচা।
জ্যোৎস্না খাবি কি ! 'লাপসি'-ভোজন করি সমাপন
কলের জলেতে আঁচা।
তারপর ছুটে চল্
সেলুনেতে ঢুকে দাড়ি-ফাড়িগুলো চাঁছা,
ল্যাজ-ফ্যাজগুলো ছাঁটা,
তার পর সেটা নাচাতে চাস তো হিসেব-মাফিক নাচা।
বুকে-পেটে-পিঠে লেবেল-টেবেল সাঁটা।

তার পর গিয়ে শিক্ষা নে
ভিক্ষা নে
দীক্ষা নে···
টানতে শেখ্, মানতে শেখ্,
শুষতে শেখ্, জুসতে শেখ্,
হাফপ্যান্ট্ প'রে নানান নামতা ঘুসতে শেখ্।
তার পর ?
কর ফরফর, নয় ফড়ফড়।
উড়তে চাস তো ডানা দুটো মুড়ে লাফিয়ে চড়—
রয়েছে 'প্লেন
ষ্টীমার ট্রেন
বাইক কার
চমৎকার
(কিনবি ? আমার রয়েছে একটা নতুন 'বুইক্'।)
উড়তে উড়তে বাট্‌নহোলের কিস্‌-মি-কুইক
মাঝে মাঝে শোঁক্
পিড়িং পিড়িং ভোঁ প্যাঁক পোঁক
বাজনা বাজা—
ওরে ও খাজা
জরদগব ভব্য হ
কাগজ পড়, 'ইজম' শেখ্, সভ্য হ।

জানেন ?

"জানেন ? আমরা সিংহ ছিলাম
মধ্য এশিয়া দেশে,
যদিও এখন আঁদাড়ে পাঁদাড়ে
ঘুরিতেছি এই বেশে
চক্ষে মোদের থাকিত আগুন,
মাথায় কেশর-তাজ,
নখরে জ্বলিত ছোরার দীপ্তি,
কণ্ঠে বাজিত বাজ।
লম্ফে লম্ফে হতাম আমরা
গিরি মরুভূমি পার,
থাবার আঘাতে মেরেছি কতই
হাতী ঘোড়া গণ্ডার।
জানি না মোদের পূর্বপুরুষ
কিসে যে ভুলিয়া গেলেন,
থাইবার পাস অতিক্রমিয়া
এ দেশে চলিয়া এলেন।
বহু শতাব্দী এই পোড়া দেশে
বাস করিবার পর
এই দশা হায় হয়েছে মোদের
কণ্ঠে ফোটে না স্বর।
ধোঁয়ার ভয়েতে পালাই এখন,
পাখার বাতাসে ডরি,

আঁধারে আড়ালে লুকাইয়া থাকি,
শিশুর চাপড়ে মরি।
এই দুর্দশা হয়েছে জানেন
জল-বাতাসের গুণে—”
কর্ণকুহরে কহিল মশক।
অবাক হইনু শুনে।

সোনাটা

অস্তিত্বের পাঁজরে লেগেছে ঘা।
নিরবলম্ব আত্মারামেরা
তবু ছাড়বে না
বাঁধা-বুলি কপচানো।

চূর্ণ আয়নার সহস্র কুচিতে
একই মুখ দেখি সহস্রায়িত হ'ল
“গেলাম, মলাম, দ্বার খোলো দ্বার খোলো”
আর্ত্ত ক্ষুধিত শাণিত গজল
আসমুদ্র-হিমাচল
গাইছে আব্রাহ্মণ মুচিতে—
কৃষ্ণ বিষ্ণু রাম শ্যাম—নিশ্চিহ্ন আরামে।
তাল কাটছে না
স্বয়ং বেতাল ডুগি বাজাচ্ছেন যদিও

মন্দ নয় এ সময় গ্রাম-নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
মশার কামড়, পচাপুকুর, ঘেঁটুবন
বন্ধকী জমি, ভাঙা হাল, মরা মন
রোগা গরুর ল্যাজ ধ'রে আউস আমনের স্বপন
মন্দ লাগবে না নেহাত।
গজলের পর কীর্ত্তন উচিত জমা।
জমলেই কিন্তু খরচ
খচ খচ
তবু জমুক—আহা, জমুক!

জমেই আছে।
চোখে ছানি, সর্ব্বাঙ্গে খোস
জরাজীর্ণ দেদো খোলস,
গায়ে আত্মসম্মানের ছেঁড়া কাঁথা,
আশে পাশে গোবর, কেলে হাঁড়ি, তোবড়ানো হাতা
ভাঙা তক্তাপোশ
নেই কি?
গ্রাম-বুড়ি বিড় বিড় করে' কি আওড়াচ্ছেও যেন!

হয়তো রূপকথা—হয়তো প্রলাপ
হয়তো অভিশাপ,
হয়তো বৈদিক মন্ত্র,
মারণ-তন্ত্র হয়তো,
কিম্বা প্রলয়ঙ্কর যন্ত্রের স্বপ্ন-ছড়া কোনও
কিম্বা.........
হয়তো.........
ফুটকি ফুটকি ফুটকি এবং ফুটকি।

তবু আসল কথা হচ্ছে—হেঁ হেঁ—
আমরা আছি এখনও ঈশ্বরেচ্ছায়।
ভালই আছি
এবং আছে কোলাকুলি, মিষ্টিমুখ
প্রণাম, আশীর্ব্বাদ,
খাম, পোষ্টকার্ড,
গদ্য পদ্য॥
দন্তসার হাসিও ফুটছে কঙ্কালদের মুখে
বাহবা কি বাহবা!

ফুটবে বই কি!
সাবাস সাবাস—শতং জিউ।
মড়া কিউ,
"বাবারে বাবারে গেলাম মলাম"
টেক্কা, গোলাম
আসুক যাক বা থাক
আমরা যতক্ষণ আছি
বলবই কেয়াবাত, কেয়াবাত।

সমালোচনা

সরঞ্জাম যদি থাকে কালি-বুরুশের
সঙ্গতি যদ্যপি থাকে পূর্বপুরুষের
লেগে পড়
(নেপথ্যে—পড়েছি)

মাতৃগর্ভে জন্ম যার সেই তো রসিক
মাংস যদি পেয়ে থাক জুটিবেই শিক
খাশা হবে
(নেপথ্যে—হি হি)
লোভনীয় লেংগিই তো বীরত্বের ঠাট
লোপাট কাহারে করে অশ্বতর-চাঁট
ভেবো না তা
(নেপথ্যে—আরে ছুৎ)
চনমনে কখনও বা চটচটে চাটু
চর্বণ লেহন কর চরণ বা হাঁটু
জ'মে যাবে
(নেপথ্যে—হেঁ-হেঁ)
নাসিকায় তৈল দিও কানে দিও তুলা
নাভিতে আঁটিও বেল্‌ট্‌ পিঠে বেঁধো কুলা
বাস্‌।
(নেপথ্যে নীরবতা)

ইতিহাস

১

ভুতুয়ার বাপ ছিল কুতুয়া
বইত সে সাহেবের জুতুয়া
পেয়ে টাকা টন টন
কীর্ত্তির লণ্ঠন

জ্বালাল
লজ্জা শরম দূরে পালাল ;
এবং সে টাকাতে
জুতো-বওয়া কড়াগুলো ঢাকাতে
রইল না কোনও খুঁতখুঁতুয়া।

২

পটল তুলিল যবে কুতুয়া
গদি-সমাসীন হ'ল ভুতুয়া
স্যাদসের শিরোমণি
ছুনিয়াকে সরা গণি
হাসিল
অপরূপ ভঙ্গীতে কাশিল,
ভুতুবাবু যে-সে লোক নয় তাই
দিন-রাত শোনে 'জয় জয়' তাই
তিন পারিষদ সাথে রয় তাই
জল-উঁচু জল-নীচু, তুতু আ।

পিতার উক্তি

আরে আরে মশাই, বাঁচি সামলে গেলে
কার সঙ্গে জুটে কি যে কোথায় খেলে
বিগড়ে গেছে মাথা
জড়িয়ে গায়ে কাঁথা
খাচ্ছে খালি কচু ভেজে কলের তেলে।

বলছে থেকে থেকে,
চল্ না এঁকে বেঁকে,
সোজা চলিস কেন?

ভাল করে হ্যাংচা!
বলছে ডেকে ডেকে
ভদ্রলোক দেখে
প্রণাম করিস কেন?
ক্রমাগত ভ্যাংচা!
ফুলিয়ে রোগা ছাতি
বলে, মারব হাতী
দেখ না মেরেছি তো
মশা মাছি ব্যাং ছা
সাগর ফেলব শুষে
এবং ফেলব চুষে
চকোলেটের সঙ্গে
সরু মোটা ল্যাংচা।
আহার নিদ্রা ত্যাগ করেছেন তো গিন্নি
বলুন দেখি দাদা, কোথায় মানি সিন্নি!

সপ্তক

১

সম্বলের শেষ প্রান্তে আসিয়া ধনেশ
পূজিল গণেশ।

২

"গ্যাং গ্যাং গ্যাং গ্যাং গ্যাং গো
ব্যাং মোরা ব্যাং মোরা ব্যাং গো—
দেখিলাম মন-চোখে
নব বিভীষণ লোকে
ভেক-ভেকী নাচিতেছে ট্যাঙ্গো।

৩

দধীচি হবেন নিজেই বৃত্র
কন কবিরাজ বায়ু বা পিত্ত
আজ যে শত্রু কাল সে মিত্র
চলচ্চিত্র চলচ্চিত্র।

৪

একাকী করিতেছিনু ধানাই-পানাই
রেডিওতে আচম্বিতে বাজিল শানাই
বোতল বগলে দেখি চলেছে কানাই
আবার পড়িল মনে কেরোসিন নাই।

৫

বশিষ্ঠ মরীচি আর পাঁচটি সঙ্গীরা
(পুলহ পুলস্ত্য ক্রতু অত্রি ও অঙ্গিরা)
কোথা কোন্ তৈল দিয়া সপ্তর্ষি হলেন
গম্ভীরা সভায় বসি চিন্তেন পংখীরা।

৬

স্বর্গীয় সব বোমারুবৃন্দ প্ল্যানচেট মারফৎ
শুনিলাম না কি ফতোয়া করেছে জারি

অগ্নিযুগের তোমরা যাহারা আজিও প্রদীপবৎ
টিম টিম ক'রে জ্বলিতেছ সারি সারি
প্রবন্ধ লিখে সময় নষ্ট করো না আর
শুধু মনে রাখো কালো-বাজার কালো-বাজার
গা-ঢাকা-দেবার মতন সেখানে অন্ধকার
আগুন মার্কা তোমরা যে ধ্বান্তারি।

৭

প্রবীণ মাধব নবীন মাধবে কন
বাঁশী বাজাইও দুপুর বেলায় ঠিক
নবীন মাধব হাসিলেন ফিক ফিক
কোথায় যমুনা কোথায কীচক বন
কোথায় শ্রীমতী কোথা শ্রীমতীর মন
বৃথাই বাঁশরী বৃথাই গাহিছে পিক
রাধার নয়নে জাগে বোমা আণবিক
নবীন মাধব প্রবীণ মাধবে কন
ইউরেনিয়ম বল দেখি কত টন।

খিচুড়ি-প্রসঙ্গ

১

চালের ডালের বাছিয়া কাঁকর
হিমসিম খায় দাসী ও চাকর
'এটা দে ওটা দে এ কর্ তা কর্
মসলা আন্'

সারা রাজবাড়ি কম্পমান !
বসিয়া ছাতে
রাজার মহিষী খিচুড়ি রঁাধেন
নিজের হাতে।

২

'পাক-প্রণালী'র পাতা উল্‌টান
ক্ষীর মেওয়া হিং ঘৃত জাফরান
হাতের কাছেতে যখন যা পান
ছাড়েন সব
হাঁড়ির ভিতরে মহোৎসব !
পড়িয়া বই
রাজার লাগিয়া খিচুড়ি রঁাধেন
রাজার সই।

৩

মস্তকে পরি মুকুট কনক
সভায় ছিলেন প্রজার জনক
সহসা তাঁহার নড়িল টনক
—খিচুড়ি নাকি ?
গন্ধ পাইয়া পরাণ-পাখি
মেলিল ডানা,
রাজসভা ছাড়ি অন্তঃপুরে
দিলেন হানা।

৪

বুড়া রঁাধুনীরে শুধান নৃপতি
'গন্ধ কিসের বল তো শ্রীপতি ?'

কহিল শ্রীপতি করিয়া প্রণতি
ঝাড়িয়া গলা,
'খিচুড়ির প্রভু ধরেছে তলা।'
প্রমাদ গণি
রাজ্ঞী-সকাশে যান গুটিগুটি
নৃপতিমণি।

৫

দেখিলেন যাহা নহে তা খিচুড়ি
মেতেছে মেখলা, বাজিতেছে চুড়ি,
চূর্ণ অলক পড়িতেছে উড়ি
চোখে ও মুখে
কাঁচুলি বুঝি বা রহে না বুকে।
আপনাহারা
বাজুর দোলক দুলিয়া মরিছে
পাগলপারা।

৬

ষোড়শী রূপসী ধরম-কান্তা
ঘরম-সিক্তা পরম শ্রান্তা
ঈষৎ ঝুঁকিয়া খুন্‌তি ছান্‌তা
ঝনৎকারি
রাঁধিছে খিচুড়ি চমৎকারই!
বাহবা তোফা
গালেতে কাজল, লুটায় আঁচল
শিথিল খোঁপা।

৭

অপাঙ্গে রাণী চাহি পতি পানে
কহিলেন হাসি, 'কি হ'ল কে জানে !'
রাজা কহিলেন, 'গন্ধের টানে
এসেছি ছুটে,
বহু ফুল যেন উঠেছে ফুটে,
আ মরি মরি,
চাখিয়া দেখিব দাও তো একটু
প্রাণেশ্বরি !'

৮

চাখিয়া রাজার রোমাঞ্চ জাগে
নয়নে কিসের নেশা যেন লাগে
কহিলেন রাজা গাঢ় অনুরাগে,
'অপূর্ব এ !
কাহিনী শুনেছি পড়েছি বইয়ে,
খাই নি কভু,
হয়ে গেল যেন সহসা আজিকে
ছিল যা হবু।

৯

'এর পর যাহা আসিছে অধরে
বলিতে চাহি না এ খোলা সদরে
তা ছাড়া বাখানি সে গদগদ রে
নাই সে বাণী !

অন্দরে তুমি চল গো রাণি,
খিচুড়ি থাক,
ও অনবদ্য সুধার অংশ
সকলে পাক।'

১০

তারপর যাহা ঘটেছে তাহার
বর্ণনা জানে কুলি ও কাহার
যে কোন বামুন বৈদ্য সাহার
মুখেতে শুনো,
শুনেছে সবাই শহুরে বুনো,
বেতার-যোগে
পাশাপাশি ব'সে শুনেছে সকল
বাঘে ও ঘোগে।

১১

রাণীমা রেঁধেছে খিচুড়ি জবর
কাগজে কাগজে ছেপেছে খবর
বেজেছে নাকাড়া দাদামা দগড়
ডুবকি ঢোল,
কীর্তন সাথে বেজেছে খোল।
খিচুড়ি-গাথা
নানান ছন্দে ভরেছে সকল
মাসিক-পাতা।

ভাবী মন্ত্রীর অবশ্যম্ভাবী বক্তৃতা

১

তোমাদের ভালবাসি ভাই
বারম্বার বলেছিনু তাই
হেন বেগে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিও না গোল্লা অভিমুখে।
ক্ষণেক দাঁড়াও দেখি রুখে,'
হে ভ্রান্ত স্বদেশবাসি, বারেক শ্রবণ কর হিতকথাগুলি।
চল্লিশ কোটি বৃদ্ধাঙ্গুলি
আন্দোলিয়া
সেই গোল্লা অভিমুখে পুনর্ব্বার চলিলে ছুটিয়া।

২

তোমাদের ভালবাসি ভাই,
নব রসে মাতি তাই
স্মরিয়া শ্রীহরি
ভাসালাম তরী
নব-পরিকল্পনার স্রোতে,
গান্ধিজিরে নমি দূর হ'তে।
এ কৃষি-প্রধান দেশে হয়তো বা হবে উপকার
ইহা ছাড়া গতি কিবা আর।
অতীত পতিত হতমান
গোল্লা-অভিমুখী বর্ত্তমান!

এই নব আঁচে
ভিয়ান ওতরায় যদি, ভবিষ্যৎ বাঁচে।
একমাত্র আশা ভবিষ্যৎ
সুতরাং নাহি অন্য পথ।

৩

তোমাদের ভালবাসি ভাই
সেরেফ কর্ত্তব্য-বোধে ইচ্ছা করে তাই
শুধু চাবকাই,
থামে বেঁধে
মুখে ছাতু গেদে
চোখে লঙ্কা গুঁজে
রক্তে পুঁজে
করাইয়া স্নান ;
করি খান খান
অঙ্গ ও প্রত্যঙ্গ প্রত্যেকের,
কুড়াইয়া সেগুলিরে ফের
তাল করে থুড়ি :
হস্ত পদ বক্ষ ভুঁড়ি মুড়ি
করি কুঁচি কুঁচি ;
উচ্চ নীচ আব্রাহ্মণ-মুচি
সনাতন, আধুনিক,
শ্রমিক, ধনিক,
চাকুরে, বণিক,
নাহি করি ভেদাভেদ নাহি রাখি সীমা
বিলকুল করে' ফেলি কিমা।

বিরাট ভারতবক্ষ তার পর করিয়া কর্ষণ
সেই কিমা চতুর্দ্দিকে করে দি বর্ষণ।
সাফ হয়ে যাবে আবর্জ্জনা
চুকিবে যন্ত্রণা।
তাহা ছাড়া হবে সার
চমৎকার।
হবে ভুট্টা হবে ছোলা যব গম ধান
সুখে রবে ভবিষ্যৎ ভারত-সন্তান।

তোমরা যারা

তোমরা যারা ভাবছ মোদের
পায়ের তলায় গুঁড়িয়ে দেবে
কামান দেগে উড়িয়ে দেবে
দিও
হাঃ হা হা হা
সেলাম, সেলাম, সেলাম··· ।

আমরা অতি ক্ষুদ্র
শূদ্রাদপি শূদ্র
এক ধমকে দৌড়ে পালাই
বাসন মাজি লাঙল চালাই
ডলাই মলাই চোলাই ঢালাই
আমরা করি

ঘোরাই ঘানি, ঘোরাই জাঁতা
সবার শিরে নানান ছাতা
আমরা ধরি
তোমরা যখন যুদ্ধ কর
আমরা মরি

দিও দিও দিও
তোমরা যারা চাবুক চালাও
কামান চালাও
হুকুম চালাও
পায়ের তলায় গুঁড়িয়ে দিও
কামান দেগে উড়িয়ে দিও
হাঃ হা হা হা
সেলাম, সেলাম, সেলাম।

তোমরা যারা ভাবছ মোদের
পিঠ চাপড়ে নাচিয়ে দেবে
মিষ্টি কথায় বাঁচিয়ে দেবে
দিও
হাঃ হা হা হা
সেলাম, সেলাম, সেলাম··· ।

আমরা অতি মূর্খ
নেই বুদ্ধি সূক্ষ্ম
আমরা কুলি মজুর চাষা
পাই না দিশা পাই না ভাষা

কিন্তু তবু পারের আশা
আমরা করি
পাল ফাঁসলে ঝড়ের মুখে
ভগ্ন-তরীর হালটা রুখে
আমরা ধরি
তোমরা যখন তর্ক কর
আমরা মরি

দিও দিও দিও
তোমরা যারা বুকনি চালাও
হুজুক চালাও
কাগজ চালাও
পিঠ চাপড়ে নাচিয়ে দিও
হাঃ হা হা হা
সেলাম, সেলাম, সেলাম ॥

তোমরা যারা ভাবছ মোদের
ডুবিয়ে দেবে উঠিয়ে দেবে
ঝরিয়ে কিংবা ফুটিয়ে দেবে
শোন
হাঃ হা হা হা
সেলাম, সেলাম, সেলাম··· ।

চাবুক-ধারী শুম্ভ
কিম্বা দরদ-কুম্ভ
নাই কারুকে চিনতে বাকী
আদ্ধি রেশম খদর খাকী

কোন দেবতার ধরণটা কি
আমরা বুঝি
দন্ত-হাসি কয় কি বাণী
ভুক্ত-ভোগী আমরা জানি
আমরা বুঝি
নিজের মাঝে শক্তি কেবল
আমরা খুঁজি

শোন শোন শোন
তোমরা যারা ভদ্রবেশী
ছদ্মবেশী
অর্দ্ধ-দেশী
ডুবিয়ে দেবে ? উঠিয়ে দেবে ?
ঝরিয়ে কিম্বা ফুটিয়ে দেবে ?
হাঃ হা হা হা
সেলাম, সেলাম সেলাম !

তোমরা যারা ভাবছ মোদের
দাবড়ানিতে দাবিয়ে দেবে
চোমরানিতে ফাঁপিয়ে দেবে
শোন
হাঃ হা হা হা
সেলাম, সেলাম, সেলাম… !

সার বুঝেছি ভাই রে
শক্তি যে নেই বাইরে
নিজের জোরে উঠব মোরা

নিজের জোরে ছুটব মোরা
নিজের জোরে ফুটব মোরা
ডরব না কো
দয়া কিম্বা দাবড়ানিতে
আহ্লাদে বা ঘাবড়ানিতে
মরব না কো
দমব না কো থামব না কো
সরব না কো

শোন শোন শোন
তোমরা যারা শক্তিধারী
বক্তৃতারই
তকৃতিধারী
কোনও চালই চলবে না কো
কোনও ডালই গলবে না কো
হাঃ হা হা হা
সেলাম, সেলাম, সেলাম।

একটু শুধু

১

তোমার অঢেল পয়সা আছে
মানছি তা
এবং আছে খুঁটির জোরও
তাও জানি,

২

হয়তো তুমি কাগজ-ছাপাও
হয়তো দাপাও
হয়তো লাফাও
গলার জোরে ভুবন কাঁপাও
মানলাম,

৩

পয়সা নিয়ে সবার গাঁটের
মদের চাটের
স্যুটের ছাঁটের
দেখাও জানি নানান ঠাটের
কেরদানি,

৪

মানছি তুমি মস্ত মরদ
বাজাও সরোদ
ওড়াও গরদ
চোখ রাঙিয়ে দেখাও দরদ
বক্তৃতায়,
মানছি গো,

৫

গিলতে পার কোপ্তা কাবাব মণ্ডা প্যাঁড়াও
শাক-সবজি মাছ-মুরগী ছাগল ভেড়াও
একটু শুধু
সঙ্গে সঙ্গে গা দুলিয়ে

বুক চাপড়ে ঠোঁট ফুলিয়ে
ডুকরে ডুকরে কাঁদতে পার অন্নহীনের জন্য,
খদর প'রে মোটর' প্লেনে দাবড়ে বেড়াও
ধন্য তুমি ধন্য,
সব ঠিক—

৬

নগদ টাকা ব্যাঙ্কে তোমার লাখ লাখ
করবে কেন গুড় গুড় বা ঢাক ঢাক
চুটিয়ে তাই খেলছ খেল
দিচ্ছ তেল নিচ্ছ তেল
হরদম
লাগিয়ে তাক
পিটিয়ে ঢাক
ঘাঁটছ পাঁক
কর্দম
দেখছি তো,

৭

চলছ এবং চলাচ্ছ
বলছ এবং বলাচ্ছ
নূতন রকম ঠুংরিতে
নোংরা এবং হুংরীতে
ধ্বংস ক'রে পিতৃধন
জমিয়েছ যে কি কীর্তন

হারিয়ে 'মিকি মাউস'কে
মাতিয়ে দিলে হাউসকে
দেখছি তা,
কাত করেছ পোলাও-ভরা
ডেকচিটা !

৮

দিচ্ছে সবাই হাততালি
নাই যে কার ও পাত খালি !

৯

সবাই সবই জানছে তো
সবাই তবু মানছে তো
এবং ক'ষে টানছে তো
দিনরাত,
লুসছে এবং শুষছে
তোমার মুখের মন্ত্রগুলো
তার-স্বরে ঘুষছে
ঠিক বাত !

১০

আকাশ তোমার নাইক জানা
নাই কাকলী নাইক ডানা
তবু তোমায় বলছে সবাই
পক্ষীটি
টাকার জোরে সব ত্যাঁদড়ই হচ্ছে টিট্,
একটি কথা কিন্তু শোন

লক্ষ্মীটি ,
এক মিনিট,
জাল ফেলেছ অনেক ঘাটে
কিন্তু কিছু ধরছ কি ?
বন্ধ ক'রে ঘরের দ্বার
চোখটি বুজে একটি বার
একটু শুধু চিন্তা কর
করছ কি !

